এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী

নাম বলা নিষেধ

নাম বলা নিষেধ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী

নাম বলা নিষেধ

বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স ❑ ঢাকা

www.pathagar.com

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ❑ আবদুল হাই শিকদার

প্রথম প্রকাশ ❑ একুশে বইমেলা ২০০২

প্রকাশক ❑ মোঃ শিহাব উদ্দিন বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স ৫০ বাংলাবাজার, পাঠকবন্ধু মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০, ফোন : ৭১১১৯৯৩ কম্পিউটার সেটিং ❑ বাড কম্প্রিন্ট, ৫০ বাংলাবাজার মুদ্রণে ❑ আল মদীনা প্রিন্টিং প্রেস, তাঁতী বাজার, ঢাকা প্রচ্ছদ ❑ ফরিদী নুমান গ্রন্থস্বত্ব ❑ লেখক

মূল্য ❑ ১২৫.০০ টাকা US $ 10

ISBN-984-839-014-06

www.pathagar.com

স্নে হা শী ষ

শেরাজাদ
আরিস তালিস
ফুটফুটি
আমার তিন ক্ষুদে বন্ধু

ব. চৌধুরী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা

ঘটনার ভিত্তিতে লেখাগুলো প্রায় সবই ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ এর মধ্যেই ঘটেছিল। ঐ সময়কার প্রেক্ষাপটে ঘটনাগুলো বিবেচ্য হলেও— প্রায় সর্বকালের জন্যই এগুলো সত্য।

এসব নায়ক নায়িকাগণ যুগে যুগে রাজনীতির নাটমঞ্চে আসেন-যান।

আসুন তাদের আরো একটু চিনতে শিখি।

৩১. ১. ২০০২ ব. চৌধুরী
বঙ্গভবন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

রাজনীতি : বাংলাদেশী স্টাইল ১১
মাছের তেলে মাছ ভেজে, আজকে তিনি ২১
নাম বলা নিষেধ ৩০
মঙ্গোলিয়াতে অশ্বদুগ্ধ সমাচার ৩৫
যদি সুন্দর একখান মুখ পাইতাম ৪৪
চীনে একজন অসাধারণ সাধারণ মানুষ ৫০
রাজনীতিতে সত্য-মিথ্যা অভিযোগ ৫৬
সকাল বেলার সল্‌তে পাকানো ৬৩
ক্রনিক ব্যাধি : গুজব ছড়ানো ৮২
ম্যান অব প্রিন্সিপ্‌ল ৮৮
মৌসুমী পাখী ও চান্স মোহাম্মদবৃন্দ ৯২
বিচিত্র এ দেশ, সেলুকাস্ ১০১
একটি বোনাস গল্প : তিন দু'গুনে ছয় ১০৬
বোনাস গল্প : কে বেশী তৈলমর্দ্দনকারী ? ১০৮
বোনাস গল্প : ডানে না বাঁয়ে ? ১০৯
বোনাস গল্প : ফুটবল মন্ত্রী সমাচার ১১০
একটি বোনাস গল্প : ঐ ফ্যাক্টরীটা কিনতে হবে ১১১
একটি বোনাস গল্প : 'আমি চোর হব' ১১২

www.pathagar.com

লেখকের অন্য বই

প্রবাসীর মন

নায়িকা প্রধান

www.pathagar.com

রাজনীতি ঃ বাংলাদেশী স্টাইল

এক

১৯শে জানুয়ারী, ১৯৮৫। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বারান্দার দরজার সামনেই অভ্যর্থনা জানালেন মিসেস শেফার – 'আপনি ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী। আমি কি সঠিক বলেছি?' এর আগে কখনো দেখা হয়নি। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখে চমকে গেলাম। নিজেই বললেন– 'আপনি ও আপনার ছবিও হুবহু এক। খবরের কাগজে ফটো থেকেই চিনলাম।'

আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এর আগে বারতিনেক দেখা হয়েছে। শেষবার সিনেটর প্রেসলার যখন ঢাকায় এসেছিলেন, তাঁকে রাষ্ট্রদূত মধাহ্ন ভোজে দাওয়াত করেছিলেন। তারিখ ১৯শে জানুয়ারী '৮৫। সিনেটর প্রেসলার মোটামুটি ডাকসাইটে সিনেটর।

আলাপচারী হ'ল। বললেন, 'পাস করা আইনজীবী হলেও আইন অভ্যাস করিনি। ত্রিশ ছুঁতেই সিনেটর। সেই থেকে লেগে আছি রাজনীতিতে।' বললেন প্রেসলার। এখন বিদেশ সম্পর্কিত কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, চল্লিশ ছোঁননি এখনো।

দুপুরের খাবার দাওয়াতে সর্বজনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী, এরশাদ সরকারের কিছু মন্ত্রী, সামরিক বাহিনীর একজন এবং বিএডিএস এর ডঃ রহমান উপস্থিত।

হাল্কা লাঞ্চে ঘুরে ফিরে আলাপ করছিলেন প্রেসলার। লম্বা হাল্কা গড়ন, মার্কিন সিনেমার হিরো মার্কা চেহারা – বিশেষ বাকপটু।

www.pathagar.com

লাঞ্চে সাদা ভাত হোয়াইট সসে রান্না করা। একই সঙ্গে পাঙ্গাশ মাছ এবং মাঝারি সাইজের চিংড়ি মাছ। ওদিকে সিদ্ধ পালংশাকে ডিম মেশানো। সালাদ। সবশেষে খোশা ছাড়ানো কমলা, চিনির সিরাপে ডুবানো।

রাজনৈতিক অবস্থা, আমাদের অবস্থান এবং সরকার ও সামরিক শাসন সম্পর্কে কথা বলতে চাইছিলেন সিনেটর প্রেসলার। গণতন্ত্রের স্বপক্ষে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরলাম। বোঝালাম, গণতন্ত্রের দেশ বলে যুক্তরাষ্ট্র গর্ব করে, আব্রাহাম লিংকনের দেশ বলে অহংকার করে যুক্তরাষ্ট্র। তাঁদের উচিত বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ ও জনগণের গণতন্ত্রমনা মনোভাবকে শ্রদ্ধা করা।

আব্রাহাম লিংকন শহীদ হয়েছিলেন। তেমনি জিয়াউর রহমানও শহীদ হয়েছিলেন গণতন্ত্রের জন্যে – একথা কেউ যেন ভুলে না যায়। .....

দুই

রাষ্ট্রদূত শেফার একান্তে ডেকে বললেন– আপনার মতামত আরো স্পষ্ট করে জানতে চাই।

ঠিক আছে।

কবে?

শীগগীরই সময় হলে বলবো। কারি পছন্দ করেন?

খুউব–

কী রকম?

ইণ্ডিয়া-পাকিস্তানে বহুদিন ছিলাম। তাছাড়া আরেকটা ব্যাপারও আছে।

কী ব্যাপার?

আমার স্ত্রীর পারিবারিক নাম কারি। ওরা কারি পদবীর। কারি পছন্দ না করে উপায় আছে?

ছোট-খাটো সাদা-মাটা চেহারার মানুষ শেফার। চট করে বোঝা যায় না আসলে একজন বিচক্ষণ রাষ্ট্রদূত।

www.pathagar.com

ঘুরে-ফিরে সেই কারী দাওয়াতের তারিখ হলো ১লা মার্চ ১৯৮৫। আমাদের নিজস্ব বাসায়। ২২৭ নম্বর মগবাজার, শ্যামলীতে।

এদিকে রাজনীতির নানান হৈ-চৈ। সামরিক প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলছেন, ৫ দফা মানা হয়ে গেছে। ৭ দল ১৫ দল এবং জামাত বলছে, মানা হয়নি। সুতরাং এপ্রিলের ঘোষিত সাধারণ নির্বাচন হয় কেমন করে? বেগম জিয়া ঘোষণা করেছেন, যারা নির্বাচনে রাজী হবে তারা হবে জাতির কাছে বেঈমান ও বিশ্বাসঘাতক। রাজনীতির টাল-মাটাল অবস্থা। কী হয় বা হয় না।

তিন

১লা মার্চ ১৯৮৫ শুক্রবার।

জুম'আর পরে ফিরে আসতেই স্ত্রী বললেন, সিরাজুল হক মন্টু এবং অন্য একজন (ডাঃ করীম) এসেছিলেন হুঁশিয়ারী সংকেত নিয়ে।

কী হুঁশিয়ারী?

আজ ৭ টায় টিভি ভাষণ হবে– রাজনীতি বন্ধ করে দেওয়া হ'বে। খুব জুলুম, ধরপাকড় হবে। সুতরাং বাসা ছেড়ে অন্যত্র যেতে পরামর্শ দিয়ে গেছেন।

একটু পরেই সরকারী কর্মচারী এক আত্মীয় ফোন করলেন– হুবহু একই খবর। দুপুরে খাবার পর বিশ্রাম করছি। ক্রিং ক্রিং।

মৃদু মিট মিট গলায়। শোনা যায় কি যায় না।

ওপাশে আফাজউদ্দীন ফকির। প্রাক্তন এম.পি এবং পার্টি- নেতা। ধানমণ্ডি থেকে ফোন করছেন।

ব্যাপার কী? শুধালাম।

খবর পাইছেন? এমন মৃদুভাষী জীবনে ফকির সাহেবকে দিখিনি।

কী?

সইরা যান। সাবধানে থাকেন যেন। মার্শাল ল' হইতাছে পুরাদমে সন্ধ্যাবেলা।

www.pathagar.com

আবার, শেষবারের মতো হুঁশিয়ারী করলেন, সাবধানে থাকেন যেন। .....

ফোন ছেড়ে দিলেন।

এবার চতুর্থ হুঁশিয়ারী। ফোনও এসেছিল আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছ থেকে। একই খবর।

আমি তখন ভাবছি আজই সন্ধ্যা ৭টায় রাষ্ট্রদূত শেফার আসবেন, কারী খাবার দাওয়াত। রান্না-বান্না শেষ করে ফেলেছে মায়া (স্ত্রী), এখন কারী নিয়ে কী করি?

মায়া বললো–আজকের দাওয়াত ক্যানসেল করে দাও।

করা যায়? অথবা সন্ধ্যার বদলে বিকেলে করলে কেমন হয়?

এমনি সময় ক্রিং ক্রিং।

হ্যালো, ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী আছেন? – বিদেশী বামা কণ্ঠ।

আমেরিকান এম্ব্যাসী থেকে বলছি। এমব্যাসাডর জানাচ্ছেন, আজ সন্ধ্যা ৭টায় টিভি ভাষণ হবে। তারপর আপনারা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় বসবেন পার্টিতে ভাষণ সম্পর্কে। সুতরাং আজকের দাওয়াত ক্যানসেল করলে আপনার সুবিধা হয় না কী?

মেঘ না চাইতেই পানি! খুশী হলাম। স্ত্রী উদ্দেশ্যও যখন তাই।

রাজী হয়ে গেলাম।

ঠিক আছে, তাই হবে। পরে একটা তারিখ করে নেবো। কেমন? থ্যাংকস। বাই-বাই-থ্যাংকস।

শেষ করতেই স্ত্রীর মুখোমুখী। আমার রান্না করা খাবারের কী হবে? কই মাছ, চিংড়ি মাছের কাবাব বাখর-খানির কী হবে? এতো খাবার কে খাবে?

স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম।

আগে তো মানা করলে না?

তাহলেই কী হয়? খাবারগুলো নষ্ট হবে না?

চিন্তা, দুশ্চিন্তা, পুনঃচিন্তা।

সিদ্ধান্ত আবার পাল্টানো হলো।

www.pathagar.com

ধরো বিকালে ৫টায় এলো। ৬টায় খাবার দেয়া হলো। সায়েবরা খায় তো সূর্য্য ডুবতেই। এতে আর আশ্চর্য্য কী? – প্রস্তাবনা মায়ার।

মন্দ না। ৫টায় আসবেন। ছ'টায় খাওয়া দাওয়া। ৭টায় পাট চুকলে – টুপস্ করে সরে পড়া। এটাই হলো প্ল্যান। 'শ্যাম' 'কুল' দুইই রইবে।

আবার রিং করা হলো।

প্রস্তাব করা হলো। ৫টায় আসবেন তিনি। ৬টা – ৬-৩০ এ খাবার দেয়া হবে। ৭টার আগেই বিদায় পর্ব।

প্রস্তাব গৃহীত হলো। খুশী হলাম। কিন্তু অস্বস্তি ভাব রয়েই গেল। তবু-ও খাবারগুলো নষ্ট হবে না– দেওয়া 'কথা' রইলো, ভেবে ভালই লাগলো।

বেলা তখন ৩টা।

ছোট ব্যাগে 'ডুব' পর্বের প্রয়োজন মাফিক কয়েকটা কাপড়-চোপড়, শেভিং, টুথপেস্ট, ব্রাশ, তোয়ালে, কলম, কিছু পয়সা-কড়ি, টুপি-তসবীহ ভরা হলো। এ ব্যাপারে গৃহিনীর পূর্ব অভিজ্ঞতা অনেক দফার। সুতরাং আমাকে ভাবতে হয় না। ব্যাগ রেডী করে লোক মারফত অন্য কোন এক বাড়ীতে তা পাঠিয়ে দেওয়া হলো। বাড়ীর মালিকের বৈঠকখানা ঘরের কোণায় সযত্নে রাখার ব্যবস্থা করা হলো। প্রয়োজনে 'আন্ডার গ্রাউন্ড' থেকে যোগাড় করা যাবে– এটাই প্ল্যান। ওদিকে আমরা অতিথি প্রত্যাশায় অপেক্ষমাণ।

বিকাল ৫টায় যার আসার কথা তিনি পনেরো মিনিট আগেই এসে হাজির। গাড়ীতে ড্রাইভার ও দোভাষী। ঘরে এলেন একা।

হ্যালো, ওয়েলকাম। একা যে? আপনার স্ত্রী ও বাচ্চাদের দাওয়াত ছিল। অভ্যর্থনা করতে করতে বললাম।

হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন, কিন্তু স্ত্রী ইন্ডিয়া গেছেন– সপ্তাহ দুই বাইরে থাকবেন। বাচ্চারা ছেলে দু'জন। ওরা আসবে না – বুঝতেই পারেন, ওদের সংযত করা সোজা নয় –

আলাপচারী হলো।

স্ত্রী। বড় মেয়ে মুনা। ছেলে মাহী। ছোট মেয়ে ঝুনঝুন।

www.pathagar.com

হ্যালো-হ্যালো-হ্যালো লাভলী ফ্যামিলি হাউ আর ইউ–

চা এলো। সামান্য নাশ্‌তা।

আলাপচারী হলো।

যদি রেফারেন্ডাম হয় তবে বিএনপি কী বলবে?

নিশ্চয় তার আগে রাজনীতি বন্ধ করে দেবে সরকার, তাই না? রাজনীতির এই আবহাওয়ায় না জনগণ– না রাজনীতিকগণ 'গণভোট' প্রস্তাব গ্রহণ করবে। কেন?

১৮ দফা দেবার সঙ্গে সঙ্গে গণভোট দিলে তার অর্থ হতো, বোধগম্য হতো। ৩ বছর পর সরকারী কার্য্যক্রম চালু রেখে তারপর এ ব্যাপারে জনমত নেবার প্রচেষ্টা কী সঠিক হতে পারে? এ যেন ৩ বাচ্চার পর বিয়ে পড়ানো– তাই না?

কথায় কথায় প্রায় সাড়ে ছ'টা।

শীগ্‌গীরই খানা দাও। তাড়া দিলাম। বারান্দা থেকে দেখলাম – রাস্তাঘাট নিঝ্‌ঝুম প্রায়। গাড়ী চলাচল কমে গেছে। সাঁঝ-বাতি জ্বলে উঠেছে। থম্‌থমে পরিবেশ রাস্তাগুলোয়।

খানা টেবিলে সাজানো।

এক্‌সেলেন্সী খুশী। একটু পোলাও কাবাব নেবার পরই– চিংড়ি মাছ (নারকেলের 'দুধে' রান্না করা) এর ওপর দৃষ্টি পড়লো।

চমৎকার! চমৎকার! আরো একটু নিতে পারি?

নিশ্চয়ই – এগিয়ে এলো মায়া।

কি দিয়ে রান্না?

চমৎকার–

কাবাব খেলেন।

'কলেস্টেরল' বেড়ে গেছিলো আমেরিকায়। বাংলাদেশের খাবারে নিশ্চয়ই খুব ভালো কিছু উপাদান আছে– আমার কলেস্টেরল নেমে গেছে।

www.pathagar.com

খাবার টেবিলেই আলাপ হচ্ছে। বাচ্চারা এবং গৃহিনীসহ সবাই খাচ্ছি। সিঁড়ির পাশের ঘরে তাঁর ড্রাইভার এবং দোভাষী খাচ্ছে। আমার বাড়ীর লোক তাদের খাওয়াচ্ছে।

এমন সময় দারোয়ান এলো। দারোয়ানের কাছে খবর শুনে আমার সহকারী হানিফ এলো। গরম খবর।

নীচে দারোয়ানকে জেরা করছে এক গাড়ী সাদা পোশাকী লোক। গর্দানায় চুল খাটো করে ছাটা। সঙ্গে ওয়ারলেস হাতে আরো কিছু সাদা পোশাকী। আমি বাসায় আছি কি না? নীচের গাড়ী কার? – নানান প্রশ্ন।

কী বলেছে দারোয়ান?

বলেছে মার্কিন রাষ্ট্রদূত উপরে আছেন। স্যার কথা বলছেন।

যা ভেবেছি তাই। আর কালক্ষেপণ করার সময় নেই। 'তাঁরা' এসে গেছেন, আমাকে পাকড়াও করার উদ্দেশে।

ইওর একসেলেন্সী, আমাকে মাফ করতে হ'বে।

কী ব্যাপার?

যা হয় তৃতীয় বিশ্বে রাজনীতি করতে গেলে। আমার গেটে গ্রেফতারী লোকজন এসে গেছে। সুতরাং আমাকে যেতে হবে।

কিছু মনে করবেন না। আমি আসছি।

ওকে, ডোন্ট ওয়ারী – গো এহেড।

সরি, মিষ্টিটা খেতে পারলাম না, কিন্তু আপনি অবশ্যই খাবেন। সেমাই জর্দা আমাদের ঈদের খাবার– অবশ্যই ট্রাই করবেন। .....

প্রস্থান ঃ অনেকের ভিড়ে একজন হয়ে মিশে গেলাম। কেমন করে?

অজ্ঞাতবাসের পর জানতে পেরেছিলাম বাকী ঘটনাগুলো। ওয়ারলেসধারী লোকজন মিনিট ৩/৪ পরই ভেতরে হুড়মুড় করে প্রবেশ করে। রাষ্ট্রদূত তখন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছেন। রাষ্ট্রদূতকে স্যালিউট দেবার ভদ্রতা পুরোপুরি বজায় রেখে তারা সরে দাঁড়ালো। তারপর দুদ্দাড় করে

www.pathagar.com

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো ওরা অনেকে। স্ত্রী ও বাচ্চারা বললেন, কী চান আপনারা কারা?

স্যার কোথায়? সারকে চাই।

কেন?

গ্রেফতার করার হুকুম হয়েছে।

হুকুমনামা দেখান।

হুকুমনামা লিখিত নেই। মৌখিক।

আপনারা কারা?

পুলিশ এস. বি।

পরিচয়পত্র দেখান।

নেই।

নেই কেন? আপনারা পুলিশ নাও হতে পারেন। গায়ে পোশাকও নেই, পরিচয়ও নেই।

পোশাক পরা পুলিশ চান? বলেই যার হাতে ওয়ারলেস তিনি ওয়ারলেস করতে লেগে গেলেন।

হ্যালো, হ্যালো। এখানে এরা বাধা দিচ্ছেন। খুঁজতে দিচ্ছেন না। একটু-ও ভয় পায় না। পোশাকী পুলিশ না এলে খুঁজতে দেবে না।

দুই মিনিটে একটা লরি ভর্তি পোশাকী পুলিশ এসে হাজির হলো বোধ হয় রমনা থানা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে পোশাকী ভদ্রলোক একজন পরিচয় দিলেন ও.সি হিসেবে। তখনো লিখিত পরোয়ানা আনেননি ওরা। বিচিত্র পদ্ধতি।

শুরু হলো খোঁজ খোঁজ পালা। প্রতিটি ঘর, খাটের তলা, আলমারি, বাথরুম খুলে তন্ন তন্ন করে দেখা। বড় মেয়ে মুনার ঘরে খুঁজতে গেলে মুনা বাধা দিল।

এটা আমার ঘর, ঢুকতে পারবেন না। এখানে উনি নেই।

ততোক্ষণে সামরিক রাষ্ট্রপতির ভাষণ শুরু হয়েছে। রাজনীতি বন্ধ। কড়া সামরিক শাসন। 'রেফারেন্ডাম' হবে। ব্যক টু স্কয়ার ওয়ান। আবার 'খেইল শুরুরে মন।'

www.pathagar.com

ধুপ ধুপ করে ছাদের সিঁড়ি বেয়ে একদল ছুটলো। নীচে তখন ছোটাছুটি করছে ওরা দশ বারো জন। সিঁড়ির কাছে দু'টো সতেরো আঠারো বছরের ছেলে (এসেছিল দেশ থেকে) তাদের চোখে পড়লো। যায় কোথায়? ধরা পড়লো দু'জনেই। নাম কী?

নাম বললো।

বাড়ী কই?

মজিদপুর।

এখানে কেন?

বেড়াতে এসেছি, স্যারের দেশ থেকে। উনি আত্মীয় হন।

স্যার কোনদিকে সরে পড়েছেন?

জানি না।

জানি না মানে? এই ছিলেন, উবে যাবেন নাকি? কর্পূরের তৈরী নাকি?

পিস্তল বের করে পিঠে ঠেকিয়ে বললেন, আমাদের সঙ্গে ছাদে চল।

ছাদে অন্ধকার।

হারিকেন আনো।

হারিকেনের খোঁজ নিয়ে দেখা গেল তেল নেই। – মোমবাতি আনো।

আপনাদের মোমবাতি নেই?

চুপ বেয়াদব।

ছোট একটা মোমবাতি এলো। বাতাস ছাদে– জ্বলে নিভে যায়।

নিভে কেন বাতি?

বাতাসে।

খবরদার, দুষ্টামি করবে না, মার লাগাবো। ঠিক আছে। আপনারা কেউ বাতি ধরুন। চুপ।

চলছে খোঁজাখুঁজি। ওরা সন্তর্পণে হাঁটছে। জুতার আওয়াজ একটু জোরে করেছে দেশের থেকে আসা ছেলেটা।

www.pathagar.com

খবরদার। জুতার আওয়াজ করছ কেন? হুঁশিয়ার করে দিচ্ছস্ স্যারকে? গুলি মেরে উড়িয়ে দেব।

দু'জন সিঁড়ি বেয়ে উল্টোপাশে রোগী দেখার ঘরের তালা খোলার চেষ্টা করে ওরা।

ও দিকে ওদের সঙ্গের ইনফর্মার একটি ছোকরা ছাদ বেয়ে নেমে (এয়ার কণ্ডিশন বের করে নেওয়া হয়েছে কিছুদিন আগে এমনি ফোকরের ভিতর দিয়ে নেবে) সব দরজা খুলে দেয়। খোঁজ করে এবার নীচের তলায় (আমার এখানে কাজ করে দু'জন) নার্সদের থাকার ঘরে দরজা ধাক্কায় এরা।

কে? বেরিয়ে এসে দরজা আগলে দাঁড়ায় সিষ্টার রুহিনী সাংমা। উপজাতি। বাড়ী ময়মনসিংহ গারো পাহাড়ের ঢালুতে। আপনারা এখানে কী চান? ঠাস্ ঠাস্ প্রশ্ন রুহিনীর।

ঘরে কে আছে?

কাকে চান?

স্যার আছেন এ ঘরে?

কী যা – তা বলছেন?

দোর আগলে থাকে সিষ্টার রুহিনী সাংমা।

ঐ মশারীর নীচে কে ঘুমাচ্ছে।

তা দিয়ে আপনাদের কী দরকার?

ওকে জাগিয়ে দিন।

আমি কেন জাগাবো?

স্যার শুয়ে আছেন মশারীর নীচে? ওকে তুলে দিন। না হয় আমরা ঘরে ঢুকবো।

www.pathagar.com

মাছের তেলে মাছ ভেজে, আজকে তিনি

বহুদিন আগের গল্প বলবো আজকে। আমার প্রয়াত পিতা তখন বেঁচে টেলিফোন বেজে উঠল চেম্বারে। ওধারে আমার বাবা– শোন, আমার একজন সাগরেদ এখানে বসে আছে, তুমি তাকে দেখে দেবে, ফিস নেবে না। অন্য রোগীর আগে দেখবে। বসিয়ে রাখবে না।

বাবা যেমন আমার বন্ধু, তেমনি আমাদের বাড়ীর সাম্রাজ্যের নিরংকুশ একচ্ছত্র সম্রাট। সুতরাং তাঁর আদেশ শিরোধার্য। বসিয়ে রাখবো না। আগে দেখবো। ফিস নেবো না।

তথাস্তু!

আমার সেই আমলের ষোল টাকা 'মাঠে মারা গেল।'

যথাসময়ে 'সাগরেদ'টির চেম্বারে প্রবেশ, পেছনে আমার রিসেপশনিষ্ট বাতেন মিয়ার অনিবার্য টাকটি চক চক করছে।

স্যার, বড়ো সাহেব পাঠাইছে, সাথে সাথে দেইখ্যা দিতে কইছে।

তিনি এলেন, বসলেন। তখন বয়স কত? চল্লিশের এপিঠে। বেশ তাগড়া চেহারা, পুষ্ট কালো গোঁফ। চশমা বেশ পুরু–বলুন, কেমন আছেন?

তিনি বললেন। শুনলাম। শার্ট গেঞ্জী খুলে শুলেন। যন্ত্র লাগিয়ে দেখলাম। চিকিৎসা লিখলাম। পথ্য লিখলাম। বোঝালাম যা বোঝানোর। ঘাড় নেড়ে বুঝলেন।

দু' পাটি দাঁত বের করে বেশ এক গাল হাসলেন (দাঁতগুলো এখনো স্বাস্থ্যবান মনে হয়। বেশ কিছু দিন আগে টিভি-তে যখন ছবি দেখি);

www.pathagar.com

সালাম ভঙ্গীতে হাত তুললেন এবং যত ধীরে গতিতে প্রবেশ করেছিলেন তার চেয়ে দ্রুত গতিতে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

আমার ফিস 'প্রসঙ্গ' উত্থাপিত বা আলোচিত হবার কোন সুযোগ এলো না। তিনি এলেন, কাজ সারলেন এবং চলে গেলেন। যান, আপত্তি নেই, কেননা এটা বাবার হুকুম – তাঁর 'সাগরেদ' রোগী দেখা।

বেশ কয়েক বছর পর।

হঠাৎ একটা ফোন এলো।

হ্যালো- ডাক্তার সাহেব?

জ্বি।

আমি অমুক।

বুঝলাম ওপাশে 'বাবার প্রাক্তন সাগরেদ'।

জিজ্ঞেস করলাম, বলুন।

(এ ফাঁকে একটা খবর বলে নি। ইতিমধ্যে আমার বাবার সাগরেদটি একটি খুব বড় চাকরি পেয়েছেন– আইন দপ্তরের এবং আইনজীবীদের জন্য একটি লোভনীয় সর্বোচ্চ ষ্ট্যাটাস্ওয়ালা চাকরি। ভাগ্যবান বলবো তাঁকে। এ চাকরি পানেওয়ালাদের সাধারণত লোকেরা শ্রদ্ধা করে, লায়নস রোটারিয়ানরা থেকে শুরু করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যন্ত বহুসভায় এঁরা হন সম্মানিত অতিথি। সুতরাং তিনি এখন 'শ্রদ্ধেয়' জনের একজন।)

ফোনে তখনো আলাপচারী চলছে।

— কেমন আছেন বলুন।

— ভালো নেই বলেই তো ফোন করা– আমি যা ব্যস্ত বুঝতেই তো পারছেন।

বুঝতে না পারলেও সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি আমাকে বোঝালেন, কতো অনিবার্যভাবে সমাজের জন্য তিনি প্রয়োজনীয়। সরকারী কাজ ছাড়াও, সমাজ সেবামূলক ভাষণ দিয়ে কতো ইতরজনের তিনি কত উপকার করে যাচ্ছেন– বুঝতে আমার খুব বেগ পেতে হলো না।

www.pathagar.com

সুতরাং অমন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অতিশীঘ্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাঁর জন্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা করা আমার জন্যে ফরজ। এটাই হল সারকথা।

তারিখ দিলাম।

যথাসময়ে তিনি এলেন।

গতবার তিনি এসেছিলেন, তিনি আমার প্রয়াত পিতার অসংখ্য উকিল সহকারীর একজন মাত্র। সাগরেদ মাত্র। এবার যিনি এলেন তিনি আর 'উনি' নন। তিনি 'তিনি'। তিনি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত 'মানী' জন ; গুণী জন, উচ্চতম সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। গোঁফে ঈষৎ পাক ধরেছে।

মাথাটাও পেকেছে নিশ্চয়।

তিনি এলেন।

সত্যি সত্যি আসার মতোই এলেন। পিছনে আবহ সঙ্গীত বাজেনি সত্যি'; কিন্তু ধরন দেখে মনে হচ্ছিল একটি অশ্রুত আবহ সঙ্গীতের মেজাজে তিনি আমার ক্ষুদ্র চেম্বারে প্রবিষ্ট হলেন। আমার চেম্বারকে তিনি ধন্য করলেন।

বলেছি গোঁফে পাক ধরেছে।

তাঁর সরকারী গাড়ী আছে।

তাঁর পেয়াদা হয়েছে। কোমরে পেটি বাঁধা, সাদা শেরওয়ানী, মাথায় কাবলী পাগড়ী। পেয়াদা যেন একজন সান্ত্রীবিশেষ।

কিন্তু এসেই তিনি প্রবিষ্ট হননি। গাড়ীতে বসেছিলেন। আমার অনিবার্য রিসেপশনিষ্ট প্রথমেই তাঁর গাড়ীর আগমন ঘোষণা করেছিলেন।

— স্যার, 'তিনি' এসেছেন।

— তিনি এসেছেন?

জি স্যার, তিনি এসেছেন।

— ভাল কথা, চেম্বারে বসতে দিন।

— চেম্বারে? না স্যার, তিনি বসবেন না।

তিনি গাড়ীতে বসে আছেন।

www.pathagar.com

— গাড়ীতে কেন? চেম্বারে বসান। আমার এ রোগী দেখা হলেই তাঁকে ভেতরে ডাকুন।

— না স্যার। অর্থাৎ কী না, বড় পজিশনে তো! এখন তো আর তিনি যেন-তেন কেউ নন স্যার, আর দশটা সাধারণ রোগীর সঙ্গে চেম্বারে বসবেন! তার চেয়ে গাড়ীতেই–

বুঝলাম, তিনি গাড়ীতেই থাকবেন। না ডাকা পর্যন্ত। সুতরাং যে রোগী পরীক্ষা করছিলাম তার পরীক্ষা শেষ হ'লে তিনি নিষ্ক্রান্ত হলেন। ঘর খালি হলো। বাতেন তাঁকে নিয়ে এলো।

সাধারণ মানুষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে তিনি এলেন। উঁচু পজিশনের লোক তো!

যা হোক। তিনি এলেন। তিনি বসলেন। সেই তিনি নন। চেহারায় একটা পোষাকী গাম্ভীর্য এসেছে– আটপৌরে হাসিটি আর নেই। গায়ে নতুন স্যুট হয়েছে। প্রখর গরমে টাই ছাড়েননি, ছাড়তে পারেন না। কপাল ঘামছে। নতুন ফ্রেমের পেছনে ক্লান্ত চোখজোড়া। গম্ভীর কথা সংক্ষিপ্ত হয়েছে।

— সালাম আলেকুম, ডাক্তার সাহেব। মাপা হাসি তাঁর।

— ওয়ালায়কুম সালাম। নিশ্চয় খুব ব্যস্ত। খবর কী, বসুন।

খবরের খবর না দিয়ে দরজার দিকে মাথা ঘুরিয়ে তিনি ইশারা মাত্র করলেন। সেই পেটি ফটকা টুপি সমেত রঙীন পেয়াদাটি নেহায়েৎ 'গোনাহগার বান্দাটির' মতো প্রবেশ করলো ঘরে সঙ্গে সঙ্গে। এ যেন ম্যাজিক!

আরেক ইঙ্গিত করা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে পেয়াদাটি কাল থেকে লাল ফিতে বাধা health etc মার্কা দেওয়া ফাইলটি আমার টেবিলে আমার সামনে রাখলো। কলের পুতুলের মতো কাজ করে যাচ্ছে পেয়াদাটি।

তিনি এখন উঁচু রাজপুরুষ, শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি! নিজের হাতে তো ফাইল বয়ে আনতে পারেন না! তার চেয়ে বরং তাঁর স্বাস্থ্যফাইল বহন করে একটি পেয়াদা কৃতার্থ হোক। ফাইলে তাঁর পুরনো প্রেসকৃপশন জাতীয় কাগজপত্র সংরক্ষিত। আমি খুলছি।

এবার তিনি তৃতীয় ইঙ্গিত করতে অসাধারণ পেয়াদাটি পিছু হটতে হটতে বেরিয়ে গেলো। সঙ্গে আমার সাধারণ বাতেন মিয়াও নিষ্ক্রান্ত হলো।

www.pathagar.com

তিনি একটু সহজ হলেন এবার। সাধারণ মানুষের সামনে কতটুকু সহজ হওয়া যায়?

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ আলোচনা হলো। পরীক্ষা নিরীক্ষা প্রেসকৃপশন, যথাযথ যা হবার হলো।

অবশেষে তাঁর প্রস্থান।

মাপা হাসি তাঁর।

— এবার আসি?

— আসুন।

তিনি প্রস্থান করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ সেই কৃতার্থ পেয়াদার এবং ফাইল গুছিয়ে আঁট সাঁট করে বেঁধে আমাকে সালাম দিয়ে তারও দ্রুত প্রস্থান।

তিনি এলেন, দেখলেন এবং প্রেসকৃপশন নিয়ে গেলেন। লেন-দেন শুধু বাক্যালাপে। আমাকে কৃতার্থ করে গেলেন।

এমনি করে দিন আরো গড়িয়ে যায়।

হঠাৎ একদিন!

আমি তখন মিটফোর্ডে সহযোগী অধ্যাপক। ছাত্র পড়ানো এবং রোগীর রাউন্ড শেষ করে বাড়ী যাবো, এমনি সময় আমারই এক প্রাক্তন এনাটমি শিক্ষক (বর্তমান মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, অবসরপ্রাপ্ত) ঘরে প্রবেশ করলেন।

কুশল বিনিময় হলো।

একজন রোগী দেখতে হবে, তবে বাসায় গিয়ে।

বাসায় সাধারণতঃ যাই না।

এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করতে হবে। মেয়েটি অসুস্থ বেশী। তা'ছাড়া আমার আত্মীয়। তুমি ওকে চেন।

চিনি?

— হ্যাঁ, তোমার বাবার প্রাক্তন এডভোকেট সাগরেদ এখন বড় রাজপুরুষ।

www.pathagar.com

অর্থাৎ সেই রাজপুরুষের কন্যা অসুস্থ। জ্বর সারে না। সুতরাং যেতেই হবে।

গেলাম ওদের বাড়ী। পুরনো শহরের অত্যন্ত ভদ্র এলাকায় বাড়ী। পুরনো হিন্দু জমিদার থেকে কেনা মনে হলো। অনেকটা আঙ্গিনা পেরিয়ে অন্দরমহল। ছন্দোবদ্ধ একটা নাম বাড়ীর। নামটাই কবি মনের পরিচায়ক। হবে না কেন। তাঁর স্ত্রী সুরুচি সম্পন্না এবং শিল্পীমনা। এবং কবি।

মেয়েটি সত্যি অসুস্থ।

পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মুখ গম্ভীর করলাম। চৌদ্দ পনেরো বছরের মেয়ের বুকে ডান পাশ জুড়ে পানি জমেছে। প্লুরিসি হয়েছে।

লম্বা চিকিৎসা হবে। তখনকার দিনে চিকিৎসা ছিল রোজ ইনজেকশন প্রায় তিন মাস নিতে হতো। বুকের ভেতরের পানি সূঁচ ঢুকিয়ে বের করতে হবে। দীর্ঘ এক বছর প্রতিদিন ওষুধ খেতে হবে।

তিনি কথাটা শুনলেন।

চোখ ছলছল করে উঠল তাঁর। আসলেই মেয়েকে খুব ভালবাসেন। তাই আমার হাত ধরে প্রায় কেঁদে ফেললেন– ডাক্তার সাহেব, ওর বুকের পানিটা আপনাকে নিজ হাতে বের করে দিতে হবে।

না, না, আমার এসিষ্ট্যান্টরাই যথেষ্ট। ওরা বেশ এক্সপার্ট।

না ডাক্তার সাহেব, এটা আপনাকে নিজে করতেই হবে। আমি চির কৃতজ্ঞ থাকবো।

তিনি হাত ছাড়লেন না।

আমাকে রাজী হতেই হলো।

রাজী হওয়া মানে প্রতিবারে প্রায় ঘন্টা থেকে ৪০ মিনিট করে বার তিনেক আসতে হবে যন্ত্রপাতি এবং সহকারীদের নিয়ে। অথচ এ কাজের জন্য হাউজ ফিজিশিয়ানরাই যথেষ্ট।

অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে হলো।

এলাম কয়েকদিন। এবং সবটুকু পানি বের করা হলো।

www.pathagar.com

তারপর পাঁচদিন পরপর দেখানোর জন্য আমার প্রাক্তন মাষ্টার সাহেব চেম্বারে গিয়ে বসে থাকতেন। আমাকে পাকড়াও করে নিয়ে আসতেন। দেখতাম, প্রেসকৃপশন লিখতাম– যদিও মূল ওষুধ-পত্র বিধান কিছু বদলাতে হতো না। ও ধীরে ধীরে ভালো হয়ে এলো।

হঠাৎ একদিন তিনি ফোন করলেন।

— ডাক্তার সাহেব রবিবার ঘরে আছেন?

— থাকবো।

— আমরা আসবো আপনার ওখানে বেড়াতে।

— হঠাৎ? আসবেন, অবশ্যি। শুনে খুশী হলাম হয়তো।

খুশী হলাম (বোধ হয়)। কিন্তু কী কারণ থাকতে পারে তাঁর আসার? এতোদিনের ফিস জমিয়ে একসঙ্গে দেবেন? তখন বাড়ী গিয়ে রোগী দেখর ফি বত্রিশ টাকা। বুক থেকে পানি বের করার ফি এক শ টাকা। সবকিছু মিলিয়ে মোট ফি বেশ একটা অংক হবে। কিন্তু ঘুণাক্ষরে তিনি ফি আলোচনা করেন নি এতোদিন। হঠাৎ কী ব্যাপার?

এবার তিনি এলেন সস্ত্রীক। তাঁরা দু'জন।

— আসুন, শুভাগত হোন।

বসলেন।

আমার বড় মেয়ে তখন বছর দুই বয়েস। তখন পর্যন্ত মুনা-ই আমাদের একমাত্র সন্তান।

ডাক্তার সাহেব, আপনার মেয়ে কই? মেয়ে? তাঁর মহিষী বললেন।

আমার স্ত্রী 'মুনা'কে কোলে নিয়ে এলো। তাঁর স্ত্রী মুনাকে টেনে, কোলে নিয়ে আদর করে চুমু খেলেন– বা বা কী মিষ্টি মেয়ে আপনাদের!

তাঁর এই হঠাৎ আদরে আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। কই গো, বের করো না জিনিষটা– মহিষী জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে। তিনি একটু তড়িঘড়ি কোটের পকেটে হাত দিয়ে একটা চ্যাপটা রঙীন বাক্স বার করলেন। আমি ও আমার স্ত্রী দুই নির্বাক দর্শক তাকিয়ে দেখছি।

www.pathagar.com

বাক্স খোলা হলো– তার ভেতর থেকে বেরুলো পাতলা একটা সোনার চেইন।

ভদ্রলোক মুনাকে কোলে নিয়ে বললেন, দাও তুমিই পরিয়ে দাও।

মহিলা চেইনটা মেয়ের গলায় পরিয়ে দিলেন।

বাঃ! কেমন মানিয়েছে দেখুন ডাক্তার সাহেব, আমার বা আমার স্ত্রীর আপত্তি তাঁরা উড়িয়ে দিলেন। না না! কি যে বলেন, আমাদের মেয়ের জন্য আপনি এতো করলেন আর সামান্য একটা সোনার চেইন, এ আর কী?

নিজের কাছে নিজে একটু অপরাধী হলাম। ভদ্রলোক আসলে তাহলে ভদ্রলোকই। বেশ কিছুটা তো প্রাপ্য ফিস এর ক্ষতি পূরণ করেছেন।

হালকা হাসি, কথাবার্তা এবং চা পান শেষে অধিবেশন সাঙ্গ হলো।

কিন্তু এখানে শেষ হলে তো শেষ-ই হয়ে যেতো কাহিনী। তা হয়নি বলেই এতো ভনিতা।

হঠাৎ একদিন তাঁর আত্মীয় আমার সেই মাষ্টার সাহেবটি এসে হাজির।

— কেমন আছেন স্যার?

— ভালো। একটু কষ্ট দিতে এলাম।

— বলুন কী কষ্ট?

মাষ্টার সাহেব এক কাগজ বের করলেন। সুন্দর সাদা কাগজে টাইপ করা কতগুলো রশীদ। ঝকঝকে টাইপে সুস্পষ্ট কয়েকটা কথা। কথাগুলোর সারমর্ম হচ্ছে 'আমি ডাক্তার বদরুদ্দোজা চৌধুরী, অমুক সাহেবের কন্যা অমুককে বাড়ীতে-চেম্বারে পরীক্ষা বাবদ প্রতিবার ৩২/১৬ টাকা ধন্যবাদের সঙ্গে বুঝিয়া পাইলাম– ভিন্ন ভিন্ন তারিখ।

— নিন, সই করুন। মাষ্টার সাহেব তাগিদ দিলেন।

— এগুলো কেন এনেছেন? আমি তো তাঁর কাছে থেকে কোন টাকা পাইনি! তিনি তো ফিস দেননি!

— দেননি মানে?

— দেননি মানে, দেননি!

www.pathagar.com

— অন্য কিছু দিয়েছেন?

এবারে আমার মস্তিষ্কে বুদ্ধির এটমিক চেইন রিএকশন শুরু হলো। সমস্ত ব্যাপারটা পানির মতো সরল হয়ে গেলো।

'ফিস' তিনি দেননি– কিন্তু ফিস এর মূল্য দিয়ে, মহা প্যাকনা এবং ঢং করে আমার বাড়ীতে গিয়ে বাচ্চার গলায় চেইন পরিয়ে দিয়েছেন এবং চেইনের দামটি তিনি উসুল করে নিচ্ছেন! কেননা সমস্ত ফিসটা (তৎকালীন আইন অনুসারে) উঁচু সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে সরকার থেকে তিনি আদায় করে নেবেন। 'প্রেজেন্ট' দিয়ে রশিদ নিয়ে তিনি মাছের তেলে পুটি মাছ ভাজবেন না, বরং পুরো খানাটাই পাকিয়ে নেবেন– এটাই মতলব! মনে মনে "সাবাশি" দিলাম।

এমন 'চালু' আদমী ক'জন হয় বলুন?

উপসংহার ঃ এ ধরনের লোক শনৈ শনৈঃ পার্থিব উন্নতির শিখরে আরোহণ করে। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি পাকিস্তানী সরকারের বড় চাকরী বাগালেন। প্রাক মুক্তিযুদ্ধে সাময়িকভাবে অন্তরীণ থাকতে বাধ্য হন। জিয়াউর রহমান আমলে আরো বড় চাকরী বাগালেন। তারপর এরশাদ সরকারে আরো এক ধাপ ওপরে। এরশাদ আমলে টিভিতে তাঁর পক্ক গুম্ফ রাশির পেছনে সেই পরিচিত হাসিটি দেখে আমারো হাসি পেয়েছিল। আমার স্ত্রী-ও হেসেছিলেন।

পরে তিনি বর্তমান আওয়ামী সরকারী দলে যোগ দিয়েছেন। নির্বাচনে তার নৌকা ডুবে গেছে– এবার মন্ত্রিত্বের পাকা ফল খসে গেল। তৈল বিশারদ মানুষ এই প্রথমবার "চান্স" নিতে পারলেন না। এমন দামী মানুষটাকে সিরাজগঞ্জের 'মূর্খ' জনগণ চিনলোনা! পাবলিক কী জিনিস। তিনিও বুঝলেন না।

www.pathagar.com

নাম বলা নিষেধ

তখন রাজনীতিতে বয়সের দরুন ভদ্রলোকটিকে খুব শ্রদ্ধা করতাম। তিনি রাজনীতিতেও পুরনো– আমার বাবার সময়কার রাজনীতিরও অংশীদার। শাঁসালো বক্তা। সুবা বাংলার (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের) ডাকসাইটে নেতা এবং গদীনশীন হয়েছিলেন– এমন ব্যক্তিত্ব। সাহিত্য রসিক। ভোজন বিলাসী।

কিন্তু বলেছি নাম বলা নিষেধ।

লম্বা চওড়া মানানসই চেহারা।

আওয়াজ জবরদস্ত।

খবর এলো তিনি তশরীফ এনেছেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়া হাসলেন। আমাকে বললেন, হি হ্যাজ কাম–

কে তিনি? প্রশ্ন রাখলাম।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার ক্যান্টনমেন্টের বাড়ীতে রাত ৯টার পর তখন ১৯৭৯-র কথা। ঘরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং আমি। অনেক কাগজপত্র ছড়ানো। সে বছর জাতিসংঘ সাধারণ সভায় পার্টি এবং এমপিদের তরফ থেকে কে কে যাবেন নাম ঠিক করা হচ্ছিল। আমি এবং প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

তৃতীয় কোন ব্যক্তি ঘরে নেই। এমন সময় কে? তাই প্রশ্ন করলাম, কে তিনি?

www.pathagar.com

বললেন কাগজ গুটান। তিনি এলেই দেখবেন। পিয়নকে নির্দেশ দেওয়া হলো। তিনি এলেন। তিনি এলেন শুধু নয়, সপুত্রক এলেন।

সপুত্রক মানে নাবালক কেউ নয়। মস্ত সাবালক বিলেত ফেরত সম্মানজনক পেশায় পাস করা সুদর্শন যুব পুত্র। তিনি এলেন। পুত্রও এলেন। অর্থাৎ তাঁরা এলেন।

তাঁরা এলেন। কুশল বিনিময় হলো।

সালাম আলাইকুম।

কেমন আছেন প্রেসিডেন্ট সাহেব?

ওআলায়কুম সালাম। আপনি কেমন 'অমুক' সাহেব?

আল্লাহ্ যেমন রেখেছেন।

শুনেছি হার্টের অসুবিধা ছিল– হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন?

জ্বি হ্যাঁ। শীগগিরই একটু বিলেত যাবো চেক আপ করতে।

আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন– তুমি কেমন আছ?

প্রেসিডেন্ট পুত্রকে নির্দেশ করে বললেন– ওটি কে? 'ইউর সন'? ইয়াংম্যান ইউ লাভ এ লাভলি টাই অন। পুত্র বিগলিত হলেন গরম দুধে একখণ্ড পাউরুটির মতো।

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, ইট ইজ এ প্রিভিলেজ টু টক ইউ ডাইরেক্টলি স্যার।'

আপনি কি প্রফেশনে জয়েন করেছেন? হ্যাঁ ..... না, মানে তেমন জোরে শোরে নয়।

প্রফেশনও করি, একটু জার্নালিজমও করি, একটা ইংরেজী সাপ্তাহিকীতে লিখি (আমার দিকে দেখিয়ে, সাক্ষী মানলেন) ভাই মানে ডাঃ চৌধুরী জানেন–

যদিও হলফ করে বলছি তাঁর জার্নালিস্ট ক্যারিয়ারের বিন্দুবিসর্গ তখনো জানতুম না।

পরে যদিও তিনিই আমায় বেশ কিছু টের পাইয়েছেন।

www.pathagar.com

এবার পিতার দিকে নজর ফেরালেন প্রেসিডেন্ট জিয়া। তা অমুক সাহেব টেল মি, হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ'? মুচকি হেসে প্রেসিডেন্ট অর্থসূচকভাবে আমার দিকে তাকালেন। ইঙ্গিতটা হলো এই– তাঁর এলাকায় সংসদ নির্বাচনে তাঁর বিরুদ্ধে বিএনপি যে প্রার্থী দিয়েছিল যোগ্যতার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন একান্ত নড়বড়ে, তদুপরি এই প্রবীণ বিরোধী নেতার অনুরোধে ঢাকা থেকে ½ ঘন্টার দূরত্ব এই এলাকায় আমাদের প্রার্থীকে প্রমোট করতে নির্বাচন প্রাক্কালে প্রেসিডেন্ট যাননি। যার ফলে প্রবীণ বিরোধী নেতাটি উত্তীর্ণ হয়ে সংসদে এম.পি হয়ে বসতে পেরেছিলেন।

সুতরাং অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন– হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ? অর্থাৎ এবার কি ধরনের সাহায্যটি প্রয়োজন?

ভদ্রলোক একটু 'কিন্তু' ভাব করলেন প্রথম প্রথম। কারণটা বোধ হয়, আমার উপস্থিতি। আমার সামনে বাপ বেটার যৌথ তদবীর করাটা বোধ হয় ইচ্ছে ছিল না। তবুও গরজ বড় বালাই .....

শুনলাম, আপনি জাতিসংঘে ডেলিগেট সিলেক্ট করছেন।

কোথায় শুনলেন?

হাওয়া বলছে।

হাওয়া ঠিকই বলছে মনে হয়– প্রেসিডেন্ট হাসলেন।

এবার নেতা লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে স্ট্রেইট টু দি পয়েন্ট এসে গেলেন– প্রেসিডেন্ট সাহেব আমার ছেলেকে একজন 'ডেলিগেট' করে দিতে হবে। এটা আপনাকে দিতেই হবে। এই ফেভারটা করতেই হবে। পুত্রটি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লেন– 'স্যার আই উইল বি এভার গ্রেটফুল টু ইউ এজ হ্যাজ অলওয়েজ বিন, টু রিপ্রেজেন্ট মাই কান্ট্রি ইন দি ইউ এন'–

প্রেসিডেন্ট আমার দিকে তাকালেন। স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত। মনে হলো সমস্ত ব্যাপারটাই তিনি আন্দাজ করেছিলেন 'নেতা' সাহেবের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে।

www.pathagar.com

কি বলেন ডাক্তার সাহেব..... বুঝছেন তো অমুক সাহেব। ডাক্তার সাহেব ইজ দা বস..... উনিই লিষ্টটা বানাচ্ছেন তো, হবে না আরো একজন ডেলিগেট এর ভেকান্সি। আমি মৃদু হাসছি। ভাবছি। 'নেতা' সাহেব বললেন..... হ্যাঁ ভাতিজা (আমার ডাক নামেই ছেলেবেলা থেকেই তিনি ডেকেছেন)। দিয়ে দাও না ছেলেটার নামটা ঢুকিয়ে। প্রেসিডেন্ট সাহেব তো রাজীই আছেন–

আমি সশব্দে হেসে ফেললাম– কি যে বলেন, প্রেসিডেন্ট সাহেব বলছেন, ইট ইজ ডান। আমরা কি আর নিজেরা করি?

প্রেসিডেন্ট সাহেব ইনটেরাপ্ট করলেন, ওকে ওকে। ইট ইজ ডান– হলো তো? ডোন্ট ওয়ারি... ইট ইজ ডান।

শুকরিয়া, শুকরিয়া– 'নেতা' সাহেবের ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রেসিডেন্ট সাহেবকে। এমনকি আমাকে বিনয়ী ধন্যবাদ জানালেন।

থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। আই অ্যাম এভার গ্রেটফুল – নেতা পুত্রের ধন্যবাদ জ্ঞাপন। কিন্তু দাঁড়াবার বা চেয়ার ছাড়ার নামগন্ধ নেই। ভাবছি, ব্যাপার কি?

প্রেসিডেন্ট আঁচ করছেন, তবে কি আরো কিছু চাই?

তাঁর নষ্ট করার মত সময় নেই। সুতরাং সোজা পয়েন্টে এসে গেলেন প্রেসিডেন্ট সাহেব।

এনিথিং এল্‌স্ 'অমুক' সাহেব? এনিথিং এল্‌স্ আই ক্যান ডু ফর ইউ?

বিনয়ে বিগলিত হলেন প্রবীণ নেতা সাহেব।

বলুন, বলুন, আমরা একটু ব্যস্ত আছি।

না মানে, ঐ যে আগের দিন ফোনে বলেছিল– কই হে বার করো না কাগজখানা!

পুত্র সন্তর্পণে একটি দরখাস্ত বার করে প্রেসিডেন্টের কাছে উপস্থাপন করলেন।

কি এটা?

ঐ যে, বলেছিলাম।

www.pathagar.com

আমার ছোট ছেলের গার্মেন্ট ইণ্ডাষ্ট্রির ব্যাপারটা।

ওঃ হ্যাঁ বলেছিলেন নাকি? আচ্ছা সই করে দি।

এক বৈঠকে বড় ছেলের জাতিসংঘে তিন মাসের জন্য নিউইয়র্কে ডেলিগেট হওয়া এবং ছোট ছেলের গার্মেন্ট ইণ্ডাষ্ট্রি। দুটো কাজই শতকরা ১০০ ভাগ সাকসেসফুল। আমার চোখের সামনে।

পুনশ্চ–

এখানে কাহিনী শেষ করলে মন্দ হতো না। কিন্তু কাহিনী তো আর আমার আপনার ইচ্ছার তোয়াক্কা করে না। ভদ্রলোক চিকিৎসার জন্যে এরপর লণ্ডন যান এবং সেখানে গিয়েই জিয়াউর রহমান সম্পর্কে বহু বিরূপ বক্তব্য দিয়ে আসর জমিয়েছেন, যা এ দেশের কোন কোন পত্র-পত্রিকায় দেখেছি।

'মন্টু ভাই-মন্টু ভাই, মার্কা সন্তানটি নিউইয়র্ক থেকে ফেরার কিছুদিন পরেই তার ঐ ইংরেজী সাপ্তাহিকে আমাদের পার্টি সম্পর্কে স্ব-কপোল কল্পিত বিরাট রাজনৈতিক গল্প ফাঁদলেন এবং আমার কথা উল্লেখ করে বললেন, এমন অপদার্থ মহাসচিব সচরাচর দেখা যায় না বলেই আমার মোটেই জনপ্রিয়তাও নেই।

অতঃপর

প্রবীণ নেতা আর এক ডিগবাজী খেয়ে পরবর্তী সরকারে সাময়িক ফায়দার আশায় মস্তবড় এক কুরসীতে আসীন হয়েছিলেন।

কিন্তু কুরসী বড় বেরসিক। টেকেনি।

তারা 'অমুক' সাহেব হয়েই বারবার আসবেন, যাবেন। রাজনৈতিক ইতিহাস-নাটকের এক অত্যন্ত সরস ও স্থায়ী চরিত্র– শুধু চেহারাগুলো পাল্টায় তাদের। বিষয়বস্তু একই– 'স্বার্থ'।

www.pathagar.com

মঙ্গোলিয়াতে অশ্বদুগ্ধ সমাচার

প্রশ্ন উঠেছিল ১৯৭৭-এ নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের সদস্য হওয়ার। একদিকে জাপান প্রার্থী, অন্যদিকে মঙ্গোলিয়া। মধ্যস্থলে প্রার্থী বাংলাদেশ। তখনো বাংলাদেশ 'বাস্কেট কেস' নামে অভিহিত। বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তখনো একেবারে প্রশ্নাতীত নয়। এ সময় স্থির হলো– মধ্যপ্রাচ্যে জনাব শফিউল আজম, ভারত-শ্রীলংকা অঞ্চলে জনাব সাইফুর রহমান, খুব সম্ভবত আফ্রিকা অঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আরো দু'জন– এবং অকুস্থল অর্থাৎ মঙ্গোলিয়াতে আমি যাবো রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত 'এনভয়' হিসেবে তদবীর সুপারিশ করতে বাংলাদেশের পক্ষে। অবশ্য গোড়ার কাজকর্মগুলো প্রধানত জাতিসংঘে স্থায়ী প্রতিনিধি খাজা মুহাম্মদ কায়সার এবং দ্বিতীয়ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব শামসুল হক প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছিলেন।

আমি অবাক হয়েছিলাম। অবাক এজন্যে, তখনো আমার কোন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল না অথবা আন্তর্জাতিক ডিপ্লোম্যাসিতে অংশগ্রহণ করার ভাগ্য আমার আগে কখনো হয়নি। সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, ইচ্ছে করেই বলছি না। কেননা হাজার সৎ উদ্দেশ্য থাকলেও ভাল কাজকে মন্দ এবং উদ্দেশ্যমূলক প্রমাণ করার চেষ্টা করবে– এমন লোকেরও অভাব হয় না এ সংসারে। পরে এ কথা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছিলাম অনেক বেশী মূল্য দিয়ে। দুঃখ পেয়েছিলাম অনেক রাজনৈতিক সহকর্মী এবং কোন কোন তৎকালীন বিরোধীদের নীচু মন মানসিকতা দেখে। কিন্তু যাক সে কথা।

যেহেতু মঙ্গোলিয়ার রাজনৈতিক 'গুরু' হচ্ছে রাশিয়া, সেই হেতু এনভয় হিসেবে আমার কর্তব্য নির্ধারণ করা হলো প্রথমে রাশিয়াতেই যাওয়া।

www.pathagar.com

সেখানে ওদের পররাষ্ট্র বিষয়ক কর্তাব্যক্তিদের বোঝানো এবং পরে মঙ্গোলিয়া গিয়ে মঙ্গোলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টকে বোঝানো যে মঙ্গোলিয়া নিরাপত্তা পরিষদ নির্বাচনে দাঁড়ানোর চাইতে বাংলাদেশের দাবী বর্তমান পরিস্থিতিতে বেশী ন্যায়সঙ্গত।

এছাড়াও জানিয়ে দেওয়া– বাংলাদেশের জয়লাভ করার সম্ভাবনা প্রচুর, পক্ষান্তরে মঙ্গোলিয়ার জেতার সম্ভাবনা ক্ষীণতম মাত্র।

জিনিসটা সেদিন 'চ্যালেঞ্জ' এর মতো মনে হয়েছিল। যদি মঙ্গোলিয়া প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে, তাহলে মঙ্গোলিয়া সমর্থক ভোটগুলো অবশ্য আমরা পাবো, যেহেতু তারা জাপানকে ভোট দেবে না। তাছাড়া মুসলিম দেশগুলো, আফ্রিকান দেশগুলো, কমনওয়েলথ ইত্যাদির সম্মিলিত সহানুভূতি ও সমর্থনে জাপানকে আমরা হারাতেও পারবো হয়তো। যদি আমরা জিতে যাই– ইতিহাসে লেখা থাকুক অথবা নাই থাকুক কোন এক ডাক্তারের নাম– কিন্তু আত্মতৃপ্তিটা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অবশ্যই থাকবে এই মহান বিজয়ে আমার এতো বড়ো একটা প্রত্যক্ষ অবদান রয়েছিল বলে।

এছাড়া আরো একটা আকর্ষণ ছিল এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করার। আমেরিকা দেখার সুযোগ সহজেই আসবে, কিন্তু সে সময়ে রাশিয়া যাওয়ার সুযোগ কম। অথচ তখন পৃথিবীর দু'টো প্রধান 'সুপার পাওয়ারের' অন্যতম রাশিয়া। এ দেশ এবং এমনতরো দেশ যারা চালায় তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগে দেখে নেওয়া যাক না, তাদের মস্তিষ্কে আল্লাহতায়ালা কোন সুপিরিয়র কোয়ালিটি বস্তু দিয়েছেন কি না। পরবর্তী পর্যায়ে আমি বুঝতে পেরেছি, খোদা তাদের অবশ্য অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন ; কিন্তু গুণগত মানে আমাদের দেশের মানুষের বুদ্ধি বা মস্তিষ্কের চাইতে কেউ-ই খুব একটা 'সুপিরিয়র' কিছু নন। আমাদের দারিদ্র্য এবং নেতৃত্বের দুর্বলতা আমাদের সুযোগকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, অন্যদিকে আমরা মোটেই খাটো নই।

আলোচনা পর্যালোচনা মস্কোর ক্রেমলিন এবং মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলন বাতোরে হয়েছিল। অবশেষে তারা নাম প্রত্যাহারও করেছিল

www.pathagar.com

প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদে নির্বাচিত হয় জাপানকে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর হারিয়ে। এ কৃতিত্বের সেতুবন্ধন রচনার বহু অংশীদারের মধ্যে প্রত্যক্ষ একজন হিসেবে আমি তৃপ্ত। অত্যন্ত তৃপ্ত।

তখনই রাশিয়া দেখেছি, মঙ্গোলিয়া দেখেছি।

মঙ্গোলিয়া প্রবাস প্রসঙ্গে রাশিয়া থেকে মঙ্গোলিয়া যাতায়াত খুব মনে পড়ে। আমি এবং সহযাত্রী দু'জন। একজন আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী– সত্যিকারের ভদ্রলোক– পি.এস. সাহেব। দ্বিতীয়জন তখন মস্কোর চার্জ দ্যা' ফেয়ার অর্থাৎ রাষ্ট্রদূত না থাকার দরুন সিনিয়ার অফিসার– যিনি রাষ্ট্রদূতের কাজ করছেন। নাম মিঃ চৌধুরী, বাড়ী সিলেট। বাবা মন্ত্রী ছিলেন, নিজে ফরেন সার্ভিসের অফিসার। পাকিস্তান আমলে পাস করা। ভদ্র বুদ্ধিমান চটপটে তরুণ। ডিপ্লোমেসী অল্প বয়সে ভালো শিখেছেন। বিদেশের প্যারালাল সার্কেলে অর্থাৎ ওদের ডিপ্লোম্যাটদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে জানেন।

মস্কো বিমানবন্দরে গাড়ীতে সওয়ার হয়েছি দুই সঙ্গী নিয়ে, তৎসঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তি রুশ দোভাষী। বেশ দ্রুত বলতে পারেন ইংরেজী। মিশুক। মেশার কায়দাও রপ্ত করেছেন ভালো।

প্রথম সাক্ষাতেই জমিয়ে নিতে চান।

ইয়োর এক্সেলেন্সী, ঢাকা টিভিতে ঐ ডাক্তারী প্রোগ্রামটা এখনো হয়?

অবাক হয়ে চাইলাম। কোন্‌টা?

যেটাতে ইওর এক্সেলেন্সী প্রোগ্রাম করতেন 'আপনার ডাক্তার'।

কেমন করে জানলেন আপনি?

বাঃ, আমি ঢাকায় ছিলাম যে!

তাই।

হ্যাঁ, ঢাকাই মুরগী ফ্রেশ বীফ আর সব্‌জী জিভে লেগে আছে।

বুঝলাম সমজদার খানেওয়ালা।

www.pathagar.com

নানা প্রসঙ্গে আলোচনা ঢাকা সম্পর্কে। আবার সুযোগ হলে ঢাকা যেতে চান।

সর্বত্র সর্বদা হাজির দোভাষীর হাসি।

চৌধুরীর (চার্জ দ্যা ফেয়ার) সঙ্গে জমিয়ে ফেলেছেন। সিগ্রেট বিনিময় হচ্ছে।

গ্লাসে তৈরী দই দিয়ে মস্কোর ব্রেকফাষ্ট। টক দৈ। মন্দ না। অন্তত স্বাস্থ্য সম্মত নিশ্চয়ই।

মস্কো থেকে ইর্কুটস্ক্। কি? জিহ্বায় জড়িয়ে যাচ্ছে? জড়াবে! রুশ নাম ঠিকানা মুখস্থ করতে জিহ্বার ব্যায়াম করতে হবে। কেন না এ ভাষায় প্রচুর হসন্ত, ভ, ৎ, স, স্ক ইত্যাদির আনাগোনা– যেমন অনুস্বর, বিসর্গ ছাড়া সংস্কৃত ভাষা হয় না।

লম্বা পাড়ি মস্কো থেকে ইর্কুটস্ক্। প্রায় এগারো বারো ঘন্টার পর নামলাম ইর্কুট্স্ক্। শুনে অবাক হলাম এটাই হচ্ছে সাইবেরিয়ার রাজধানী। ভেবেছিলাম সাইবেরিয়া মানে বরফ আর বরফ যেখানে অজস্র মানুষ নির্বাসিত হয়েছে– ইউরোপের রাজা, রাণী, ধর্মগুরু, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী– সেই সাইবেরিয়া। আজ এখানে ইর্কুট্স্ক্-এর মতো শহর গড়ে উঠেছে। মানুষ বাস করে, কাজ করে। শিল্প গড়ে উঠেছে।

বিপুলদেহী কয়েকজন রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা বিমানবন্দরে আমাদের 'রিসিভ' করতে এলেন। ক্যাভিয়ার (দুর্লভ ও দুর্মূল্য মাছের ডিম, – ঈষৎ কালো বর্ণের অর্ধস্বচ্ছ ডিম, দেখতে মাগুর মাছের ডিমের দ্বিগুণ সাইজ) এবং বৈকাল হ্রদের বিখ্যাত মাছ দিয়ে লাঞ্চ খাওয়ালো। কাঁচা মাছকে টুকরো না করে পিটিয়ে দুরমুজ করে তারপর মাছটা ছড়িয়ে নেওয়া হয়, কাঁটা পরিষ্কার করা হয়, তারপর 'বল' বানিয়ে তাপে সিদ্ধ করা হয়। খেতে মন্দ-না গোছের। কিন্তু ওদের ধারণা ও-তে বেহেশতী খানার সোয়াদ লেগে আছে। বেশ কয়েকবার জিজ্ঞেস করলো– কেমন লাগছে মাছটা?

www.pathagar.com

উত্তম, অত্যুত্তম–ভদ্রতার খাতিরে বলতে হয়।

বুঝলাম না কেন 'ক্যাভিয়ারের' নামে রাজ-রাজারা মূর্চ্ছা যায়। অবশ্য ওরা সঙ্গে ওয়াইন খায়।

যাবার সময় হলো। বিহঙ্গের মত ছোট্ট একটা রঙ্গীন 'ফোকার' সাইজের প্লেন দাঁড়িয়ে আছে। শুনলাম, আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন মঙ্গোলিয়ার প্রেসিডেন্ট। গুণলাম আমরা ক'জন, এবারে মাত্র তিনজনই (কেননা দোভাষীর এলাকা শেষ) প্লেনের যাত্রী। কুল্লে তিনজনের জন্যে 'বেবাক' প্লেন। ভাবতে ভালোই লাগলো। আমার চেয়ে পুরো এক বিঘত বা ছয়-সাত ইঞ্চি লম্বা, মঙ্গোলিয়ার চেহারার ফর্সা তন্বী, মানানসই গোছের চাইতেও সুন্দরী, সিঁড়ির প্রবেশ-দ্বারে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। কি বললো মাতৃভাষায়! নিশ্চয়ই শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম জানালো। এক বর্ণও বুঝলাম না– মঙ্গোল না মঙ্গলগ্রহের ভাষায়– দু ভাষাতেই আমার সমান দখল।

বাংলা ইংরেজী ওর কাছেও বরাবর। সুতরাং আন্তর্জাতিক ভাষা ব্যবহার করলাম, ঈষৎ মুচকি হাসি এবং মাথা উপর থেকে নীচ সামান্য আন্দোলন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতি-উত্তর এলো। আরো একটু প্রশস্ত হাসি এবং উপর থেকে মাথা আরো গভীরভাবে নিম্নগামী হল সুন্দরী বিমানবালার।

ভিতরে আরো 'অবাক জলপান' অপেক্ষা করছিল। এখানে সাধারণ প্লেনের সারি সারি চেয়ার এবং 'উইন্‌ডো' 'আইল' (জানালা এবং পথের ধার) সিটের বালাই-ই নেই। এ যে পরিষ্কার চার দেওয়ালের ঘর। ডান জানালার পাশ ঘেঁষে স্প্রিং-এর খাটিয়ায় বিছানা পাতা। অতিথি যদি শু'তে যাচ্‌না করেন, এই সম্ভাবনায়। বাঁয়ে ছোট সুন্দর টেবিল এবং ফ্রেমে আঁটা চারটে চেয়ার-সিটিং ডাইনিং যা ইচ্ছে করো, কুছ পরোয়া নেই। জানালার পাশে চেয়ারে বসে গেলাম। পি. এস. সাহেব এবং চৌধুরী 'এক্রস দি টেবল' অর্থাৎ আমার মুখোমুখি টেবিলের ওধারে বসলেন। সুন্দর ছিমছাম সাজানো হাওয়াই ঘরখানা। সামনে স্ক্রীন। সরালে– একপাশে বাথরুম – অন্যদিকে বিমানবালার বসার জায়গা, নাশতা-পানির টেবিল, র‍্যাক, ইত্যাদিকার বস্তু। মহা ব্যাপার-স্যাপার! যথাসময়ে জানতে পেরেছি, মঙ্গোলিয়া সমাজতান্ত্রিক

www.pathagar.com

দেশ বটে ; কিন্তু প্রেসিডেন্টের নিজের সফরের জন্যে এই হাওয়াই জাহাজটি একান্তই তাঁর জন্যে। অর্থাৎ সদাশয় প্রেসিডেন্ট আমাকে বাংলাদেশের 'প্রেসিডেন্টস্ এনভয়' হিসেবে সবিশেষ খাতির করেছেন। এটা খাতিরের 'টোকেন' বা 'স্যাম্পল' যাই বলুন না কেন।

এবার টেবিলে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে পারলাম না। পি. এস. এবং চৌধুরীর হাত নিশপিশ করছিল টেবিলে দু' প্লেট কাগজ মোড়া মিষ্টির দিকে।

চৌধুরী ডিপ্লোম্যটিকালী বল্লে, স্যার ট্রাই করুন না।

কি বস্তু?

মিল্ক চকলেট।

র‍্যাপারে অবশ্যি ওদের ভাষায় কিছু একটা লিখা ছিল। খুলতেই আবাল্য পরিচিত চেহারাটা সুস্পষ্ট হল–চকলেট। খেলাম। সেই স্বাদ-মিষ্টি ও মধুর।

চৌধুরী হাসছে।

হাসছেন কেন?

স্যার কি খাচ্ছি, আল্লাহ জানেন।

কেন? চকলেট আবার চেনাতে হবে নাকি?

চকলেট চেনাতে হবে না স্যার, কিন্তু দুধটা?

দুধটা?

মঙ্গোলিয়া ঘোড়ার জন্যেই শুধু বিখ্যাত নয়। এদেশে অজস্র ঘোড়া এবং তারা দিনে ৪ থেকে ৫ বার পর্যন্ত দুধ দেয়। ঘটনার প্রেক্ষিতে–

আমি মিষ্টি মধুর চকলেটটা ততক্ষণে গিলে ফেলেছি। ঘোড়ার দুধ হারাম বলে জানিনে; কিন্তু আশৈশব সংস্কার বলে বস্তুটা পেটের ভেতর একটা অনাবশ্যক মোচড় দিল। তাহলে কি ঘোড়ার দুধের চকলেট?

চৌধুরী এবার বিমানবালার সঙ্গে কম্যুনিকেট করার চেষ্টা করলেন–মিস্।

অনুমানে মিস্ এলেন।

www.pathagar.com

একহাতে চকলেট নিয়ে উঁচু করে বাংলা, ইংরেজী, ভগ্ন রুশ ভাষা ইত্যাদি ব্যবহার করে বস্তুর মধ্যে কোন্ প্রাণীর দুগ্ধ জানার জন্যে চৌধুরীর আকুলি-বিকুলি ঘর্মরসে পর্যবসিত হলো। সুন্দরী তাকিয়ে রইল– তাকিয়েই রইল যেন মঙ্গলগ্রহ–সুন্দরীর কাছে পৃথিবীর একটি আদি মানব যুগ যুগ ধরে ব্যর্থ প্রেম নিবেদন করে গেল। সুন্দরী চোখ উল্টে হাতের অঙ্গভঙ্গীতে এটাই বোঝালে– তুমি প্রেম নিবেদন করছ, না ধমকাচ্ছ, কিছুই যে বুঝলাম নাগো।

প্লেন কিন্তু উঠে গেছে আকাশে– প্রবেশ করে গেছে মঙ্গোলিয়ার আকাশে। নীচে দেখা যাচ্ছে পাহাড়, মরুভূমি, ঘাসভরা উপত্যকা, সরু ঝর্ণাধারা, নদী এবং বেশীরভাগ নিরস মাটি।

পি. এস. সাহেবের পানির তৃষ্ণা পেয়েছে। মুশকিল। মঙ্গলগ্রহের ভাষা জানা নেই।

বেল টিপা হলো।

এক ঝলক মুচকি হাসি পরিবেশন করে সুন্দরী, ক্ষুদ্রনয়না এসে দাঁড়ালেন। ওয়াটার ওয়াটার– পানি পানি– বললেন পি. এস।

সুন্দরী বাক্যহীনা। অনুসন্ধিৎসু যদিও।

প্লিজ, ওয়াটার। আঙুল গোল করে গ্লাস মুখে তোলার ভঙ্গিমায় অনুনয় করছেন পি. এস। প্রায় কাঁদো কাঁদো ভাব তৃষ্ণায়।

হায় নিষ্ঠুর পাষাণী, তৃষ্ণার্তকে জল দান করা তোমার জন্য ফরজ নয় কি? তবু বোঝো না?

সুন্দরী অনড়, প্রতিক্রিয়াহীন, প্রস্তরীভূত।

হঠাৎ ফিক্ করে হেসে কি একটা বললেন (মঙ্গল গ্রহের) ভাষায়– ছুটে পর্দা সরিয়ে প্রবেশ করলেন ওপাশের ঘরে।

পি. এস. হেসেছিলেন বিজয় গর্বে।

স্যার বুঝিয়ে দিয়েছি– হোক না 'সাইন ল্যাংগুয়েজ'। এটাই আসল ভাষা স্যার।

www.pathagar.com

চৌধুরী একটু চুপসে আছেন গরু আর ঘোড়ার পার্থক্যটা ফরেন সার্ভিসের ভাষায় ও বিদ্যায় তিনি বার করতে পারলেন না, অথচ ঢাকার বিদ্যায় পি. এস. টেক্কা মেরে দিল। দু'মিনিট পর পর্দা ঠেলে মঙ্গলগ্রহ-সুন্দরীর প্রবেশ। চোখ মুখ উজ্জ্বল, ভাষা বোঝার কারণে–সেবার সুযোগের সাফল্যে। হাতে ট্রে গ্লাস কয়েকটা এবং বোতল.....।

কিন্তু ইয়া আল্লাহ! ওকি? বোতলে যে লেবেল, সেটা যে বেহেশতী পানীয় শরাবান তহুরা..... তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল।

টেবিলে রাখতেই হতাশ পি. এস. বোতল লেবেল দেখিয়ে বলছেন-নট্ দিস, নট্ দিস, ওয়াটার। ওয়াটার-আই মুসলিম, ওয়াটার।

বিমানবালা দমলেন না– ঝড়ের বেগে ছুটলেন ভেতরে। এবার হাজির হলো ইয়া বড়ো ট্রেতে দুনিয়ার তাবৎ নৈকষ্য কুলীন থেকে শুরু করে ছোট জাতের পানীয়ের বোতল, গোল, চ্যাপ্টা, লম্বা, ঝুড়ি বাঁধানো ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে। রাম, হুইস্কি, জিন, ভদকা, শ্যাম্পেন যাবতীয় বস্তু; যা যে কোন প্রেসিডেন্ট বা বাদশাহ্‌র খিদমতে হাজির করার মতো।

উদ্দাম হেসে নিলাম। .....

মস্কোয় দেয় ব্রেকফাস্টে গরুর দুধের চিনি ছাড়া দই। যার যার গ্লাস 'আলগ্ আলগ্' তৈরী দই। টক টক ভাব, দেশের ঘরে-পাতা দইয়ের মতো। এগুলো ভাল হজমের জন্য। চিকিৎসকগণ সঠিকই বলেন– এক্ষেত্রে কবিরাজদের সঙ্গে তাঁরা একমত।

মঙ্গোলিয়ার নাশতায়ও উদ্বোধনী বস্তুটি দই পরিবেশন করা হয়েছিল। এখানেও হাসিমুখ দোভাষী সকাল থেকে খেদমতে হাজির। টুক্ করে গ্লাসের দইটুকু মুখে দিতেই পেট থেকে একটা মোচড় এলো। এই দই বেশ টক, সঙ্গে তাতে তীব্র একটা কটু গন্ধ। ভুলে বাসি দই দিল নাকি? রাষ্ট্রপতির এনভয়কে কি তাই কেউ দেয়? মন বললো, ধ্যুৎ, তুই একটা গবেট। চৌধুরী হাসছেন 'এক্রস দি টেবল্'।

স্যার দইটা খেলেন না? – চশমার পেছনে ওর চোখ হাসছে।

দূর পঁচা গন্ধ। ভাল্লাগেনি– কোন রকমে এক চামচ গিলে ফেলেছি।

www.pathagar.com

আমি আগেই জিজ্ঞেস করে নিয়েছি, ওটা স্যার অন্য জিনিস।

দোভাষীকে জিজ্ঞেস করতেই জিনিসটা পুরোপুরি স্পষ্ট হলো।

এই দই খাঁটি দুগ্ধের তৈরি দধি। তবে–

তবে কি?

এটা ঠিক তার চেয়ে এক ডিগ্রী ওপরে। আপনার সম্মানার্থে–

আঁৎকে উঠলাম। প্রেসিডেন্টের এনভয়ের সম্মানে কি দুর্ঘটনা ঘটেছে দইয়ের কপালে–

জানার জন্যে মন ব্যাকুল হলো।

স্পেশাল দই– খাঁটি অশ্বদুগ্ধ জমিয়ে দই করা হয়েছে। অতঃপর তাকে ফারমেন্ট করা হয়েছে অর্থাৎ পচানো হয়েছে। যেমন ভাত পচিয়ে জাপান কোরিয়াতে স্পেশাল মদ বানানো হয়, বাংলাদেশে যারে কয় তাড়ি।

পরে উলোন বাতোরে মঙ্গোলিয়া বড় অফিসার যিনি আমার সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন, একদিন নাশতার টেবিলে বললেন–

ইয়োর এক্সেলেন্সী, 'হর্স মিল্ক' থেকে দই ফার্মেন্ট করলে যা হয় তা এক ধরনের আশ্চর্য টনিক। শুধু খেতেই অদ্ভুত স্বাদ এবং মনকে চাংগা করে তোলে না, আমাদের খ্যাতনামা মঙ্গোল চিকিৎসকবৃন্দ–

চিকিৎসকবৃন্দ? স্বজাতির নাম শুনে কান খাড়া করলাম।

ইয়োর এক্সেলেন্সী, শুনেছি বড়ো স্পেশালিষ্ট আপনি, ইন্টারেষ্টেড হবেন অবশ্যই। আমাদের খাতনামা চিকিৎসকবৃন্দ এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহে, যক্ষ্মারোগীদের জন্য এই ফার্মেন্ট করা অশ্বদুগ্ধের দই আদতে একটি মহৌষধ। ধনন্তরী আবিষ্কার।

তাই?

হ্যাঁ এক্সেলেন্সী, আমাদের টিবি সানাটেরিয়ামে তাবৎ রোগীদের – ছেলে বুড়ো মহিলা সবাইকে এই উপাদেয় পথ্য তিনবেলা খাইয়ে তার ফলাফল দেখে চিকিৎকগণ নিঃসন্দেহ হয়েছেন।

অশ্বদুগ্ধের 'দই-পচা' তাড়ির তারিফ শুনলাম বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে।

www.pathagar.com

যদি সুন্দর একখান মুখ পাইতাম

বন্ধু বললেন, 'রাজনীতিবিদরা' বাজে লোক – ওদের নীতি নেই। ..... শিক্ষিত লোকের অশিক্ষিত মন্তব্যে দুঃখ পেলাম।

নীতির জন্যে রাজনীতি করাটাই আসলে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাই কি সব সময়ে হয়? হয় না বলে অরাজনৈতিক অনেক ব্যক্তিত্বই রাজনীতি বিরোধী বক্তব্য দেন। ক্ষমতায় গেলে apolitical থেকে antipolitical এ ধরনের মানুষরা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের রাজনীতিকে শ্রদ্ধা করতে জানে না– তারা ব্যক্তি ও তার রাজনীতিকে এক করে দেখেন বলে। রাজনীতিকদের সবাই সর্বগুণে গুণান্বিত নয়, এটা সত্য; কিন্তু বলুন তো এমন কোন্ পেশাটি রয়েছে যেখানে নীতিবান ও চরিত্রবান ব্যক্তিত্বের ছড়াছড়ি? বাড়ী গাড়ী জীবনযাত্রার ষ্ট্যান্ডার্ড আয় উপার্জনের সঙ্গে সামঞ্জস্য মিলিয়ে যখন সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট হন– হ্যাঁ ব্যক্তিটির সবকিছুর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তখনই শুধু সেই মানুষটিকে মোটামুটি চরিত্রবান ও দুর্নীতিমুক্ত বলা যাবে। এরা অবশ্য স্বীকার্য।

একটা কথা তাদেরও স্বীকার করতেই হবে, যারা রাজনীতিবিদদের নিন্দা করে আত্মতুষ্টি পান, তাদের জ্ঞানলাভের জন্যে বলছি ঃ হাজার হাজার লক্ষ রাজনৈতিক কর্মীর মধ্যে কয়েক শ' নেতা হয়েছেন সত্যি, কিন্তু তার মধ্যে শতাধিক মন্ত্রী হয়েছেন এবং সব মন্ত্রীই দুর্নীতিবাজ নন। তাহলে কি দাঁড়ায়? পুরো রাজনীতিক সমাজের ছোট একটি অংশ মাত্র দুর্নীতি করে থাকেন। অথচ নীতির লড়াইয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধ থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্য নেতা জেল খেটেছেন, প্রাণ দিয়েছেন, আত্মগোপনের কষ্টকর জীবন যাপন করেছেন এবং আর্থিক কষ্টে দিন কাটিয়েছেন। নীতিবর্জিত স্বার্থপরদের বাদ দিয়ে

www.pathagar.com

রাজনীতিকদের সাধারণ স্বার্থত্যাগ দেশের জন্যে গর্ব ও অহংকারের বিষয়। যারা রাজনীতিকদের লোকচক্ষে হেয় প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, তারা ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই বেশী স্বার্থপর এবং অনুদার দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন।

নিজের নিরাপদ অবস্থান সঠিক রেখে অন্যকে সমালোচনা করা এবং অন্যের সংগ্রাম ও স্বার্থত্যাগের ফল নিজে ভোগ করা চতুর কর্ম হতে পারে, কিন্তু বিবেকসম্মত নয় নিশ্চয়ই। যাদের শিক্ষা আছে, সততার অহংকার আছে, দেশ ও মানুষের অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রজ্ঞার অহংকার আছে, তাদের জন্য সঠিক কাজ হবে তথাকথিত 'অযোগ্যদের' হাত থেকে রাজনীতির নেতৃত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেবার জন্যে রাজনীতিতে যোগ দেওয়া। কই, তা দেখছি কী?

রাজনীতির সাফল্য ব্যর্থতার কতকগুলো মুহূর্ত আছে, যেগুলো ভয়ানক ইমোশনাল লগ্ন। এমনি কিছু ইমোশন্যাল মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছি প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাসন কালে। তার কিয়দংশ আজকে বলবো। এবং পরেও বলবো। আমাদের মধ্যে কিছু স্পেশাল কয়েন করা শব্দ ছিল যার অর্থ শুধু আমরা বুঝতাম। যেমন পুরো বা ফুল মিনিষ্টারকে আমরা 'বোকা' মন্ত্রী বলতাম, প্রতিমন্ত্রীকে 'পাতিমন্ত্রী' বলতাম, ডেপুটি মন্ত্রীকে 'পুটি বা পোনা' মন্ত্রী বলতাম। এগুলো একান্তভাবে আমাদের মধ্যে ব্যবহার করার সাংস্কৃতিক শব্দমাত্র, কস্মিনকালে বাইরে বলার নয়।

প্রেসিডেন্ট জিয়া সেবার মন্ত্রীসভায় রদবদল করছিলেন। 'জনৈক' 'পুটি' বা 'পাতি' মন্ত্রীকে এ সুযোগে 'ফুল' বানানোর একটু চেষ্টা করেছিলাম ভদ্রলোকের অনুরোধ উপরোধের মাঝে পড়ে।

কথাটি পাড়া হলো। জিয়াউর রহমান মুচকি হাসলেন।

বুঝলাম, সম্মতি আছে। বললেন– বেশী চালাক লোক, ঠিক থাকবে তো?

আপনার সাগরেদ, ঠিক না থাকার কারণ কি হতে পারে? চশমার আড়ালে প্রেসিডেন্ট হঠাৎ হাসলেন– শুধু আমার সাগরেদ? তদবীরটা কে করলো? নো, নো আই এগ্‌রি। হি ইজ এ ক্লেভার ম্যান মেবী এ লিটল ক্রুক। করা হবে।

খুশী হলাম। আপনা লোকের প্রমোশনে কে না খুশী হয়! আমার 'স্বজাতি' তো বটেই।

www.pathagar.com

কী পোর্টফোলিও দেওয়া যায়? আগেরটাতে ভালোই চালিয়েছে। তাই না ডাক্তার সাহেব? – জিজ্ঞাসু হলেন প্রেসিডেন্ট।

হ্যাঁ, ভালো। 'পাতি' থেকে ফুল করলেন। যা দেবেন, তাতেই খুশী হবার কথা, তাই না?

হ্যাঁ, তা'হলে তাঁকে 'পশু ও বন' বিভাগে দিই, কি বলেন?

জি। আমার তো মনে হয় যখন প্রমোশন হচ্ছে ঐ ডিপার্টমেন্টটা ছোট হলেও ওর খুশী হবার কথা।

উচিত, উচিত, ডাক্তার সাহেব। আপনার আমার উচিত আর ওর উচিত কি একই হতে বাধ্য? ..... ওকে ফোনে দেখেন না ওর রিয়েকশান কি রকম?

ফোন ঘুরালাম। লাল ফোন। ডিরেক্ট। ছোট নাম্বার– ক্রিং ক্রিং।

হ্যালো "অমুক' সাহেব? ও ধারে কণ্ঠস্বরেই চিনে ফেলেছেন– জি স্যার, আমি 'অমুক'।

সুখবর শুনুন।

সুখবর স্যার? স্যার ওটা তবে হয়েছে স্যার?

হ্যাঁ, হয়েছে।

স্যার, অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার।

আমাকে কেন! প্রেসিডেন্টকে দেবেন।

হ্যাঁ, স্যার নিশ্চয় স্যার।

তবে একটা কথা– এখন ছোট পোর্টফলিও দিয়ে শুরু করুন।

ছোট্ট? নাথিং ইজ 'ছোট্ট'। উনি যা দেবেন স্যার আই উইল বি ভেরী হ্যাপি স্যার, গ্রেটফুল স্যার।

আপনার জন্যে 'অমুক' বিভাগ বরাদ্দ হয়েছে। ঠিক আছে?

কি বলেন স্যার, ঠিক? একশ বার ঠিক। এনি থিং ইউ ছে, ইফ দ্যা প্রেসিডেন্ট ইজ এগ্রিএবল স্যার। আই এ্যাম সো গ্রেটফুল টু হিম এন্ড ইউ।

আমাকে কেন বলেছেন? আপনি উপযুক্ত তাই আপনার কেস পুশ করেছি। উপযুক্ত না হলে প্রেসিডেন্ট তো আর দিতেন না।

www.pathagar.com

জি স্যার। আর পুনঃ পুনঃ 'স্যারে'র জোয়ারে আমি প্রায় ভেসে যাবার উপক্রম।

ও কে থ্যাংকস।

ফোন রেখে প্রেসিডেন্টকে বললাম, হি ইজ অল রাইট।

তাই? আই থট হি উড গ্রামব্‌ল্‌।

না, তা কেন। প্রমোশন পেয়েই তিনি খুশী। কুইক জাম্প হল না ওর জন্যে।

যাক। অন্য নামগুলো শুনুন।

শুনছিলাম। যখন মন্তব্য চাইলেন করলাম। এমন করে আরো মিনিট পনের গেছে। আবার বাজ (বাজ) করলো প্রেসিডেন্টের প্রাইভেট সেক্রেটারী– ফোন এসেছে আমার।

ভাবলাম, আমার বিড়ম্বিতা মহিষী রাত জেগে ক্লান্ত হয়েছেন– খেয়ে শোবেন না অপেক্ষা করবেন জানার জন্যে ফোন করছেন।

ফোন তুলতে আশ্বস্ত হলাম– জবাবদিহি করতে হবে না কেননা স্বরটি বীণানিন্দিত কোন বামাকণ্ঠ নয়।

'মর্দানা' হ্যালো এলো ওধার থেকে।

হ্যালো বলুন।

স্যার আমি 'অমুক' স্যার।

নব উন্নীত 'পাতি' থেকে 'ফুল' মন্ত্রী সাহেবের নির্ভুল কণ্ঠস্বর।

বলুন।

স্যার, বিরক্ত করলাম। কিছু দোষ দেবেন না স্যার।

আবার 'স্যারের' নিশ্চিত প্লাবন আসছে। কিন্তু কেন?

না, বিরক্ত কিসের? (সেই অভ্যস্ত টেপ করা কথাটি হাজার বিরক্তির মধ্যেও পুনরুচ্চারণ করলাম)। বলুন–

স্যার– না মানে আমি খুব কৃতজ্ঞ স্যার। এতোটা আমার জন্যে করেছেন স্যার। কিন্তু–

www.pathagar.com

আবার কিন্তু কিসের? আমি তো প্রেসিডেন্ট সাহেবকে বলে দিয়েছি, আপনি রাজী আছেন, খুশী আছেন।

হ্যাঁ, স্যার, আমি (জোর দিয়ে বললেন) রাজী খুশী সব স্যার। আমি কৃতজ্ঞ স্যার। তবে স্যার, একটা ব্যাপার ঘটেছে।

রাজী, খুশী, কৃতজ্ঞ। তবে 'ব্যাপারটার' স্কোপ কোথায়?

অন্য কিছু নয় স্যার, আমার ওয়াইফ খুব- খুব আপসেট খার-

আপনার স্ত্রী আপসেট? কেন বলুন তো?

না, ঐ পশু পোর্টফলিওটা স্যার। ঐটা নিয়ে গোলমাল স্যার। স্যার, কেঁদে কেটে হয়রান - ওটা কেন দেবে, ওটা তো সব চাইতে বাজে পোর্টফোলিও। লোকে আমাকে পশু মন্ত্রীর বউ বলবে। বিভাগটির প্রথম দিকের টুকু শুধু উচ্চারণ করে বললেন। নো, নেভার নো। না খেয়ে শুয়ে পড়েছে স্যার। খুব অসুবিধা স্যার। একটু যদি স্যার প্রেসিডেন্ট স্যারকে বলতেন। আরো কত কি ছোট বিভাগ রয়েছে না- যেমন স্পোর্টস, বিমান ট্যুরিজম ইত্যাদি ইত্যাদি।

বুঝলাম ছোটোখাটো সুন্দর হাওয়া বাতাসওয়ালা ঝকঝকে তক্‌তকে একটা মিনিষ্ট্রি চাই।

ছোট্টখাট্টো সুন্দর ঝকঝকে একটা মিনিষ্ট্রি চাই। কল্পনা করলাম আলুলায়িত কেশ ছড়িয়ে সহধর্মিণী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। হয়তো বা বালিশের এক কোণ ভিজেও গেছে।

শেষ চেষ্টা করলাম।

ওকে বুঝিয়ে বলুন বন-পশু মিনিষ্ট্রি, ওটা ছোট নয়। অনেক প্রবলেম আছে দেশের। এসব দূর করার ব্যাপারে আপনি মেজর র‍্যোল প্লে করতে পারেন। তাছাড়া পশুরাওতো আল্লাহর সৃষ্টি! হোক না তারা মানুষ নয়।

কিন্তু কে শোনে কার কথা!

ওধারে শেষ চেষ্টা করে যাচ্ছেন নব উন্নীত 'পাতি'মন্ত্রী সাহেব। স্যার, গৃহবিবাদ ঘটাবেন না স্যার, প্লিজ জীবনটা বরবাদ করে দেবেন না স্যার।

আচ্ছা, চেষ্টা করবো। অগত্যা প্রতিজ্ঞা করতে বাধ্য হলাম।

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট হাসলেন– বাড়ীর ফোন এলে তো এতোক্ষণ কথা বলেন না, হু ওয়াজ ইট ক্যান আই গেস?

বলুন।

ইউর নিউলি প্রমোটেড ম্যান, ইজ ইট নট হিম?

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। একদম সঠিক আন্দাজ।

বাকীটা বলবো?

বলুন।

হি ওয়ান্টস এ চেইঞ্জ অব পোর্টফলিও, বদলাতে চায়।

সঠিক। কিন্তু মিস্টার প্রেসিডেন্ট ও যতোটা তার চে' বেশী তাঁর স্ত্রীর কান্নাকাটি, সেজন্যে–

ডাক্তার সাহেব, সবটুকু বিশ্বাস করার দরকার নেই, এখনো মানুষ চেনেন নি। স্ত্রীকে কেউ কাজেও তো লাগাতে পারে।

নিমেষে আমার সাজানো নাটকের সেটটি বদলে গেলো। কোথায় সেই আলুলায়িত কেশ, জবা ফুলের মতো ভেজা লাল চোখের ফুলে ফুলে কান্না, ক্রোধে অভিমানে বালিশে বসে যাওয়া লাল টুকটুক নেল পালিশ মাখা আঙুলগুলো? কোথায় সেই নো নো 'নেভার' এর জিদ্দি।

কল্পনায় দেখলাম, নায়িকা রুপোর পানদান খুলে বিছানায় আসন পিড়ি হয়ে বসে পান সাজাচ্ছেন, গুন গুন করে গান গাইছেন– 'যদি সুন্দর একখান মুখ পাইতাম, মাইশখালীর পান কিনি তারে খাওয়াইতাম।' নায়ক তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পানের আশায় চোখ বুঁজে মুখ খুলে হা করে আছেন।

কাজটা হয়ে গিয়েছিল। তিনি ঐ বিশেষ মিনিষ্ট্রি থেকে 'রেহাই' পেয়ে ঝকঝকে তক্‌তকে আলো হাওয়ায় ভরপুর ছোট্ট মিষ্টি মধুর মন্ত্রীত্বই পেলেন।

এই লোকটি শহীদ জিয়ার শাহাদতের পর হাল পাল্টে এরশাদ সরকারে যোগ দেন। ক্ষমতাবান একটি পদে আসীন হন – এবং আমার অস্তিত্ব বিপদাপন্ন করার জন্য আদানুন খেয়ে চেষ্টা করেছেন– 'স্বজাতি' হয়ে-ও। 'অকৃতজ্ঞ' খারাপ। কিন্তু 'কৃতঘ্ন' কতো খারাপ?

www.pathagar.com

চীনে একজন অসাধারণ সাধারণ মানুষ

একটা দেশকে আগে বাড়াতে হলে গোড়ার কথা হলো নেতৃত্ব। দেশের মানুষ যাদের জীবন থেকে শিখবে এবং অনুপ্রেরণা পাবে – শুধুমাত্র এ ধরনের নেতৃত্বই গোটা দেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। এ ধরনের নেতা ও নেতৃত্ব অবশ্য প্রতিদিন জন্মায় না।

গরীব দেশে এ জিনিসটার প্রয়োজন সবচাইতে বেশী। নেতার দৈনন্দিন জীবন, তাঁর আহার-বিহার, চরিত্র, কর্মপ্রিয়তা, সত্য ভাষণ মানুষের মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। নিজের দেশের মানুষকে আকৃষ্ট করে তাদের কাছে বরণীয় গ্রহণীয় হয়ে আদর্শ হতে হয়।

এটা জিয়াউর রহমান বুঝেছিলেন, গান্ধী বুঝেছিলেন – পৃথিবীর নানান দেশের বরেণ্য জননেতারা বুঝেছিলেন। তাঁদের জীবন এবং আচরণের মাধ্যমে তা পৃথিবীকে জানিয়ে গেছেন। তাই মানুষ তাদের ভোলে না।

এমনি একটা দেশের কিছু মানুষের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছিল ২০ বছর আগে।

চীন গিয়েছিলাম। ছেলেবেলা থেকে চীন আমার স্বপ্নের দেশ। স্কুলে পড়া বয়েসে 'ডক্টর কোটনীস কী অমর কাহানী' দেখে চীন সম্পর্কে আগ্রহ তীব্র হয়েছিল।

পৃথিবীর সব চে' বড়ো দেশ চীন। শত কোটির বেশী মানুষ। চূড়ান্ত অনগ্রসর, অশিক্ষিত, আফিংসেবী চীনকে যাঁরা টেনে নিয়ে বিংশ শতাব্দীর অগ্রগামী দেশের সারিতে এনে বসালেন, তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা চিরকাল অপরিসীম।

www.pathagar.com

তাই ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ১৯৮০ এ যখন চীন গেলাম, রইলাম ১৯৮১ সনের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত – সেই সময়টা আমার ব্যক্তি জীবনের অমূল্য সঞ্চয়।

চীনের সেই অভিজ্ঞতার সবটুক আজকে বলবো না। বলবো শুধু দু'একটা সত্য ঘটনার কথা। এর মাধ্যমে আমরা দেখবো, কি ধরনের মানুষ চীনা নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

চীনের সব ভালো লেগেছে, তা বলবো না। যেমন ধরুন 'Regimentation'। এটা সাধারণভাবে আমার (এবং আমাদের বেশীর ভাগের) ধাতের বাইরে– যদিও Discipline অবশ্য পছন্দ করি। Discipline এর উদাহরণ হলো রাস্তার লাল সবুজ বাতি মেনে চলা। Regimentation এর এক উদাহরণ হলো V.I.P রোডের পাশে মাইলের পর মাইল হুবহু একই নক্সায় সামনে দেয়াল বানানো। অথবা ৬টা ২৯ মিনিটে ২মিনিট ৫ সেকেণ্ডে তৈরী বয়েল ডিমের নাশতা খাওয়া–

চীন এলাম। ডঃ কোটনীসের চীন, মাওসেতুং-এর চীন, নতুন নেতৃত্বের চীন।

বহু জায়গা ঘোরানো আমাদের – বেইজিং, সাংহাই, ক্যান্টন ইত্যাদি। 'নগ্নপদ চিকিৎসক' ট্রেনিং সেন্টার, দেশীয় পদ্ধতির চিকিৎসা হাসপাতাল (Traditional medicine হাসপাতাল) এবং মেডিক্যাল কলেজ, একুপাংচার পদ্ধতি, অত্যাধুনিক হার্ট অপারেশন সেন্টার, বেইজিং মসজিদ, ইসলামিক সেন্টার ইত্যাদি। নানা শহরের মেয়র থেকে শুরু করে প্রতিমন্ত্রী এবং দলনেতাদের দেখা সাক্ষাৎ হলো। Great Peoples 'Hall-এ আলাপ হলো, খাওয়া হলো।

সব চে' আশ্চর্যজনক ভাবে– আকৃষ্ট করলো একটি মানুষ। তাঁর গল্প আজ বলবো।

নাম উহ্য থাকুক। তিনি মহাচীনের Traditional Mediine বা দেশীয় পদ্ধতি চিকিৎসা বিভাগের ডাইরেক্টর। প্রধান ব্যক্তি।

প্রমাণ সাইজের মানুষটি, বয়েস পঞ্চাশ+ হবে। সাদা মাটা চেহারা। মোটা কালো চশমা। মোটামুটি সতেজ গোঁফের রাশি ঘন কালো। অন্য

www.pathagar.com

চীনেদের মতো দাঁড়ির স্বল্পতা লক্ষণীয়। ঘন কালো চুল ঘাড় থেকে ছাটা। ছোট দু'টি চোখ অথচ বিশ্বাসযোগ্য এবং অনুসন্ধিৎসু।

ইনি চীনে আমার দু'সপ্তাহের সফরসঙ্গী এবং গাইড।

অত্যন্ত মৃদুভাষী।

গায়ে পোষাকের বাহুল্য নেই, শার্ট প্যান্ট, ওপরে বিখ্যাত কালো রং গলাবন্ধ চীনা কোট, কোটটির চেহারা দেখে বেশ প্রাচীন মনে হলো। তবে পরিচ্ছন্ন এবং ব্রাস করা। চুল সুচারুভাবে দু'ভাগে পাট করা।

ইনি আমাদের গাইড।

আমার সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের দু'জন চিকিৎসক। চীনে যোগ দিয়েছেন ওখানকার আমাদের এমব্যাসির একজন সিনিয়র অফিসার সবচাইতে সিনিয়র সেক্রেটারী।

বহু জায়গা ঘুরে নববর্ষের প্রথম দিন ক্যান্টন পৌছলাম। সুন্দর শহর। শহরতলির পাশে পাহাড়-নদী ঘেরা অঞ্চলে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে উঁচু মাঝারির চেয়ে ভালো ধরনের এক হোটেলে রাত্রি বাস করার জন্য জায়গা ঠিক করা হয়েছে। আমার সঙ্গের দু'জন ডাক্তার অন্যত্র।

রাত আটটার মতো হবে। কাপড় বদলে রেডী হলাম। আমাদের এমব্যাসী সেক্রেটারী সাহেব 'নক করলেন'।

— স্যার খেতে চলুন। এরা সকাল সকাল হোটেলের রেস্তোরাঁ বন্ধ করবে।

তথাস্তু।

নীচে এলাম।

রেস্তোরাঁয় গিয়ে দেখি আমাদের গাইড ডিরেক্টর সাহেব সেখানে নেই।

ডিরেক্টর সাহেব কোথায়?

সেক্রেটারী বললেন, উনি একটু ছুটি চেয়েছেন আজ রাতের জন্যে। আপনার অনুমতি না নিয়েই তাঁকে ছুটি দিয়েছি, যেহেতু আজ আপনার কোন প্রোগ্রাম নেই।

ঠিক আছে। সম্মতির হাসি হাসলাম।

www.pathagar.com

সেক্রেটারী বললেন, এছাড়া অসুবিধা হবে না স্যার। চার বছর চীনে থেকে মোটামুটি ভালো চীনা ভাষা বলতে পারি। সুতরাং রেস্তোরাঁয় খাওয়া দাওয়ায় আপনার কোন অসুবিধা হবে না।

নো প্রবলেম।

বললাম 'নো প্রবলেম'; কিন্তু সেই মুহূর্তেই 'প্রবলেম' শুরু হলো। সেক্রেটারী সাহেব ওয়েটারকে ডাকলেন। ওয়েটার এলো।

সেক্রেটারী খাস চীনা ভাষায় (ঈষৎ গুতাগুতি করে) বোঝাতে চেষ্টা করলেন, আমাদের খেতে দাও– শুয়র বাদে অন্য খানা যা আছে।

ওয়েটার প্রস্তর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। কিছু বলেও না। যায়ও না।

সেক্রেটারী সাহেব আনুপূর্বিক একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন।

লোকটা এবার হাত-পা নেড়ে অসহায়ভাবে বলল, 'কান্তনিজ-কান্তনিজ'।

এতক্ষণে 'অরিন্দম– অর্থাৎ সেক্রেটারী সাহেব বুঝিলা সকলি।

আমার দিকে তাকিয়ে ওয়েটারের চেয়েও করুণভাবে বললেন, 'স্যার, একটা fundamental mistake হয়ে গেছে।

কী সেই fundamental mistake?

স্যার, ক্যান্টিনে 'ম্যাণ্ডারিন' চাইনীজ বলে না। এদের ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা। এরা ক্যান্টিনীজ বলে। একটা মেজর মিস্টেক হয়ে গেছে স্যার। সরি।

তীব্র ক্ষুধার্ত উদরেও এই কমেডী অব এরর-এ হাসি পেলো।

তাহলে উপায়?

উপায় স্যার একটাই। আমাদের গাইড ডিরেক্টর সাহেবকে যে ছুটি মঞ্জুর করেছি, তা ক্যানসেল করা হবে with immediate effect.

তাক্ষণিক জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলো। সুতরাং তাঁর ছুটি ক্যানসেল করে সেক্রেটারী সাহেব ছুটলেন তাঁর ঘরের দিকে। সিঁড়ি বেয়ে বেশ দূরে তাঁর ঘর।

সেক্রেটারী সাহেব নিষ্ক্রান্ত হলে আমি আমার 'বাল্য প্রতিভা' খাটাতে চেষ্টা করলাম।

www.pathagar.com

'প্রস্তরীভূত' প্রায় ওয়েটারকে ইশারায় কাছে ডাকলাম। সে অনন্তকালের 'সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ' বুঝলো– কাছে এলো।

একটা কাগজের ন্যাপকিন নিয়ে বলপয়েন্ট দিয়ে একটা মোটামুটি মুরগী আঁকলাম। ওয়েটার ফিক করে হেসে দিলো– বললো, 'কক্-কক্। কক্-কক্' – অর্থাৎ মোরগের ডাক ডেকে কনফার্ম করলো, সে বুঝেছে।

এবং আই. এস. সি ক্লাশে বায়োলজিতে চিংড়ি আঁকা মেমোরি থেকে এঁকে দিতেই– ওয়েটার দ্বিতীয় দফা হাসলো। হাতের সব আঙ্গুল নেড়ে সাঁতারের ভঙ্গি করলো। বুঝলাম সাঁতার কাটা কিছু একটা সে আনবে।

এবার ভাত। বাঁ হাত মুখের কাছে এনে গোল করে বাটির ম্যাপ (আকৃতি) আঁকলাম। চীনারা মুখের কাছে ভাতের বাটি এনে কাঠি দিয়ে ভাত মুখে গুঁজে দেয়। অবিকল সেই ভঙ্গিমাটি করলাম।

এবার সে হো হো করে হেসে প্রচুর অনুস্বর, চন্দ্রবিন্দু এবং বিসর্গের বহুল প্রয়োগ করে যা বললো, তার বিন্দু বিসর্গের কিছু না বুঝেও তাকে ধন্যবাদের ভঙ্গিতে মাথা ঝুঁকালাম। সে ততোধিক বেশী মাথা ঝুলিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলো।

পাঁচ মিনিট পর সে সত্যি সত্যি ভাত-মুরগী এবং চিংড়ি সহকারে উদিত হলো।

আমি প্লেট সাজাবো, এমন সময় সেক্রেটারী ফেরত এলেন।

সেক্রেটারী সাহেব এলেন ; কিন্তু একা। আমাদের গাইড ডিরেক্টর সাহেব নেই। তবে কি তিনি হোঁটেলের বাইরে চলে গেছেন?

বিমর্ষ সেক্রেটারী সাহেবের টেবিলে খানা সাজানো দেখে তাঁর নাটকীয়তার মৌলিক ভাব পরিবর্তন এলো। মুখে এখন পুলকিত ও বিস্মিত আনন্দের ঝলসানি।

স্যার, How come you did it?

আনুপূর্বক বললাম।

স্যার, আপনি একটা জিনিয়াস।

মনে মনে বললাম, জিনিয়াস না 'জিনিস' চিনলানা মন, মুখে বললাম 'আসল খবর কি'? ডিরেক্টর সাহেব কই?

www.pathagar.com

জবাবে সেক্রেটারী যা বললেন, সেটাই আমার আজকের গল্প।

সেক্রেটারী সাহেব হন্তদন্ত হয়ে আমাদের গাইড সাহেবের দরজায় 'নক' করলেন। দরজা কেউ খুলে না।

নক্। নক্। নক্।

অবশেষে ভেতর থেকে আওয়াজ, 'কে ধাক্কায়'?

সেক্রেটারী পরিচয় দিলেন।

কিন্তু কেন? আমি তো ছুটি নিলাম একটু আগে।

না, ডিয়ার ডিরেক্টর, একটা ইমার্জেন্সী।

কী ইমার্জেন্সী? – ভেতর থেকে আওয়াজ।

ভীষণ সংকট, ভাই, দরজাটা খুলুন না।

সরি, কেমন করে দরজা খুলবো?

কেমন করে? মানে– এবার সেক্রেটারী রীতিমত উত্তপ্ত হয়েছেন।

দুই ইঞ্চি দরজা ফাঁক করে ডিরেক্টর যা বললেন, তার মর্মার্থ হলো, দরজা ধাক্কাবেন না, দয়া করে খুলবেন না। কারণ আমি সম্পূর্ণ নগ্নদেহ।

নগ্নদেহ? কেন?

আমার শার্ট এবং প্যান্ট ধুয়ে শুকাতে দিয়েছি। কাল সকাল নাগাদ শুকিয়ে যাবে। তার আগে আমার বাইরে আসা সম্ভব নয়।

কাহিনীটি গল্প নয়, সত্যি। আশ্চর্য! একটি বিভাগের সর্বোচ্চ অফিসার তার একটি স্যুট। সেটিকে ধুয়ে তিনি তা পরেন, দ্বিতীয় কাপড় নেই!

এই মানুষটিকে একইরূপে পরে দেখেছি আমার সঙ্গে 'হান-চৌ' শহরে। আমরা বেশ কিছু 'সুভেনির' (স্মৃতি স্মারক) কিনলাম। ডিরেক্টর কি কিনলেন? একটা ছোট 'মোচকাটা কাঁচি'– বাংলাদেশে যার তখনকার মূল্য দশ টাকার বেশী নয়।

কাদের দিয়ে চীন বড় হয়েছে? কেমন মানুষ চীনে নেতৃত্ব দিচ্ছে? কেউ এ প্রশ্ন করলে আমার এখনো প্রমাণ সাইজ এই মানুষটির সাধারণ অথচ নির্ভরযোগ্য চোখ দুটি, কালো ফ্রেমের পেছনে আজো জ্বল জ্বল করে উঠে।

কোন দেশ হঠাৎ করেই বড় হয় না। সাধনা। সাধক। দুইই চাই।

www.pathagar.com

রাজনীতিতে সত্য-মিথ্যা অভিযোগ

যারা রাজনীতি করেন, তারা জনগণের জন্যে এবং দেশের জন্যে তা করেন– একথাটি মোটামুটিভাবে বেশীরভাগ রাজনীতিবিদদের বেলায় সত্য। অবশ্য কিছু মানুষ ছিলেন, আছেন এবং করবেন' 'যারা ঢেউ গুণেও পয়সা কামাই করতেন, করছেন এবং করবেন'। এই গোত্রের মানুষগুলো রাজনীতি করেও ভালো টু-পাইস কামাই করে নেন। এদের বাদ দিয়েই বলছি।

কিন্তু সাধারণভাবে যারা রাজনীতি করেন 'জীবনের ভালো মন্দ মিলায়ে সকলি' তাঁদের জীবন। কিন্তু রাজনীতি করেন বলেই তাঁদের জীবন এবং মরণ, তাঁদের স্বভাব ও চরিত্র, পরিবার ও পরিজন সব কিছুই জনগণের 'সম্পত্তি'। জনগণ রাজনীতিকদের চরিত্রকে যেমন করে আলোচনা করেন, শুধুমাত্র ঘরের মানুষকে নিয়েই তারা এমনতরো আলোচনা করে থাকেন। এন্টিমর্টেম-পোস্টমর্টেম অর্থাৎ যা অমুক রাজনীতিবিদ ভবিষ্যতে করতে পারেন অথবা অতীতে করেছেন– তা আলোচনা করেও জনগণ উপভোগ করেন।

আগেই বলেছি ভালোমন্দ নিয়েই মানুষ। সমগ্র বিচারে আমরা সাধারন মানুষ সমাজ জীবনে উৎরে গেলে যথেষ্ট মনে করি নিজেদেরকে। কিন্তু রাজনীতিবিদদের বেলায় আলাদা।

জনগণ বলবে, অমুক মন্ত্রী, প্রাক্তন মন্ত্রী বা লিডারের চেহারা গরুর দালালের বা বাখরখানি বানানেওয়ালার মতো বা সিনেমার ভিলেনের মতো। মহিলা নেত্রীদেরও ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু দুর্নীতিবাজ বড় অফিসার শিল্পপতিদের নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। ঘামাবে না।

www.pathagar.com

আবার রাজনৈতিক বিশ্বাস, দৃঢ়তা এবং আস্থার কারণে জেল-জুলুম, অত্যাচার, অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের পোয়াতে হয়, রাজনৈতিক নেতাদেরকে শুধুমাত্র একটি অপরাধে– তিনি রাজনীতি করেন।

ঠিক আছে। রাজনীতি করে তিনি জনগণের সম্পদে পরিণত হয়েছেন। জনগণ তাদের গায়ের গামছার মতো সাবান সোডা ছাড়াই মাঝে মাঝে ধোলাই দেবেন, মানবো। কিন্তু দুঃখ তখন হয়, যখন সহযাত্রী, প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা অন্য রাজনীতিক দলও একজন সত্যিকারের ভালো লোককে অহেতুক এবং মিথ্যা গঞ্জনা দিয়ে থাকেন।

হ্যাঁ। ঠিক ধরেছেন। আমি জিয়াউর রহমানের কথাই বলছি। যে মানুষটা নিজের এবং স্ত্রী দু'টি শিশু সন্তানের জীবন বাজী রেখে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন, ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নে– বাংলাদেশের সকল সময়ের সর্বাপেক্ষা সাহসী সন্তান, শ্রেষ্ঠতম মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম সেই মানুষটির চরিত্রকে কলংকিত করার প্রয়াস যখন কেউ কেউ করেন শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা পাবার জন্যে, তখন দুঃখ হয় বৈ-কি!

'৭৭ এর আগে আমি জিয়াউর রহমানকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম না, জানতাম না। শুধুমাত্র পঁচিশে মার্চ একাত্তুরের কালরাত্রিতে পৈশাচিক পাকবাহিনীর হিংস্র আক্রমণে যখন মানুষ ঢাকার ছিন্ন ভিন্ন হচ্ছে, চারদিকে আগুন জ্বলছে, লাশের পাহাড় গড়ে উঠেছে, নেতৃবৃন্দের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, বেতার, টিভি বা কাগজে-সারা বাংলাদেশের বেঁচে থাকা মানুষগুলো ভীত এবং সন্ত্রস্ত ঠিক তারই পর একদিন একটি নির্ভয় কণ্ঠ চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্র থেকে অভয় দিয়েছিল দেশবাসীকে–ডেকেছিল স্বাধীনতা যুদ্ধে। এ কণ্ঠস্বরটুকু প্রতিধ্বনিত হয়েছিল দিনের পর দিন আমার মতো আরো অনেকের কর্ণকুহরে, হৃদয়ে এবং স্মৃতিতে। সেই আহ্বান ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রামের চিরঞ্জিব প্রেরণা।

৭৭ এ তাঁর সঙ্গে দেখা হল। হঠাৎ ডাঃ নুরুল ইসলাম এবং ডাঃ ইব্রাহিম তাঁকে ডেকেছিলেন কলেজ অফ ফিজিসিয়ানস্ এবং সার্জনস্ এর নতুন বাড়ী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে।

www.pathagar.com

অনুষ্ঠান শেষে জিয়াউর রহমান বললেন ডাঃ ইব্রাহিম-কে– 'দূরে যাকে দেখছি উনি কী ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী?

হ্যাঁ। খারা ডাকুন, তাঁর সঙ্গে কথা বলবো।

আমি এলাম। তিনি জীপে উঠে বসেছিলেন, নেমে এলেন। হাত মিলিয়ে ইংরজীতে বললেন, ডাঃ চৌধুরী, আমি আপনার টিভি অনুষ্ঠানের একজন ভক্ত (fan) – মেডিক্যাল এবং নন-মেডিক্যাল দুধরনেরই।

জিয়াউর রহমান জোরে হাত ঝাকুনি দিলেন।

ধন্যবাদ।

আচ্ছা, এখন আসছি। ভবিষ্যতে সময় হবে আপনার? দেশ এবং মেডিক্যাল সিস্টেম নিয়ে কথা হবে?

হবে।

এই দেশ এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আলোচনা বৈঠক হলো দু'তিন দফা। একান্ত বৈঠক।

আমি বললাম গ্রামীণ স্বাস্থ্যের সমস্যার কথা। কেমন করে অত্যন্ত সাধারণ রোগগুলো, যার শতকরা ৮০ ভাগ আগে থেকে প্রতিরোধ করা যায়, অথবা স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা করা যায় ; পুষ্টিহীনতা, ক্রিমি, রক্তাল্পতা, নখ বাহিত রোগ, পানিবাহিত রোগগুলো.... কতো সহজে প্রতিরোধ করা যায় ... যদি প্রতি গ্রামে মাত্র ১ জন করে ১ বছরের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী সহজলভ্য হয় .... তাঁকে বললাম। এটাই ছিল আমার 'পল্লী চিকিৎসক' প্রকল্প। রাশিয়ার 'ফেলচার' এবং চীনের 'নগ্নপদ চিকিৎসকে'র সঙ্গে এর মিল আছে। কিন্তু এই ধারণাই বহুদিন আগে থেকে, মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারের সেক্রেটারী টি হোসেনকেও আমি বলেছি।

জিয়াউর রহমান শুনলেন। অভিনিবেশ সহকারে। আমার ছাপানো পরিকল্পনা পড়লেন (পরে modify করেছিলাম, মূল বিষয় ঠিক রেখে) এবং এই 'পল্লী চিকিৎসক' বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই আমি প্রথমে উপদেষ্টা এবং পরে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছিলাম।

www.pathagar.com

এজন্যে আমার মনে কোন দুঃখ গ্লানি নেই। আমি জানি, আমি মন্ত্রী না হলে পল্লীচিকিৎসক হতো না, হৃদরোগ ইন্টিটিউট হতো না। জাপানিদের এই প্রস্তাব শেলফে তুলে রাখা হয়েছিল। আমি সেটা চালু করি। 'নিপসম' হতো না (বাংলাদেশের রোগ প্রতিরোধের উচ্চতম বিদ্যাপীঠ)– ইত্যাদি ইত্যাদি আরো বেশ কিছু।

এগুলো বড় কথা নয়।

বড় কথা হলো জিয়াউর রহমানের চরিত্রে নানা কালিমা লেপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আগেই বলেছি .... তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় ৭৭-এর শেষভাগে। আগের কোন ঘটনারও সাক্ষী আমি নই।

কিন্তু আমি একটা প্রত্যক্ষ আলাপনের অংশীদার হিসেবে সাক্ষী।

এটা ১৯৭৮ এর ঘটনা। মে–তে জিয়াউর রহমান জেনারেল উসমানীকে নির্বাচনে হারিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পরে একদিন শুক্রবার তিনি ডাকলেন একের পর এক আমাদেরকে। (কোন শুভ কাজ তিনি সাধারণত শুক্রবারেই করতেন)।

বঙ্গভবনের প্রেসিডেন্ট অফিস। বারান্দার শ্বেতপাথরের সিঁড়ি পেরিয়ে ডান হাতে করিডোর। তার বাঁ হাতে প্রেসিডেন্টের অফিস ঘর। ডান হাতে প্রতীক্ষমানদের অভ্যর্থনা করছেন প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিব।

দু'মিনিট অপেক্ষা করতেই প্রেসিডেন্ট সামরিক সচিবকে 'বাজ' করলেন ইন্টারকমে।

সচিব আমাকে বলেন–

স্যার, প্রেসিডেন্ট আপনাকে রিসিভ করবেন। শাদা পোষাক পরা বঙ্গভবনের পিয়ন দরজা খুলে দিতেই প্রবেশ করলাম।

দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন প্রেসিডেন্ট। প্রশস্ত হাসলেন–

আসুন ডাক্তার সাহেব।

হাত মিলালেন... বেশ সাজোরে করমর্দন। সর্বদা যেমন করে থাকেন।

কেমন আছেন?

www.pathagar.com

ধন্যবাদ।

চা না কফি?

চা-লেবু।

বেল টিপে তিনি নিজেই বেয়ারাকে বললেন দু'কাপ চা দিতে।

দ্রুত চা এলো। (এ যেন টেলিগ্রামে চা)।

আলাপ চললো।

শর্ট-কাটে তিনি পয়েন্টে এসে গেলেন।

দেখুন ডাক্তার সাহেব। আপনার 'পল্লীচিকিৎসক' তো সবে শুরু হয়েছে। আপনাকে এটাকে চাঙ্গা করতে হবে।

করছি।

একটা ব্যাপার ঘটেছে এর মধ্যে।

ভাবলাম, ব্যাপার কী ঘটলো!

ব্যাপার হলো, আমি এর মধ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছি। সুতরাং আমি আর উপদেষ্টা রাখতে পারি না। আমাকে এবার মন্ত্রীসভা নিযুক্ত করতে হবে।

এখন আমি নীরব দর্শক শ্রোতা।

একটু থেমে তিনি বললেন– সেই হিসাবে আমি আপনাকে আমার মন্ত্রীসভার সদস্য হবার জন্য formally অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনি আমার এ অনুরোধ গ্রহণ করলে খুশী হবো।

শেষ কথাটা তিনি ইংরেজীতে বলেছিলেন বলে মনে পড়ে।

তাঁর এই বিনীত ভাবটা বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল।

আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। আমার 'পল্লীচিকিৎসকের' মাত্র সূচনা হয়েছে। একে বড় করতে হবে, ফুল পল্লবের সম্ভাবনার স্তরে পৌঁছে দিতে হবে– এটা আমার প্রথম ভাবনা। রাজনীতি তখন আমার ভাবনায় ছিল না। ছিল না বলেই এর আগে 'জাগোদল' এর কোষাধ্যক্ষের পদ অফার করা হলে আমি তা নিইনি।

www.pathagar.com

ধন্যবাদ, আপনার নিযুক্তির প্রস্তাবনার জন্যে। আমার ওপর আপনার বিশ্বাসের জন্যেও ধন্যবাদ। কিন্তু এখানে আমার সামান্য একটা প্রশ্ন এসে যাচ্ছে।

প্রশ্ন? জিয়াউর রহমানের ভ্রূ হঠাৎ কুঞ্চিত হয়েছিল বোধ হয়।

জী, যেহেতু আপনি রাজনৈতিক দলের নেতা হয়েছেন, সেইহেতু আপনার ক্যাবিনেট এখন 'পলিটিক্যাল ক্যাবিনেট'। আপনার দলে না থাকলে-ও আপনার রাজনীতি সম্পর্কে এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কীয় প্রশ্নের জবাব হয়তো আমাকেও দিতে হবে। সেই সুবাদে আমার কিছু প্রশ্ন আছে।

প্রশ্ন? জিয়াউর রহমান অনুসন্ধিৎসু হলেন।

জী। আশা করি প্রশ্নগুলো ব্যক্তিগতভাবে না নিয়ে রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসেবে ধরে নেবেন।

জিজ্ঞাসু জিয়াউর রহমান– কী প্রশ্ন?

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ পরোক্ষে প্রায়ই শেখ মুজিবর রহমান হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আপনাকে জড়িয়ে কথা বলেন। এর জবাব কী? এর আসল ঘটনা কী?

তিনি চোখে চোখ রেখে বললেন... ডাক্তার সাহেব, Would you trust me fully?

Of course না হলে এ প্রশ্ন কেন?

তেমনি চোখে চোখ রেখে স্থিরভাবে তিনি বললেন.... I had absolutely no involvement direct or indirect in the mater.

তারপর একটু মুচকি হাসলেন।

'Are you satisfied?' আপনার অন্য প্রশ্নগুলো কি?

আরো দুটো প্রশ্নের উত্তর জেনেছিলাম অন্য বিষয়ে। সেগুলো বারান্তরে আলোচ্য।

কিন্তু প্রথম প্রশ্নোত্তরেই মন আমার দারুন হালকা হলো। যাঁর সঙ্গে কাজ করবো, তাঁকে জড়িয়ে যে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী (তৎকালীন) রাজনৈতিক

www.pathagar.com

দল, তার আসল জবাব জিয়াউর রহমানের নিজ মুখে শুনেছিলাম। তাই এখনো যখন রাজনীতির সুযোগে কেউ কেউ এসব কথা তোলেন, তখন জিয়াউর রহমানের সেই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা স্পষ্ট কথাগুলি আমার মনে পড়ে।

তাঁর দৃষ্টি তাঁর বাক্য-সবটুকু।

বারান্তরের ঘটনা।

শেষের দিনগুলোতে জিয়াউর রহমান একদিন একজন দলীয় সংসদ সদস্যকে ডেকে অনেক কথার পর হাত ধরে চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন – তুমি তো Young man, তোমার এখনো রাজনীতির সুযোগ আছে। সামনের দিনগুলো সমস্যা-সংকুল হতে পারে। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে?

জিয়াউর রহমান তখনো তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে। এবার ইংরেজীতে বললেন–

'Will you with me?'

মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন তরুণটি– Of course, sir.

সেই অপেক্ষাকৃত তরুণ সদস্যটি পরবর্তীতে হয়েছেন এরশাদ সরকারের হোমরা চোমরাদের একজন। আমার সে কথা, সে দৃশ্য স্পষ্ট মনে পড়ে।

ভাবি, নতুন দল, তিনি Of course sir এই একই কথাগুলো নতুন নেতাকে সমান জোর দিয়ে বলেছেন কি না!

এবার আমি না হলেও হয়তো অন্য কেউ সাক্ষী থাকছে।

www.pathagar.com

সকাল বেলার সল্‌তে পাকানো

বিশ্বকবি লিখেছেন, আরম্ভের আগেও আরম্ভ আছে, যেমন সন্ধ্যাবেলা দীপ জ্বালানোর আগে সকাল বেলা সল্‌তে পাকানো। জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়ার 'সলতে পাকানো'র সময়কার কথাগুলো মনে পড়ে।

জাগোদল গঠন প্রক্রিয়ার সময় আমি একজন 'উপদেষ্টা' ছিলাম, রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। জিয়াউর রহমান তখন একটা গণতান্ত্রিক এবং জাতীয়তাবাদী প্লাটফর্ম তৈরী করার চেষ্টা করছেন। এর উপস্থাপনায় থাকবেন উপরাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার সাহেব এবং মূল আঙ্গিক রচনার পরামর্শদাতা ছিলেন যাদু মিয়া, সেনাপতি শিশু, মওদুদ আহমদ, আবুল হাসনাত প্রমুখ। লেখালেখির মূল গুরুভার বহন করতে দেখেছি নাজমুল হুদা (ব্যারিষ্টার) এবং দাউদ খান মজলিশকে। শামসুল হুদা, আবদুল মমিন-উপদেষ্টাবৃন্দও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তৎকালীন উপদেষ্টা এনায়েতুল্লাহ খান তখন সেনাপতি শিশু, মওদুদ প্রমুখের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন বিশেষভাবে। আরো হয়তো কেউ কেউ গুরুত্বপূর্ণভাবে জড়িত ছিলেন, যাঁদের কথা এই মুহূর্তে মনের আয়নায় দেখতে পাচ্ছি না।

এমনি এক সময়ে আমি কিছু 'স্বাস্থ্য বিষয়ক' ফাইল নিয়ে বঙ্গভবনে গেছি, দেখি ইনার ড্রয়িংরুম সরগরম।

উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গসহ জন কুড়ির মতো নেতৃবর্গ। উপদেষ্টাবর্গ বসে আছেন। উচ্চ-অনুচ্চ মিশ্রিত আওয়াজ শোনা গেল। দরজা টোকা দিয়েই ঢুকে

www.pathagar.com

দেখলাম আসর সরগরম। প্রেসিডেন্ট কোণাকুণি তাঁর স্বাভাবিক অবস্থানের চেয়ারে, উপদেষ্টামণ্ডলী চতুষ্কোণ formation- এ বসেছেন। মাঝখানে কার্পেট ঢাকা এলাকা ফাঁকা। প্রেসিডেন্ট ধূমপান করতেন না এবং সেজন্যেই উপস্থিত ব্যক্তিবর্গও করতেন না। জিয়াউর রহমান ঘোরতর ধূমপান বিরোধী ছিলেন। ধূমপায়ী মন্ত্রীদের (শাহ আজিজ সহ) তিনি বলতেন...

কেমন কথা, আপনারা সিগ্রেট ছাড়তে পারেন না! I used to be a chain smoker once. I have given up like that.

এরপরও একটা মজার ব্যাপার আছে। আমি তাঁকে একটা সিগ্রেট একদিন খেতে দেখেছি। সেটা আমাদের ৭৯-এর সংসদ নির্বাচন শেষ হবার পর।

আমাদের তিন চার জনের সঙ্গে তাঁর গল্প হচ্ছিল। বিজয়ের খবরগুলো আসছিল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল জিয়ার প্রচেষ্টার পেছনে বাংলাদেশের গণ মানষের ব্যাপক সমর্থন রয়েছে।

এমন সময় প্রেসিডেন্ট বললেন, আজকে rejoice করার দিন।

ভাবলাম, কিছু একটা খাওয়া-দাওয়া, মিষ্টি ইত্যাদি হবে। কিন্তু না ... তাঁর আনন্দ উচ্ছল চোখে চঞ্চল শিশুসুলভ উল্লাসের চমক দেখতে পেলাম- Anybody has a cigarette?

ধূমপায়ীদের মধ্যে চোখ চাওয়া চায়ী হলো। একজন সন্তর্পণে একটা বাক্স খুলে ধরলেন- You seem to smoke good brand.

একটা সিগারেট নিয়ে নিপুণভাবে ধরালেন (বোঝা গেলো, আসলে এককালে ভালো ধূমপান অভ্যাস ছিল) এবং লম্বা একটা টান দিয়ে চোখ মুদলেন, খুললেন। কয়েকটা টান দিয়ে সিগ্রেটটা ঘষে তা নিভিয়ে ফেললেন।

হাসলেন।

I deserved one, কি বলেন ডাক্তার সাহেব। এবং এখানেই শেষ। বললেন, জিয়াউর রহমান।

তারপর আর দেখিনি তাঁকে ধূমপান করতে।

যাক সে কথা। বলছিলাম তাঁর সেই সরগরম সভাটির কথা। প্রবেশ করেই থমকে গেলাম।

www.pathagar.com

সরি, আপনাদের রাজনৈতিক সভা হচ্ছে। আমি পরে আসবো, মিষ্টার প্রেসিডেন্ট।

জিয়াউর রহমান প্রশস্ত হাসলেন আরে বসুন ডাক্তার সাহেব। May be you are not in our future party. কিন্তু শুনতে এবং দু'টো কথা বলতে আপত্তি কী? And, your file, এটা কি সভা শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না?

অবশ্য পারে। বসলাম, বসতে হলো। আলোচনা চলছে। শুনলাম, শুনতে হলো।

ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা ধারা উপধারা পড়ে যাচ্ছেন, কলম দিয়ে কাটাকাটি করেছেন। বিপুল তারুণ্য ও উৎসাহ নিয়ে।

নতুন পার্টির ঘোষণাপত্র পড়ছেন।

শুনছি।

দলের নাম হবে 'গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী দল।' জোরে আওয়াজ তুলে পড়ছেন তিনি। আবার পড়লেন–দলের নাম হবে 'গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী দল।'

কানের মধ্যে খট্ করে লাগলো।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের ভ্রমর গুঞ্জনের মাঝেও নাজমুল হুদার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছিল। (পরে ইতিহাস দেখিয়েছে এবং নেতাদের অনেকেই সেদিন সত্যি-সত্যি ভ্রমর ছিল ঃ জিয়াউর রহমানের ফুলের মধু আহরণ করে, পরবর্তী সরকারের মধু হরণ করতে উড়ে চলে গেছেন।)

অবাধ্য কানের খট্-টা অবাধ্য মনটাকে মোচড় দিল ঃ কথা বল। চুপ কেন?

সুতরাং কথা বললাম।

মিষ্টার প্রেসিডেন্ট, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আপনারা চুপ করুন। ডাক্তার সাহেব কি বলতে চান, শুনি।

মিষ্টার প্রেসিডেন্ট, যদিও আপনাদের দলের আমি কিছু নই–

Agreed, ভূমিকা ছেড়ে দিন। বলুন।

www.pathagar.com

তবু না বলে পারছিনে। বাংলাদেশে বড় নামওয়ালা দলকে কেউ পুরো নামে ডাকে না যেমন, জাসদ, ন্যাপ ইত্যাদি হয়ে যায়। তেমনি আপনাদের দলকে গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী দলও কেউ ডাকবে না। ডাকবে আদ্য-অক্ষর দুটো দিয়ে 'গজা-দল'। এটা শুনতে ভালো লাগবে না। মিষ্টির দোকানে চলে রাজনৈতিক দলে হাস্যকর হবে।

Solution?

সমাধান খুব সোজা। নামের spirit সম্পূর্ণ ঠিক রেখে একটু ঘুরিয়ে বললে– যেমন আমার সাজেশান 'জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল' সংক্ষেপে জাগোদল হতে পারে। বলার সময় গ-তে 'ও' কার যোগ করে 'জাগো দল' হিসাবে চালু করে দিলে শুনতে ভালো লাগবে এবং অর্থবহও হতে পারে।

মুহূর্তে জিয়াউর রহমানের প্রতিক্রিয়া হলো। ঘরভর্তি লোকের মধ্যে তিনি একাই তিন চারটে তালি দিয়ে বললেন, Accepted. আপনার মডিফিকেশন গৃহীত হবে। Hats off আপনাকে।

সেই থেকে গজা দল হবার পরিণতি থেকে রেহাই পেলো নতুন দলটি।

আবদুস সাত্তার সাহেব দলের চেয়ারম্যান হিসেবে এলেন এবং পরে 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টে'র অঙ্গ দল হিসেবে জিয়াউর রহমান ফ্রন্ট মনোনীত প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হয়ে বিজয়ী হলেন– এটা ইতিহাসে লেখা আছে।

ফ্রন্টের পরে এলো ফ্রন্ট শরীকদের একীভূত করে দল গঠনের পালা। এলো বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল।

তখন রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য নিয়ম ছিল। দল গঠন করতে হলে সরকারের হোম মিনিষ্ট্রিতে দরখাস্ত করতে হতো। বেশ অনেক দিন পর একদিন বিকালে আবুল হাসানাত, সেনাপতি (অবঃ) শিশু এবং মওদুদকে নিয়ে ডাক পড়লো প্রেসিডেন্টের বসার ঘরে।

এ কথা সে কথার পর আবুল হাসানাত সবার সামনেই হোম সেক্রেটারীর কাছে লেখা নতুন রাজনৈতিক দল 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল' গঠনের প্রস্তাবনা সম্বলিত কাগজখানা মেলে ধরলেন আমার সামনে। সঙ্গে বাকী উল্লিখিত দু'জন।

www.pathagar.com

সই করুন, ডাক্তার সাহেব। এটা একটা 'ফর্মাল' দরখাস্ত মাত্র। আবুল হাসানাতের বক্তব্য।

প্রেসিডেন্ট তাকিয়ে আছেন। ঠোঁটে মৃদু হাসি। বুঝলাম, তিনিও তাই চান।

কী ভাবলাম মুহূর্ত মাত্র। সই করলাম তারপর। এটা হলো বি.এন.পি'র আবির্ভাবের প্রথম মুহূর্ত। 'লাইসেন্স' এর দরখাস্ত সই করার মুহূর্ত্ত।

আবুল হাসনাত ফিস ফিস করে বললেন, জাগো দলের দরখাস্ত আমি সই করেছিলাম। এবার বি.এন.পি'র লাইসেন্স হোল্ডার আপনি স্যার।

মওদুদ এবং সেনাপতি শিশু অর্থপূর্ণভাবে হাসলেন। প্রথম ব্যক্তিটি বললেন.... ডাক্তার সাহেব 'দিলাম ফাসাইয়া' (অবশ্য রসিকতা করেই বলেছিলেন)।

এরপর এলো দল ঘোষণার তারিখ। আমন্ত্রণপত্রে সই করার জন্যও কাগজ নিয়ে এলেন আবুল হাসনাত। আমন্ত্রণলিপিতেও সই করলাম।

প্রথম ঘোষণাপত্রে প্রকাশক এবং ঠিকানার জায়গায় আমার নাম ঠিকানা ছাপা হলো লাইসেন্স হোল্ডার হিসাবে।

এরপর কোন একদিন ধানমণ্ডি ২৭ নম্বরের পার্টি অফিসে বসে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সবাই formally পার্টির সদস্য ফরমে সই দিচ্ছিলেন। প্রথমে জিয়াউর রহমান। তারপর আমি এবং উপস্থিত নেতৃবর্গ। ফর্মটা যখন মশিউর রহমান সাহেবকে দিলাম, তিনি এক নজর, দেখে তখন সেখানে সই করেননি। বললেন, পরে হবে, এখন থাক।

প্রেসিডেন্ট ইশারা করলেন আমাকে ওকে চাপ না দেবার জন্যে।

আমি চাপ দিইনি। পরে তিনি কাগজে সই করেছেন কি না আমার জানা নেই। কিন্তু সে দিনের ব্যাপারটা আমার কাছে জিজ্ঞাসা-চিহ্ন হয়ে ছিল।

দলের মহাসচিব হওয়ার ঘটনাটাও দীপ জালানোর আগে সল্‌তে পাকানোর আরেকটি গল্প।

একটি বছর মন্ত্রীত্ব করে তখন বেশ ক্লান্ত। এছাড়া মন্ত্রীর বাড়ীতে না গিয়ে নিজ বাড়ীতে ছিলাম বলে কিছু বাড়ী ভাড়াসহ পাঁচ হাজার টাকা মাসিক হিসাবে চলা মুশকিল হয়ে যাচ্ছিল। ভাইদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে

www.pathagar.com

পয়সা নিতে হতো। এতে ভালো লাগেনি নিজের কাছে। ভাবছিলাম সপ্তাহে ৩/৪ দিন প্র্যাকটিস করার মতো অবস্থানে যেতে পারলে ভালো হতো।

একদিন মুস্তাফিজুর রহমান, মন্ত্রী সাহেবও এলেন।

ভাই, আর পারছি না। মন্ত্রীত্ব করে ফতুর হয়ে গেলাম।

আমি বেশী ফতুর। বললাম।

কে বেশী ফতুর, ঝগড়া না করে মিলিত সিদ্ধান্ত হলো, জিয়াউর রহমানের কাছে আমরা যাবো এবং প্রস্তাব দেব..... আমাদের মন্ত্রীত্ব থেকে রেহাই দিয়ে পার্টিতে 'পজিশন' দিন।

সে সময় তিনি পার্টি চেয়ারম্যান হয়েছেন এবং পার্টি তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছে মহাসবিচসহ অন্য সব পদ পূরণ করার জন্য।

যথা চিন্তা, তথা কাজ। সঙ্গে সঙ্গে।

বিকেল বেলা। মুস্তাফিজুর রহমান ফোন করলেন প্রেসিডেন্টকে, কথা আছে, কথা বলবো।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীতে এবং অনতিবিলম্বে বঙ্গভবনের ইনার ড্রয়িং রূমে।

কী ব্যাপার.. জরুরী কিছু? প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞাসু হলেন।

হ্যাঁ এবং না। একদিকে বেশ জরুরী বলা চলে।

কি সম্পর্কে? আপনারা দু'জন দুই মিনিষ্ট্রি এক সঙ্গে?

পার্টি সম্পর্কে। সেই জন্যে একসঙ্গে।

জিয়াউর রহমান চিন্তামুক্ত হলেন, হাসলেন।

বলুন।

এবার আমার পালা। পার্টি সম্বন্ধে কিছু বলতে এসেছি।

আসলে to the point না নিয়ে একটু ঘুরিয়ে point এ এলাম।

বলুন।

আপনি বলছিলেন, পার্টিকে সত্যিকারের শক্তিশালী করতে চান। তাই যদি চান, তাহলে তাকে মন্ত্রিসভার influence এর বাইরে রাখতে হবে।

কীভাবে?

www.pathagar.com

অর্থাৎ যাঁরা পার্টির পদ নেবেন, তাঁরা মন্ত্রী থাকতে পারবেন না– বললাম। (তখন আমি নিজেই সিনিয়র উপপ্রধানমন্ত্রী)।

একমত হলাম। কিন্তু এরকম sacrifice করার লোক পাওয়া যাবে?

আমি এবং মুস্তাফিজ দু'জনেই হালে পানি পেয়ে গেলাম।

আমি রাজী– বললাম।

আমি রাজী। – মুস্তাফিজ বললেন।

আমি আরো স্পষ্ট করে বললাম। আমার পরামর্শ হবে, যাঁর ভালো রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং সুনাম আছে (দু'টো একসঙ্গে যদিও প্রায়ই দুর্লভ) অথচ ভালো বক্তা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং সংগঠক – এরকম কাউকে মহাসচিব করবেন।

You want a man from the moon – জিয়াউর রহমান হাসলেন, এই দেশের মাটিতে জন্মেছে এমন একটা Description দিন।

দমলাম না। বললাম, আপনার পার্টিতে যথেষ্ট সিনিয়র নেতৃবৃন্দ রয়েছেন। ষোল আনা না মিললেও চৌদ্দ আনা মিলবে।

আপনি নিজে কোথায় fit করতে চান?

আমাকে স্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে সদস্য পদ দিলে, আমি পার্টিকে আমার যা দেবার দিতে চেষ্টা করবো।

জিয়াউর রহমান মুচকি হাসলেন।

মুস্তাফিজুর রহমান বললেন, স্যার, আমার 'অফার' রইল। Any position in the party, you offer me. আমি তৈরি আছি।

Who is going to run the Home Ministry? আপনি চুপ থাকেন।

মুস্তাফিজুর রহমান চুপসে গেলেন, স্যার, আমার 'অফার' রইল।

ও কে রইল।

এরপর বেশ কিছু দিন চলে গেলো। পার্টির জাতীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের সভা হলো। অকুস্থল গণভবনের উপরাষ্ট্রপতি বাসভবন, সবুজ চত্বর। বড় স্টেজ। সামিয়ানা।

www.pathagar.com

ডায়াসে চেয়ারম্যান জিয়া। আমাকে ডাকলেন, আপনি হলেন 'লাইসেন্স হোল্ডার' – আপনাকে ডায়াসে বসতে হবে।

অনুষ্ঠান ঘোষণায় আবুল হাসনাত।

চেয়ারম্যান নীচু গলায় বললেন, আমাদের একটা 'দলীয় সঙ্গীত' চাই। আরেকদিন আপনাকে কথাটা বলেছিলাম।

কথাটা আমিও ভেবে রেখেছি, আমার কাছে দু'টি গানের কথা মনে পড়ছে।

কোন দু'টো?

'ধনধান্য পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা' – ডি. এল. রায়ের বিখ্যাত দেশাত্মবোধক গান–

অন্যটা?

আপনাকে দেখেছি এর আগে দু'এক জায়গায় গাওয়া 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ" গানটি আপনার পছন্দ।

কেন? আপনার পছন্দ নয়?

নিশ্চয়।

শুনুন ডাক্তার সাহেব ডি. এল. রায়ের গানটা খুব সুন্দর এবং শ্রুতিমধুর। কিন্তু এ মুহূর্তে বাংলাদেশের নিজেদের লেখা গান, অতো খ্যাতিসম্পন্ন না হলেও দলীয় সঙ্গীত করলে ভালো হয়। নিজেদের কবি লেখককে সম্মান দেওয়া ভালো নয় কি?

যুক্তিসঙ্গত মন্তব্য। সুতরাং বলার কিছু রইল না।

লোকমান ফকীর সাহেবের গ্রুপ এর আগে কোন অনুষ্ঠানে এ গান শুনিয়েছিলেন।

তাঁকে ডাকলাম। আনুপূর্বিক বললাম।

তারপর প্রস্তাব করলাম।

ফকীর সাহেব ১৫ মিনিটের মধ্যে এ গানটা শোনানো যাবে?

তাঁর দল এবং যন্ত্রপাতি প্রস্তুত ছিল– অন্য গান শোনানোর জন্য– দেশাত্মবোধক এবং মুক্তিযুদ্ধের গান।

www.pathagar.com

বিপুল উৎসাহ তাঁর।

তিনি বললেন, অবশ্য স্যার। আমি রেডি করছি।

সেই সভায় ঘোষণা করলাম, 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ' আজ থেকে দলীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হবে যদি আপনারা রাজী থাকেন।

বিপুল করতালির মাধ্যমে প্রস্তাব গৃহীত হলো।

এবার দ্বিতীয় ঘোষণা।

এ গান এখনি গাওয়া হবে। চেয়ারম্যান সাহেব চান এ গান গাওয়ার সময় আপনারা দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাবেন এবং তালে তালে করতালি দেবেন। সবাই গানটা শুনবেন এবং একসঙ্গে তাল ঠিক রেখে গাওয়ার চেষ্টা করবেন।

সে গান সেদিন গাওয়া হলো।

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার জোয়ার এলো। আমাদের দলের একটি গান আছে, ভাবতে ভালো লাগলো।

মাঝখানে বেশ কিছু দিন কেটে গেছে।

আমার পল্লী চিকিৎসক প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়ে যাচ্ছে বেশ দ্রুতগতিতে। উদ্দেশ্য ছিল প্রতি গ্রামে ১জন করে মোটামুটি প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মী তৈরী করতে হবে। এদের এক বছর থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোয় এম. বি. বি. এস ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

১. গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন সহজ এবং সাধারণ রোগগুলোর চিকিৎসা ; যথা ঃ ছোঁয়াচে রোগ, জ্বর, কাশি, টনসিলাইটিস, ফ্লু, ডায়রিয়া, ক্রিমি, আমাশয়, পেট ব্যথা ইত্যাদি।

২. গুরুতর রোগের লক্ষণ-উপসর্গ চেনা এবং ঐ লক্ষণযুক্ত রোগীদের স্থানীয় এম. বি. বি. এস ডাক্তার (প্রায় ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষক). দের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া।

৩. প্রয়োজনে এম. বি. বি. এস ডাক্তারদের নির্দেশে ইনজেকশন দেওয়া, রক্তচাপ নেওয়া ইত্যাদি।

৪. নিজ গ্রামের মানুষকে টিকা দেওয়া এবং রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া।

www.pathagar.com

৫. জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া।

৬. পুষ্টি সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া– গ্রামীণ সস্তা খাদ্যদ্রব্যে কোথায়, কি পুষ্টি আছে বুঝিয়ে বলা এবং তা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা। উদাহরণস্বরূপ ঃ খালি গায়ে সূর্যের আলো গায়ে লাগিয়ে শরীরে ভিটামিন 'ডি' উৎপাদন করে হাড় এবং দাঁত শক্ত করা। কচু শাক, লাল শাক, পালং শাক সবচেয়ে বেশী লোহা আহরণ করা (সস্তায়), গাজর, কচু শাক ও রঙীন শাকপাতাগুলো থেকে ভিটামিন 'এ' (দৃষ্টি রক্ষাকারী ভিটামিন) অর্জন করা, আমলকি পেয়ারার মতো সাধারণ ফল থেকে সর্বাধিক ভিটামিন 'সি' জোগাড় করা, ভাতের সঙ্গে আটা, আলু, মুখীকচু ইত্যাদির সমমানের বা শ্রেষ্ঠতর শর্করা লাভ করা। এসব সহজ উপাদেয় অথচ দেহের জন্য লাভজনক ও স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

এসব কিছু পল্লী চিকিৎসক তার নিজের এলাকায় থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শিখে নিজ থানার নিজ গ্রামে থেকে অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে তা রোগীদের মধ্যে প্রয়োগ করবে– এটাই ছিল পল্লী চিকিৎসক তৈরীর মূল দর্শন।

৩/৪ বছর পর পর তাদের পুরনো জ্ঞানের প্রয়োগে কোন বাধা হচ্ছে কি না, অথবা সে জ্ঞান ঝালাই করে নেবার জন্যে পুনঃ প্রশিক্ষণের উদ্দেশে দু'সপ্তাহের জন্যে নতুন করে থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসতে হবে। এটাই নিয়ম করা হয়েছিল।

এ প্রশিক্ষণ ১ বছর দেওয়া হতো এবং ৫০ জন শিক্ষার্থী প্রতি বছর নিজ এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২৪ ঘন্টা অবস্থান করে শিক্ষকদের বক্তৃতায় এবং তাদের অধীনে হাতে-কলমে কাজ শেখার সুযোগ পেতো।

এজন্যে তাদের উপযুক্ত বই বাংলায় লিখে তা বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং তাদের মাসিক ভাতারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মেয়েদের, মুক্তিযোদ্ধাদের এবং যারা গ্রাম ডাক্তার হিসেবে গ্রামের চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিল তাদের জন্যে বিশেষ অগ্রাধিকার ভিত্তিক কোটা ছিল।

দ্রুতগতিতে কাজ এগিয়ে যাচ্ছিল। প্রেসিডেন্ট জিয়া স্বয়ং ধামরাইতে প্রথম পল্লী চিকিৎসক কোর্স উদ্বোধন করলেন। অনুষ্ঠানে বিদেশী রাষ্ট্রদূতসহ বহু আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

www.pathagar.com

অনুষ্ঠানের শুরুতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে মোবারকবাদ জানালেন– Congratulation Excellency, আপনার এটি একটি চমৎকার প্রকল্প। আমি study করে নিশ্চিত হয়েছি।

ধন্যবাদ জানালাম।

এক্সেলেন্সী, আমি দিল্লীকে এই প্রজেক্টের বিশদ বিবরণ জানিয়েছি।

তাই! কৌতূহলী হলাম।

শুনে খুশী হবেন আমার কী মন্তব্য সংযুক্ত করেছি।

শোনার জন্যে আরো কৌতূহলী হলাম খুশী হবার আগে।

দিল্লীকে প্রকল্পটা ব্যাখ্যা করে আমি মন্তব্য করেছি, যদি বাংলাদেশ থেকে একটি মাত্র জনহিতকর প্রকল্প ভারত গ্রহণ করতে চায়, বাংলাদেশের অনুকরণ করতে চায়– তাহলে তা হবে পল্লী চিকিৎসক প্রকল্প।

ধন্যবাদ আপনার মন্তব্যের জন্য।

আসলেই খুশী হয়েছিলাম সেদিন। তার অন্য একটা কারণ ছিল। রাষ্ট্রপতির 'উপদেষ্টা' হবার পর আমার তৎকালীন স্বাস্থ্য সচিবকে প্রকল্পটি ব্যাখ্যা করার পর তাঁর কথায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানদের আমি অফিসে সভায় ডাকলাম। এদের মধ্যে WHO, UNDP, UNICEF থেকে শুরু করে তাবৎ স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট বিদেশী সাহায্য সংস্থাগুলোর প্রধানদের ডাকা হলো। উদ্দেশ্য, তাদেরকে বুঝিয়ে বলে আন্তর্জাতিক সাহায্যের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা যায় কি না, যাচাই করা।

কিন্তু খুব অল্প সময়েই বুঝতে পেরেছিলাম যে প্রায় ক্ষেত্রেই (সবাই নয়) এসব সংস্থার কর্তাব্যক্তিগণ 'মুরুব্বির' আসনটি পছন্দ করেন। মুখে মিষ্টি কথা বললেও শুধুমাত্র সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করতে রাজী নন। তাঁদের 'মাথা' দিয়ে যে প্রকল্প বেরুবে, তাঁদের কলম দিয়ে যে নামকরণ হবে, সেই ষ্টাইলে জিনিসটা বাস্তবায়ন করতেই তাঁদের উৎসাহ বেশী। আমাদের আমলাদের অনেকেই হাওয়া বুঝি সেদিকে পাল ঘুরিয়ে খালাস হতে পছন্দ করে থাকেন। এতে কাজ কমে যায়, বিদেশ ঘুরে আসার 'চান্স' বাড়ে, মগজ খাটাতে হয় কম। তাই আমাদের (বিশেষ করে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের)

www.pathagar.com

চিন্তাধারার ফসল, গণমুখী প্রকল্পগুলো, অনেক ক্ষেত্রে বিদেশীদের কাছে দাম কম পায়। এই সাইকলজির বাই প্রডাক্ট হিসাবে অতীতে (পাক আমল থেকে শুরু করে) কথায় কথায় বিদেশী 'এক্সপার্ট' দের নিয়োগ (হাতি পোষা খরচে) দেখেছি এবং তাদের ভুরি-ভুরি পর্বত প্রমাণ বাহারি কাগুজে রিপোর্ট দেখেছি, যেগুলোর বিরাট অংশ অনেকক্ষণে দুর্মূল্যে অর্জিত 'রাবিশ' (আবর্জনা) মাত্র।

পল্লী চিকিৎসক প্রস্তাবনা তাদের সভায় বুঝিয়ে বলার পর একই ধরনের 'নাক উঁচু' ভাব দেখলাম তাদের মধ্যে, কয়েকটি সম্মানজনক ব্যতিক্রম ছাড়া। ব্যতিক্রমীদের মধ্যে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের প্রতিনিধিরা ছিলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরবর্তী পর্যায়ে এই প্রকল্পের সমগ্র খরচ বহন করতে রাজী হয়েছিলেন।

কিন্তু বাকী সংস্থাগুলোর অনেকের উঁচু নাকের বক্তব্য (সুমধুর ভাষার মারপ্যাঁচের মাধ্যমে) ছিল, এটা করে তেমন কী একটা হবে। তার চেয়ে বরং ডাক্তারদের গ্রামে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেই হয়, ইত্যাদি।

যাক, বলছিলাম, পল্লী চিকিৎসক প্রকল্প যখন দ্রুত বাস্তবায়িত হচ্ছিল, আমার বিবেক তখন অনেকটা হাল্‌কা হয়েছে। স্রেফ ক্ষমতার রাজনীতি করার জন্য উপদেষ্টা, এম.পি. বা উপপ্রধানমন্ত্রী হইনি.... সত্যিকারের একটা ভালো কাজে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছি এই ভেবে ভালো লাগছিল।

দলীয় রাজনীতির অন্যতম কর্ণধার হয়ে 'রাজনীতির জন্য রাজনীতি' করবো – এ ধরনের কোন অভিলাষ তখনো বা কখনো মাথায় আসেনি।

এদিকে জিয়াউর রহমানের দল গঠন প্রক্রিয়া তখন দ্রুত এগিয়ে এসেছে। লাইসেন্স হোল্ডার তো বটেই আহবায়ক কমিটির সদস্যদের ওপরতলার অন্যতম নাম এসে গেলো আমার। আমার ধারণা পুরো কমিটির গঠন প্রক্রিয়ায় আমি হয়তো 'জাতীয় স্থায়ী কমিটির' ওপরতলার একজন সদস্য থাকবো যদি উপপ্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাই। একথা ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে চেয়ারম্যানকে সুযোগ পেলেই জানিয়েছি ঃ এও স্পষ্টই বলেছি, যারা স্থায়ী কমিটি অথবা নির্বাহী কমিটিতে বড় পজিশনে থাকবেন, তাঁদের

www.pathagar.com

অবশ্যই মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিতে হবে। এতে করে সরকারের ওপর পার্টির কর্তৃত্ব প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে। মন্ত্রীগণ পদ বজায় রেখে দলীয় পদ গ্রহণ করলে তা হবে না, বরং উল্টোটাই হবে। পার্টি সরকারের তল্পীবাহক হবে। এ কথাটা জিয়াউর রহমানকে মোটামুটি জোর দিয়েই কয়েকবার বলেছি একান্ত আলাপে এবং নেতা কর্মীর সভায়।

এর ফলে যা হবার তাই হলো।

সেদিনটাও ছিল শুক্রবারের সকাল। আগেও বলেছি বড় ধরনের বা ভালো কাজ জিয়াউর রহমান শুক্রবারে করতে চেষ্টা করতেন। ইসলাম ধর্মের প্রভাব তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে স্পষ্ট ও প্রগাঢ় ছিল। 'বিস্‌মিল্লাহ' ছাড়া তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য দিতেন না। অনেকেই ভাবেন 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লেখার ১৯টি অক্ষরের সঙ্গে তাঁর ১৯ দফা প্রণয়নের একটা যোগাযোগ ছিল। তেমনি ভালো কাজের দিন শুক্রবারের সকালটা।

বেলা এগারোটার দিকে তিনি ডাকলেন বঙ্গভবনে তাঁর অফিসে। যথা সময়ে পৌঁছে দেখলাম ইতিপূর্বেই আমার নির্ধারিত চেয়ারের পাশে অবস্থান নিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার সাহেব, তাঁর গুরুভার দেহ নিয়ে।

আসুন, আসুন ডাক্তার সাহেব – জিয়াউর রহমান স্বাগত জানালেন, হাত বাড়ালেন।

হাত মিলালাম। তাঁর সেই চাপ দিয়ে হাত মেলানো এবং জোর ঝাকুনি। আন্তরিক এবং উষ্ণ। তিনি হালকাভাবে হাত মিলাতেন না।

পার্শ্বে উপবিষ্ট উপরাষ্ট্রপতি মুচকি হাসলেন। তাঁর দিকে হাত উঁচু করলাম শুভেচ্ছা বিনিময়ের ভঙ্গীতে ; তিনিও ইঙ্গিতে প্রতি-শুভেচ্ছা জানালেন।

হঠাৎ করে সাত্তার সাহেবের হাসিটা আমার কাছে একটু 'অন্য রকম' মনে হলো। নতুন কোন 'স্কিম' নয় তো? বিশেষতঃ শুক্রবারের সকালে বৃদ্ধ বিচারপতির হাসিটা কেমন যেন লাগলো। ছোট দু'একটা একথা সেকথা বললেন প্রেসিডেন্ট। যথাবিহিত নিয়মে 'বঙ্গভবন স্পেশ্যাল' পাতলা (চায়ের কাপের তলা দেখা যাবে) চা-সঙ্গে গোল চাক-কাটা কাগজী লেবু এলো। আজকে কেক-ও এলো।

www.pathagar.com

তারপর দু'একটা এলোমেলো কথা। আবহাওয়া থেকে শুরু করে হাওয়া কী বলছে রাজনীতি সম্পর্কে ইত্যাদি ইত্যাদি।

Beating about the bush হলো খানিক্ষণ। তারপর ধপ করে আমার সেন্ট গ্রেগরী স্কুলের বাংলা টিচার সুরেশ চন্দ্র রায় সাহেবের ভাষায়– একেবারে 'ক্ষতস্থানে আঘাত' করলেন জিয়াউর রহমান। একবারে to the point. জিয়াউর রহমান। বললেন ঃ ডাক্তার সাহেব, মনে পড়ে, আপনি বলেছিলেন, পার্টি পজিশনে যাঁরা আসবেন, তাঁদের মন্ত্রীত্ব ছাড়তে হবে।'

অবশ্য বলেছি, এখনো বলছি। আমার মত আমি বদলাইনি। বললাম জবাবে।

তাহলে দেখুন। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপনাকে পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল হতে হবে– বললেন প্রেসিডেন্ট। বৃদ্ধ সাত্তার সাহেবের চোখে মিটিমিটি হাসির কারণটি এবার স্পষ্ট হলো।

আপনার সিদ্ধান্তের হেতু কী? আমি কখনো পার্টির মহাসচিব হবার প্রার্থী ছিলাম না এবং নেই। বললমাম মোটামুটি দৃঢ় স্বরে।

জিয়াউর রহমান এবার হাসলেন। বললেন, আপনি জানেন গত দু'দিন ধরে দলের জেলা প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারীদের ঢাকায় ডেকে আমি এক-এক করে ব্যক্তিগতভাবে ইন্টারভিউ নিয়েছি।

হ্যাঁ, এটা শুনেছি।

আসলে শুনেছি তো বটেই। আরো জেনেছি, আমাদের দলের বেশ কয়েকজন মহাসচিব পদপ্রার্থী জেলা প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীদের কাছে তদবীর চালিয়েছেন জোরে শোরে যাতে তাঁদের নাম প্রেসিডেন্টের কাছে বলা হয়, যখন প্রেসিডেন্ট তাঁদের মত চাইবেন।

কিন্তু কস্মিনকালেও ভাবিনি এই পদটির প্রার্থী হবার বিন্দুমাত্র লোভ বা আকর্ষণ আমার না থাকলেও পদটি আমাকে এমনি করে ধাওয়া করবে।

জিয়াউর রহমান এবার বেশ স্পষ্টভাবেই বললেন, জেলা নেতৃবৃন্দের clear majority আপনাকে Secretary general হিসেবে দেখতে চায়। সুতরাং আপনাকে উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করতে হবে।

www.pathagar.com

কথাবার্তা উনি বেশ খোলাসা করেই বললেন। সুতরাং আমিও স্পষ্টভাবেই জবাব দিলাম।

মিষ্টার প্রেসিডেন্ট, আপনার অফারের জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ।

Thank So Welcome. বললেন জিয়াউর রহমান। অতঃপর?

আমি এই মুহূর্তেই বাংলাদেশ উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছি, আপনার কথামতো। তবে–

জিয়াউর রহমান জিজ্ঞাসু ভঙ্গীতে তাকালেন। ভাবখানা এইঃ এর মধ্যে আবার 'তবে' 'কিন্তু' এসব কেন?

ঘরে গিয়েই আমি ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আমি স্পষ্টভাবে একটা কথা জানতে চাই-

What is it?

I am not interested in Secretary Generalship.

Why? কেন?

কেন, খুব সোজা। মহাসচিব হতে যে সব 'যোগ্যতা' এবং 'গুণাবলীর' প্রয়োজন, সেগুলো আমার নেই বলে।

How do you know আপনার যোগ্যতা আছে কি নেই?

এটা আমার বিচারে আমি যা বুঝি।

কেমন করে নিঃসন্দেহ হলেন আপনার বিচার সঠিক?

এটা তেমন কঠিন নয়। আমি রাজনীতিক পরিবারের সদস্য, সমাজকর্ম হয়তো বেশ করেছি। এটা হতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতির অভিজ্ঞতা আমার খুব সীমিত।

Go ahead.

তাছাড়া পার্টি চালাতে টাকা পয়সা handle করা, চাঁদা তোলা ইত্যাদি আমাকে দিয়ে হবে না।

আপনাকে টাকা পয়সা handle করতে হবে না। এজন্যে অফিস সেক্রেটারী এবং কোষাধ্যক্ষ থাকবে।

www.pathagar.com

চাঁদা তোলা ....

নো, নেভার, আপনাকে কখনো চাঁদা তুলতে হবে না, Any other problem?

বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের বিরুদ্ধে জীবিত অথবা মৃত নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ, অশালীন ভাষা প্রয়োগ– এগুলো আমার মুখে আসবে না–

আপনাকে বলতে হবে না। আমি কখনো কারুর ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে বক্তব্য দিই না। ঐসব দলের রাজনীতির অবশ্য সমালোচনা করি। কিন্তু কারুর ব্যক্তি জীবন নিয়ে বলি না, আপনিও বলবেন না। হলো তো?

না, এখনো হয়নি। এ দেশের রাজনীতিতে 'পেশী' শক্তির ব্যবহার হয়। প্রতিপক্ষ ব্যবহার করলে অন্ততঃ তার জবাব দেবার জন্যে হলেও 'পেশী' ব্যবহার করতে হয়। আমি মূলতঃ একজন চিকিৎসক আর্ত ও আহতকে সারিয়ে তোলাই আমার কাজ। 'পেশী' ব্যবহার করা আমার চরিত্র-বিরুদ্ধ। এ ব্যাপারে আমি গান্ধীর সমর্থক বলতে পারেন।

আপনাকে 'পেশী' ব্যবহার করতে হবে না– এ সম্পর্কে ভাবতে হবে না। আমি Muscleman ব্যবহারের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। We have the people on our side, ও সবের প্রয়োজন তাদের যাদের সঙ্গে জনগণ নেই। আর কিছু? Any thing else?

বৃদ্ধ উপরাষ্ট্রপতি সাহেব শুনছেন, বলছেন না কিছুই।

মরিয়া হয়ে বললাম, মানসিকভাবে, Psychologically আমি মহাসচিব হবার জন্যে প্রস্তুত নই। এ জন্যে ভিন্ন ধরনের মানুষ প্রয়োজন।

এবার তাঁর মুখ চোখ লাল হয়ে যাচ্ছে।

What do you think? ভিন্ন ধরনের? আমি চেয়ারম্যান হতে পারি, আপনি আমাকে help করার জন্যে সেক্রেটারী জেনারেল হতে পারেন না?

আমার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নেই। এ ধরনের কাজের কোন অভিজ্ঞতা নেই।

www.pathagar.com

আমার আছে চেয়ারম্যান এর অভিজ্ঞতা?

আপনি একজন ভালো লোক আপনাকে বাংলাদেশের মানুষ accept করেছে as their leader।

আপনি কী খারাপ লোক? মোটেই না। আপনিও ভালো লোক। আপনার একটা প্রচণ্ড good will আছে। আপনি শিক্ষিত, মার্জিত, আপনার দেশ জোড়া সুনাম আছে। আপনি honest, আপনাকে দেশের লোক পছন্দ করে, আপনাকে পার্টির লোক চায়। Do you like to see? জেলার প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীদের মতামত সব আমরা এই বইতে টুকে রেখেছি। তারা আপনাকে select করেছে, elect করেছে।

তবু–

এরপর কোন 'তবু' বলতে পারেন না। You say you are a democrat Why dont you accept their verdict? Why do you hesitate?

মরিয়া হয়ে বললাম, মিষ্টার প্রেসিডেন্ট, আমি উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছি। কিন্তু আমি মহাসচিবও হতে চাই না। আপনাকে ধন্যবাদ। এবার জিয়াউর রহমান উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন। ধাক্কা দিয়ে নিজের চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

তাঁর চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে। বিচারপতি সাত্তার কিছু একটা বলতে যাবেন আমাকে উদ্দেশ করে, কথা তাঁর আটকে গেছে-ডা-ডা ডাক্তার সাহেব। করেন কী? করেন কী? রা-রা রাজী হয়ে যান। তার স্বাভাবিক তোতলামো প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেলো।

প্রেসিডেন্ট জিয়া বললেন– ভালো লোক রাজনীতিতে এগিয়ে আসবে না। দুষ্ট লোকগুলো সুযোগ নিয়ে নেবে, তারাই চেয়ারম্যান সেক্রেটারী হয়ে দলটাকে ডোবাবে, এটাই আপনি চান? বলুন, এই কি আপনি চান? আপনি সেক্রেটারী জেনারেল হবেন না– সবাই চাইলেও হবেন না। আপনার কথা মতো বক্তব্য মনে নিয়ে কোন cerious unscrouplous-কে আমি পার্টির মহাসচিব বানিয়ে দিই– এটাই আপনি চান?

www.pathagar.com

আপনি অনর্থক উত্তেজিত হচ্ছেন, আমি তা বলিনি।

Whom do you suggest will become the Secretary General? Who is that man from the moon?

আমি শুধু এ পদ থেকে আমাকে ক্ষমা করতে বলেছি।

তাই যদি হয়, I take it as your refusal to work with me. আমি ধরে নেবো, ভালো লোক আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায় না। OK.OK. OK (এবার তাঁর গলায় আওয়াজ অনেক ওপরে উঠেছে) Ok. ডাক্তার সাহেব Ok Vice President সাহেব, তাহলে শুনে রাখুন। আমিও বলে রাখছি You refuse to become Secretary General. I refuse to continue with politics. আমি টিভিতে গিয়ে বলবো জনগণকে, ভালো লোকরা আমার সঙ্গে cooperate (সহযোগিতা) করতে রাজী নন। দেশের জন্য আমার পক্ষে কিছু করাও আর সম্ভব নয়। চেয়ার ছেড়ে দ্রুত পায়চারী করছেন জিয়াউর রহমান অশান্ত পদক্ষেপে–

সাত্তার সাহেব রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছেন এবং উত্তেজনায় তাঁর মুখে 'ম' আটকে গেছে–

'ম.... ম..... মানে-মানে মানে ডাক্তার সাহেব, রাজী হয়ে যান। বুঝছেন না কেন? বুঝছেন না কেন?

আমি ততোক্ষণে ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছি। জিয়াউর রহমান সুদক্ষ, প্রবীণ বা প্যাচওয়ালা রাজনীতিক খুঁজছেন না– রাজনীতিতে ভদ্র পরিবেশ সৃষ্টি করার মতো মানুষ খুঁজছেন, যাঁর সঙ্গে তাঁর মনের এবং ভাবনার মিল হবে। ভদ্রতা, সততা এবং কর্মোদ্যম হবে গোড়ার কথা। দেশপ্রেম এবং আন্তরিকতা দিয়ে বাকী ঘাটতিগুলো পুষিয়ে নিতে হবে।

মুহূর্তে বুঝলাম, 'দেশপ্রেম' তাঁকে উদ্বেলিত করেছে, আবেগপ্রবণ করছে ও অনুসন্ধিৎসু করেছে 'সৎ মানুষের' খোঁজে।

আমি বলতে বাধ্য হলাম– তাই যদি হয়, তাহলে আমি রাজী হলাম আপনার পাশে দাঁড়াতে। আমার দেশপ্রেম এবং আন্তরিকতা আপনাকে দেব।

www.pathagar.com

পুরনো রাজনীতির ষ্টাইল দিতে পারবো না। জটিলতা-কুটিলতা–ভাষার মারপ্যাঁচ–এগুলোর বাইরে আমি অন্য রাজনীতি করতে প্রস্তুত হলাম।

জিয়াউর রহমানের চেহারা মুহূর্তে বদলে গেল। শরতের নির্মেঘ আকাশ যেন। প্রশান্ত, শিশুসুলভ এবং সুন্দর। কোথায় সেই কালবৈশাখী?

এবার দুই হাত বাড়িয়ে দিলেন– কনগ্রাচুলেশন্‌স– সেক্রেটারী জেনারেল সাহেব। You dont know একদিন এই পার্টি এই উপমহাদেশে ইতিহাস সৃষ্টি করবে and you are its first Secretary General, অভিনন্দন। জড়িয়ে ধরলেন তিনি, কী গভীর বিশ্বাসে!

কাজটা ঠিক হলো, কি ভুল হলো জানিনি তখন। এটা বুঝেছি একজন সত্যিকারের মহৎ উদ্দেশ্য নিবেদিত লোকের পাশে 'ভালো মন' নিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছি। পাওয়ার লোভে নয়, ক্ষমতার জন্যে নয়। আমি দু'বছরের জন্য মহাসচিবের দায়িত্ব নিতে রাজী হলেম।

দু' বছরের জন্য– স্পষ্ট করে বললাম প্রেসিডেন্টকে।

ডাক্তার সাহেব, চলুন, আজকে বঙ্গভবনের মসজিদে জুম্মা পড়বো, তারপর খানা খাবো। – জিয়াউর রহমান বললেন।

জুম্মা পড়া হলো। খানা হলো-চাপাতি, একটা তরকারী, ডাল, পেঁপে।

বিকালে উপ-প্রধানমন্ত্রীর ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিলাম।

'জনাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি, আমি বাংলাদেশের উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিচ্ছি। অনুগ্রহ করে গ্রহণ করে বাধিত করবেন। এই পদে থাকাকালীন সময়ে আপনার সহযোগিতার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন'।

www.pathagar.com

ক্রনিক ব্যাধি ঃ গুজব ছড়ানো

দুষ্ট গুজব ছড়ানো একটি ক্রনিক ও চমকপ্রদ ব্যাধি। এক ধরনের 'অবসেশান'। যার এ রোগ আছে সে গুজব না ছড়িয়ে পারবে না। দুষ্ট গুজব না ছড়াতে পারলে তার ঘুম আসবে না। পেটের ভাত হজম হবে না। গুজব তাকে ছড়াতেই হবে। অনেকটা 'গপ্‌পী বউয়ের' মতো।

আর দুর্ভাগ্যের কথা, রাজনৈতিক অঙ্গনে এ 'রোগীর' সংখ্যা সর্বাধিক। এ অঙ্গনে গুজব ছড়ানেওয়ালার সংখ্যাও যেমন বেশী, গুজব শ্রবণ করে কর্ণকুহর তৃপ্ত করে ততোধিক রসালো করে নিজ খরচে অন্যের বাড়ী বয়ে প্রচার করনেওয়ালাদের সংখ্যা আরো বেশী। সামান্য কষ্ট করে সাত সকালে প্রচার করে দিন, অমুক নেতা বা মন্ত্রী অমুক সুন্দরীর সঙ্গে লাইন লাগিয়েছে, সন্ধ্যা নাগাদ এক ডজন গুজব পিয়াসী বা গুজবসেবী আপনাকেই শোনাবে নেতা/মন্ত্রী অমুক সুন্দরীকে দ্বিতীয়/তৃতীয় বিবাহ করে ছেলের বাবা হয়ে বসে আছেন।

রাজনীতিতে দুষ্ট গুজব রচনা যেমন আর্ট, তেমনি সায়েন্স এবং অনেক সময় কঠিনভাবে ষড়যন্ত্রমূলক। একে ঠেকানো তাই কঠিন হতে পারে যদি সিষ্টিমেটিকেলি এবং প্ল্যান মাফিক তা ছড়ানো হয়।

আমার প্রয়াত পিতা মূলতঃ কৃষক-শ্রমিক রাজনীতি করতেন দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে ছিলেন এবং সে আমলের বড় নেতা কে. এসপির পক্ষে যুক্তফ্রন্টের 'যৌথ' সম্পাদক এই শ্রদ্ধেয় নামটি ছিলেন কফিল উদ্দীন চৌধুরী। যেমন সৎ তেমনি তুখোড় স্পষ্টভাষী বলে তাঁর নাম ছিল। সে আমলে রাজনীতি এতো নোংরা না হলেও গুজব ছড়ানোর রেওয়াজ কিন্তু

www.pathagar.com

বেশ চালু ছিল। বাবাকে দেখেছি, তাঁর বিরুদ্ধে গুজব ছড়ানোর কিছুটা আন-পার্লামেন্টারী অথচ সাংঘাতিক কার্যকর পদ্ধতির প্রয়োগ করতে এবং তাঁর বিরুদ্ধে যে কোন ষড়যন্ত্র এবং গুজব এই কারণে সঙ্গে সঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে যেত। পদ্ধতিটি নিম্নরূপ।

ধরুন তাঁর সম্পর্কে অর্থাৎ তাঁর বিরদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক একটা গুজব ছড়ানো হয়েছে। যে মুহূর্তে সে গুজবটি কেউ বয়ে নিয়ে এলো, তিনি তাকে একঘর লোকের (নেতা, পাতি নেতা, কর্মীসভার) সামনে সাদরে যে ধরনের প্রশ্ন করতেন, তার ভাষা হচ্ছে, কোন কুত্তেকা নন্দন এই কথা বলেছে? অর্থাৎ সেই ব্যক্তিটি একটি সারমেয় সন্তান।

বাস! ষড়যন্ত্রকারী গুজবের কিস্‌সা খতম। বলুন, কার সাধ হবে মানব সন্তান থেকে সারমেয় শাবকে পরিণত হতে?

এ কাহিনীটা আদ্যোপান্ত রসসিক্ত করে আমি উত্থাপন করেছিলাম আমার প্রয়াত পিতার ভাষায় শহীদ জিয়ার এক ক্যাবিনেট সভায়। প্রসঙ্গটা হয়েছিল কোন এক রদ্দি সাপ্তাহিক বলে কথিত আকস্মিক ছাপানো পত্রিকায় আমাকে কোন এক বিশেষ দেশের (রাশিয়ার) 'দালাল' উল্লেখ করে গল্প বা ষ্টোরি ছাপানোর পর তা যখন লুফে নিয়ে গুজব ছড়ালো আমার কয়েকজন সহকর্মী। প্রয়াত পিতার জবানীতে প্রশ্নটি প্রেসিডেন্ট জিয়ার সামনে তৎকালীন পেশ করাতে কয়েকজনারই চোখ মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল। সুখের কথা সুখের পায়রা কয়জন 'মন্ত্রী' পরবর্তীতে আমাদের দলে আর ছিল না।

এরপরও নানাভাবে দুষ্ট গুজবের টারগেট হয়েছি নানা ষড়যন্ত্রীর কথায় ও লিখনে। এদের একজন ছিল অল্পবয়স্ক এবং সম্ভাবনাময় ভালো বক্তা-আমার স্নেহভাজন ছিল তরুণ দম্পতিটি। তিনি পয়সা খেয়ে ষড়যন্ত্র করে গুজব ছড়ানোর মাশুল হিসেবে তাকেও এই ধরনের গল্পের দাওয়াই এক ডোজ দিতেই মক্কেল ঠাণ্ডা হয়েছে।

এরপরও আর এক আপদ জুটেছিল। সত্যি কথা স্বীকার করতে কোন বাধা নেই। স্বাস্থ্যগত কারণে জনসভায় কম যেতাম তখন। সীমিত

www.pathagar.com

রাজনীতিক আনাগোনা। স্বাস্থ্য রক্ষার কারণে চিকিৎসকদের পরামর্শ ছিল তখন। তখন প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে সীমিত অবদান রাখতে পারতাম।

জানতে পেলাম এই নতুন 'আপদ'টি একটি পত্রিকা নামধারী বস্তুর সম্পাদক। দিন দশেক আগে নাকি গল্প ফেঁদেছে এবং গল্পের বিস্তর 'গাহেক' (গ্রাহক), তাঁরা নাকি বিশ্বাস না করলেও 'সন্দেহ যাতনায়' ভুগেছেন খবরের প্রেক্ষিতে।

গুজবটি দুষ্ট এবং ষড়যন্ত্রমূলক। এটি নিম্নরূপ।

বি.চৌধুরী বি.এন.পি'র বড় সংখ্যক কর্মী ও নেতাসহ আবুল হাসনাত, ওবায়দুর রহমান গয়রহ অনেককে নিয়ে জাতীয় পার্টিতে চলে যাচ্ছেন। এর জন্য 'এনাম' নিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি পদটি।

পত্রিকা লোকে পয়সা খরচ করে বের করে ঠিক। সুতরাং লাভ করতে হলে কাটতি হওয়া প্রয়োজন, এটাও মানি, কিন্তু ডাহা মিথ্যা বলা কি রুচিহীনতার পরিচয় নয়?

বাপজানের ভাষায় কইতে ইচ্ছা করে না কি কোন ..... কইছে?

অথবা একটা গল্পের আড়ালে প্রেসকৃপশন দিই। আমার এক আত্মীয়ের একটি খাসা তাজা তাগড়া খাশী রামছাগল পুষেছিলেন বেশ অনেক দিন। ঘরে ঢুকে-পাতা ঘাস ছাড়াও পুরনো কাপড়, ছেঁড়া জুতা ইত্যাদি চিবাতো এবং এদিক ওদিক চালাকের মতো তাকাতো। জুতা, কাগজ, পুরনো খাতা খেলে বাড়ীর সবাই হাসতো। পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়! সেই পুরনো উক্তিটির উল্লেখ করেই সবাই হাসতো।

কিন্তু যেদিন ছাগলটির গৃহকর্তার সদ্য কেনা টিভির ইনডোর এরিয়েলটি চিবাতে শুরু করলো, সেদিন কেউ আর হাসলো না বরং মশারীর ডাণ্ডা খুলে তাকে উত্তম মাধ্যমে এরিয়েলটি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালালো।

গুজব ছাড়াও অতিরঞ্জন, বিকৃতকরণ– এগুলো কোন কোন সংবাদপত্রের রোগ। অবশ্য বক্তব্যের বিকৃতি হলে, অতিরঞ্জন হলে

www.pathagar.com

'প্রতিবাদ' লিপি প্রেরণের রেওয়াজ আছে। তাও-বা কতো লক্ষ্য করা যায়, বা কতো দেওয়া যায়!

ধরুন একদিন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে আমার বক্তব্যটি একটি দৈনিকের হেডলাইন ঃ 'যারা রাজনীতি বন্ধ করতে চান তারা বাংলাভাষা ও বাংলাদেশে বিশ্বাসী নন'। এই হেডলাইনটার বাদ পড়ে যাওয়া অংশটুকু হচ্ছে বাংলাভাষার পর 'আন্দোলন' এবং বাংলাদেশের পর 'স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস' এর ছোট্ট কথাগুলো এগুলো যোগ করে দিলে কথাটা দাঁড়াবে "যাঁরা ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে চান তাঁরা বাংলাভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বিশ্বাসী নন"।

সামান্য কয়েকটি শব্দ সংযোজন ও বিয়োজনে কথার অর্থ কতো ভিন্ন হতে পারে!

বলেছিলাম জিন্দেগীতে একবার রাশিয়া গিয়েছি। এটাকে আমি অবশ্যই ভাল সুযোগ বলবো। কেননা যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, পশ্চিমা বহু দেশে গিয়েছি এবং ওসব দেশে যাওয়া সাধারণত সহজ এবং সুযোগও মেলে। রাশিয়া যাওয়ার সুযোগ সহজে মিলে না। এছাড়া আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স, চীন, 'সুপার পাওয়ার'। তাদের নেতাদের সঙ্গে মত বিনিময় করে নিজের যুক্তির সারবত্তা প্রমাণ করতে পারলে ইগো ('ইগো' 'অহম') নামক বস্তুটি তুষ্ট হবে। এ সুযোগটি কে ছাড়ে? বিশেষ করে প্রশ্নটা এলো বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিষদের প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানোর প্রসঙ্গে। ১৯৭৮ সন। নিরাপত্তা পরিষদের শূন্য আসনের শক্তিশালী প্রার্থী জাপান– পেছনে যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক শক্তিধর দেশ। প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজতান্ত্রিক ব্লক থেকে রাশিয়ার পূর্ণ সমর্থনপুষ্ট মঙ্গোলিয়া। ওদিকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নির্দেশে বাংলাদেশ প্রার্থীপদ ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় প্রার্থী জাপানকে রুখছে মঙ্গোলিয়া। এরি মধ্যে তৃতীয় প্রার্থী বাংলাদেশ।

প্রশ্ন এল মঙ্গোলিয়াকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করতে হবে এবং সেই সুবাদে সমাজতন্ত্রী ব্লকের ভোটগুলোকে (যারা মঙ্গোলিয়া সমর্থক তাদের ভোটগুলো) বাংলাদেশের স্বপক্ষে আনতে হবে।

www.pathagar.com

জাতিসংঘে 'লবি'য়িং এবং প্রধান কাজগুলো করছিলেন প্রয়াত পি. আর. রাষ্ট্রদূত খাজা কায়সার এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী শামসুল হক। সর্বজনাব শফিউল আজম আরব দেশসমূহে, সাইফুর রহমান ভারত, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, ডাঃ এম. আর. খান (মৎস্য বিশেষজ্ঞ) আফ্রিকায় ইত্যাদি দেশে প্রেসিডেন্টের চিঠি নিয়ে 'লবি' করবেন নির্ধারিত দেশগুলোয়, এটা ছিল কৌশল। প্রথমে প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসানকে দেওয়া হয়েছিল মঙ্গোলিয়ার রাজনৈতিক মুরব্বী রাশিয়াকে রাজনৈতিকভাবে বোঝাতে যাতে করে তাঁরা বাংলাদেশের স্বপক্ষে মঙ্গোলিয়ার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেন।

কিন্তু কোন কারণে প্রফেসর সৈয়দ আহসান মঙ্গোলিয়া রাশিয়া সফরে যাবার আগেই উপদেষ্টা পদে তিনি আর থাকেন নি। সেই সঙ্গে তাঁর এই সফর পরিকল্পনাও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

নিয়তি এই দায়িত্ব আমার ওপর এনে দিল। আমি অন্য অনেক দেশে গিয়েছি কিন্তু রাশিয়া যাই নি। বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিষদে সদস্য পদে নির্বাচিত হবার ক্ষীণ সম্ভাবনা উজ্জ্বল করে তোলার প্রশ্নও ছিল এর সঙ্গে জড়িত। রাশিয়া সুপার পাওয়ার। তাদের ডিপ্লোম্যাটিক জিনিয়াস যাচাই করার একটা দুর্লভ সুযোগ, আলোচনা এবং বিতর্কের মাধ্যমে তাদেরকে আমাদের যুক্তিতে 'কনভার্ট' করানোর সম্ভাবনা– এগুলো আমার কাছে চ্যালেঞ্জের মতো মনে হলো। আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে রাজী হয়ে গেলাম।

পরে বুঝতে পেরেছিলাম ব্যাপারটা আদপেই মস্তবড় চ্যালেঞ্জ ছিল। রাশিয়ার দক্ষিণ এশিয়া 'ডেস্কের' ঝানু অফিসার থেকে শুরু করে, আঞ্চলিক উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বেশ কয়েকটি বৈঠক এবং 'ডিবেটের' মতো আলোচনার শেষ পর্যায়ে ক্রেমলিন রাজপ্রাসাদে একদিকে মাত্র আমি এবং আমার দুই সহকারী (আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং অপেক্ষাকৃত তরুণ শ্যার্জ দ্য এফেয়ার) অন্যদিকে সোভিয়েত ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর এক ডজন সহকারীর সঙ্গে চূড়ান্তভাবে মুখোমুখি হওয়া আমার কাছে চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার মনে হয়েছিল। তাই পরের পর্যায়ের প্রায় এক যুগ স্থায়ী ঝানু মঙ্গোলিয়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পক্কেশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা ও বিতর্ক সত্যি বলতে অপেক্ষাকৃত সহজই মনে হয়েছিল।

www.pathagar.com

আলোচনার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যাবে আমরা কুটনীতিতে শতকরা ১০০ ভাগ সফল হয়েছিলাম। মঙ্গোলিয়া নাম প্রত্যাহার করেছিল বাংলাদেশের সমর্থনে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিক অঙ্গনে সবাইকে চমকে দিয়ে জাপানকে হারিয়ে বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হলো। এটা ছিল সমকালের বিস্ময়কর কুটনীতিক সাফল্য।

এটা অবশ্য কারুর একক কৃতিত্ব নয় ; কিন্তু মূল ঘাঁটিতে প্রধান বাধা সরিয়ে বিজয়কে সহজ করার পথে আমার বাস্তব অবদানে আমি আত্মতৃপ্ত। এ তৃপ্তি আমার রাজনীতিক জীবনের একটা অনন্য পুরস্কার।

কিন্তু কি পেয়েছি এর প্রতিদানে, সেটা বলতে এতো ভনিতা। ঢাকা ফেরার কিছুদিন পরে একটা বস্তাপচা পত্রিকায় দুষ্ট ও ষড়যন্ত্রমূলক গুজব ছাপালো হেড লাইনে। স্বাস্থ্য-উপদেষ্টার (তখন আমি) কল্যাণে রুশ বাংলাদেশ সরকারের সম্পর্কে 'চিকনাইতে নতুন জেল্লাই' এসেছে। অর্থাৎ রাশিয়া ও বাংলাদেশ সরকারের প্রেম উপচে পড়ছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দূতিয়ালীতে। ভেতরের বক্তব্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে, হবে না কেন? চিকিৎসক স্বাস্থ্য উপদেষ্টাটি অর্থাৎ আমি আসলে ঐ দেশের দালাল বৈ ত নয়? তাঁর কথা রাশিয়া না শুনে পারে?

এবার বলুন তো, কে তাদের এই উদ্ভট আজগুবী ষড়যন্ত্রমূলক গুজব ছাপাতে অনুপ্রাণিত করলেন! অবাক হবেন, তাঁরা আমাদেরই কোন রাজনীতিক সহকর্মী এবং সর্বপ্রধান উৎস ছিল অবিমিশ্র হিংসা এবং পরশ্রীকাতরতা।

কেন? রাষ্ট্রপতি যাতে ভবিষ্যতে আমার বদলে তাঁদের সুযোগ দেন, তাঁদেরকে অনুগ্রহ বিতরণ করেন।

প্রায়ই পরে দেখেছি তাঁরা আর এ দলে নেই।

সিদ্ধান্ত ঃ না বুঝে গুজবে কান দেবেন না। দুষ্ট গুজব ভদ্র মানুষের তৈরী নয়, এগুলো ছড়ানোও অপরাধ।

www.pathagar.com

ম্যান অব প্রিন্সিপ্‌ল

বছর পাঁচেক লাগে লন্ডনে একটা টিভি অনুষ্ঠান দেখছিলাম। ছোট একটা ঘটনা দেখানো হলো। কিন্তু ব্যাপারটা আজো মনে দাগ কেটে আছে।

প্রায় ২০ বছর আগে একটি ও দেশের ভাষায় 'ইয়ং ম্যান' (আসলে ত্রিশউর্ধ্ব) ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য, অর্থাৎ এম.পি নির্বাচিত হয়ে তাঁর বুড়ো বাপের সঙ্গে কোলাকুলি করতে এসেছেন। বাপ একজন অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক।

জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে। আনন্দ উচ্ছল হলো বৃদ্ধ পিতা– দেখে হয়তোবা একটু আনন্দাঅশ্রু চক্ চক্ করে উঠেছিল।

— শাবাস্ ব্যাটা, শাবাস। বললেন বাবা।

— আর কিছু বলবে না ড্যাডি? মনে রাখার মতো কিছু, যা হবে আমার সারা জীবনের পাথেয়?

— আমি তো ব্যাটা তোর মতো লেখাপড়া জানি না। কী আর বলবো?

— তুমি লেখাপড়া কম জানো। সেটা আমি জানি বাবা। কিন্তু তোমার মতো মানুষ হয় কয়জনা? আমি তোমার জন্য গর্বিত। 'Dad I am proud of you, very proud indeed.

বুড়ো হাসলেন– তাহলে বলি একটা কথা, চিরকাল মনে রাখিস। ভুলিসনি যেন।

— বলো, বাবা।

— শোন ব্যাটা! MP মানে তোরা বলিস Member of the Parliament. কিন্তু মনে রাখিস M.P শব্দটার আসল মানে হলো Man of Principle. যে মানুষটি Man of Principle নয়, তার M.P হওয়া সাজে না–

www.pathagar.com

ছেলে, নতুন M.P কৃতজ্ঞতায় বাবাকে জড়িয়ে ধরলো।

— বাবা, আমার জীবনে একথা ভুলব না।

সেই দিনের 'Young Man' জীবনে তা ভোলেননি। নীতির ভিত্তিতে রাজনীতি করেছেন। ঝড় ঝঞ্ঝা এসেছে। নীতি ছাড়েননি। ছাড়েননি বলেই আজকের ব্রিটেনেও তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। তিনি ব্রিটিশ রাজনীতির সর্বজনক শ্রদ্ধেয় একটি নাম– বিরোধী দলের নেতা। যদি কখনো Labour Party ক্ষমতায় আসে তিনি হতে পারতেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী।

সাদামাটা একটি নাম– ওয়েলসের কয়লার খনি অঞ্চলের সবচাইতে জনপ্রিয় মানুষ–

নিল ক্লিন্ক্ (Nell Kinnock)।

এই গল্পটি বৃটিশ টিভিতে বললেন ক্লিনকের চাচী। খুব গর্বের সঙ্গেই বলেছিলেন তিনি ভাতিজার কাহিনী।

এ গল্পটি এদেশের প্রেক্ষাপটে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। আজকে প্রায় ৪০০০ মানুষ M.P হবার জন্যে প্রার্থী হয়েছেন। এর মধ্যে মনে হয় ৩০০০ প্রার্থী অবশ্য Serious প্রার্থী যাঁরা তাঁদের নিজেদের যোগ্যতায় দৃঢ় বিশ্বাসী। এঁরা নিশ্চয়ই ভাবেন তাঁদের নির্বাচনী এলাকায় তাঁরা তুমুলভাবে জনপ্রিয়। না হলে কেন তাঁরা অর্থ শ্রম, টেনশন, হাই প্রেশার, অনিদ্রা উচ্চাশা-হতাশার দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বাজী রেখে নির্বাচনের পাঞ্জা লড়তে গেছেন।

এরা লড়াকু। কোন আপত্তি নেই।

আপত্তি এক জায়গায় শুধুমাত্র কিছু মানুষের বেলায়।

আপত্তি শুধু তাঁদের বেলায় যাঁরা M.P হতে চান অথচ Man মত Principle নন। যারা আওয়ামী/ বিএনপি লীগ করে আওয়ামী/ বিএনপি থাকেন তাঁদের Principle আছে। তাঁরা অবশ্য শ্রদ্ধার পাত্র। যারা জাসদ, কমিউনিষ্ট পার্টি অথবা প্রতিক্রিয়াশীল দল করেন তাঁরা যদি তাদের নীতি-আদর্শের ঐ দলে লেগে থাকেন, চড়াই-উৎরাই সব সময়, অবশ্য রাজনীতিতে একমত না হয়ে আমি তাদের শ্রদ্ধা করবো।

www.pathagar.com

কিন্তু যারা সকালে একদল করে বিকালে বা সপ্তাহান্তে বা মাসের শেষে শুধু M.P হবার লোভে অন্য দলে নাম লিখায় তাদেরকে শ্রদ্ধা করা যায়? অনেক লেখাপড়া থাকলেও? বড় চাকরী থেকে অবসর নিয়ে থাকলেও? বড় শিল্পপতি হলেও?

তাহলে আরেকটা ছোট 'সত্য-গল্প' বলে আজকের লেখা শেষ করবো।

একজন সদ্য অবসরপ্রাপ্ত খ্যাতিমান শক্তিধর প্রাক্তন রাজপুরুষ আমার এক সময়ের ঘনিষ্ঠ সজন কথা বলার সময় নিলেন।

যথাসময়ে তিনি আমার বাসায় এলেন। ভদ্রলোক কয়েকমাস মাত্র অবসর নিয়েছেন। শক্তিধর রাজপুরুষ ছিলেন। তদুপরি বৈবাহিক সূত্রে হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের আত্মীয় বলে দাবী করতেন।

আমরা এককালে ঢাকা কলেজের সহপাঠী। আমার আত্মীয় (ওঁর বন্ধু) জানালেন, ভদ্রলোক অবসর নেবার পর থেকে দেশের কাজে ব্রতী হতে চাচ্ছেন। জাতীয়তাবাদে ও গণতন্ত্রে তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস।

তিনি এলেন।

প্রাক্তন কলেজ সহপাঠীকে দেখে খুশী হলাম। চা-নাশ্‌তা হলো। আলাপচারী হলো। তিনি বললেন, আপনাদের সঙ্গে আসতে চাই। আমি জাতীয়তাবাদের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। আমি মানসিকভাবে আপনাদের সঙ্গে ছিলাম। জিয়াউর রহমানকে সব সময় শ্রদ্ধা করতাম।

— আপনি পার্টিতে আসতে চান?

— না এসে কাজ করবো কেমন করে?

— স্বাগতম। আসুন। আমি পার্টি চেয়ারম্যানকে আপনার কথা বলবো। আপনি যোগাযোগ করে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন।

অন্যান্য আলাপ হলো।

শেষে বললাম– রাজনৈতিক সততার খাতিরে স্পষ্ট করেই বললাম–

আপনি M.P মনোয়ন মুন্সীগঞ্জে পাবার সম্ভাবনা কম, যেহেতু আরো অনেক কর্মী ও নেতা রয়েছেন, যাঁরা এই নয় বছর ময়দানে ছিলেন, সংগ্রামে

www.pathagar.com

ছিলেন। রাজনৈতিকভাবে তাঁদের দাবী অগ্রগণ্য হবে। কিন্তু আপনি কাজ করে যান। দলের ঊর্ধ্বতন মহলে পরামর্শ দিন, ময়দানে কাজ করুন। তাহলে ইনশআল্লাহ্ ভবিষ্যতে অবশ্য আপনার সুযোগ হবে।

যাতে হঠাৎ করে তাঁর মন খারাপ না হয়ে যায়, তাই আরো একটা সত্যিকারের সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতিও তাঁকে দিলাম।

এছাড়াও আমাদের হাতে ক্ষমতা এলে রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি নানা ধরনের সম্মানজনক পদ খালি হবে, যেখানে আপনার মতো মানুষকে আমরা অনায়াসে দেশের কাজে লাগাতে পারবো। আলাপ শেষে তিনি উঠে গেলেন। যাবার সময়ে তার মিষ্টি হাসিটিও ছিল।

বললেন, দেখবেন। ভুলবেন না যেন। আমি কিন্তু সবসময় আপনাদের সঙ্গে আছি, থাকবো।

— খুব খুশী হলাম।

— প্রয়োজন হলেই স্মরণ করবেন, কেমন?

— অবশ্যই।

হাত মিলালাম। বিদায় সম্ভাষণ হলো।

তিনি চলে গেলেন।

মাঝে দু'-তিনবার ফোনও হলো।

শেষ খবর ঃ

আমাদের এখানে মনোনয়ন পাবার দৃঢ় আশ্বাস না পেয়ে, জাতীয়তাবাদী বিশ্বাসী, বিএনপি'র কর্মকাণ্ডে আস্থাশীল, জিয়াভক্ত, শিক্ষিত, সদ্য অবসরপ্রাপ্ত সদ্য প্রাক্তন সর্বোচ্চ পুলিশ কর্তাব্যক্তিটি– আমাদের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত দলে মনোনয়ন নিয়েছেন। M.P হতে চেষ্টা করছেন।

মুন্সীগঞ্জে লড়ে ব্যর্থ হয়েছেন।

Man of Principle? মন্তব্য করবো না। তিনি আমার কলেজের সহপাঠী। হয়তো আত্মীয়তার সূত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে। দেশের মানুষ তো।

www.pathagar.com

মৌসুমী পাখী ও চান্স মোহাম্মদ বৃন্দ

মৌসুমী পাখীরা দূর থেকে আসে, প্রায়ই দূর উত্তর থেকে। দক্ষিণে আদর যত্ন পায়, অবশ্য কিছু মারাও পড়ে। কিন্তু সর্বসাকুল্যে দেশের বরফ জমা শীত থেকে পাখীরা আমাদের দেশের কবোষ্ণ শীতে তারা সুখেই থাকে। আর যেই তাদের দেশের বরফ গলতে থাকবে আর আমাদের পরিমণ্ডল হতে থাকে উষ্ণতর এবং অসহনীয়, তারা উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে উড়ে যায় নিজের দেশে।

রাজনীতির জগতে এ ধরনের মৌসুমী পাখীদের আসা-যাওয়া একটি পরিচিত চিত্র।

এদের অনেকেই চারুবাক, কেউ কেউ তুখোড় বক্তা, কিন্তু প্রায় সবাই 'যো হুকুমের' শিরোমণি। মোটামুটি এরা সবাই খুব 'ষ্টেজ ফিটিং' মানুষ। বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের (আখেরের) ব্যাপারে অতি সচেতন ঃ লোক লজ্জা, নীতি ইত্যাদির এই গ্রুপটি খুব একটা ধার ধারে না।

এরা রাজনীতি করেন– 'রাজা' না হতে পারলেও অন্ততঃ 'মন্ত্রী হবার টার্গেট' করে। রাজনীতিকে এরা অনেকেই ১০০% 'প্রফেশন' বা পেশা হিসেবে নেন। অনেকেরই অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট আয় উপার্জন নেই।

এদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের 'অভিনয় কুশলতা'। যখন যে নাটকের যে অভিনয় করে যাচ্ছেন–দর্শকবৃন্দ এবং বিশেষ নাটকের মূল পরিচালককে অভিভূত করে রাখেন। মন্ত্রমুগ্ধ দর্শকবৃন্দ তালি দিচ্ছেন, কাঁদছেন, হাসছেন। ওদিকে মূল নাট্যপরিচালক প্রমোশনের পর প্রমোশন দিচ্ছেন তাঁকে তাঁর "গুণে" মুগ্ধ বিস্মিত হয়ে।

www.pathagar.com

কিন্তু সব কিছু শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক নাটকেরও শেষ দৃশ্যে যবনিকাপাত হয়। শুরু হয় নতুন নাটকঃ এবং নতুন নাট্যপরিচালকের আবির্ভাব।

এসব অভিনেতারা সঙ্গে সঙ্গে নতুন নাটকে অভিনয় করার জন্যে পুরানো 'মেক-আপ' ঘষে মেজে সাফ করে নতুন নাটকে যোগ দেবার জন্যে 'লাইন-আপ' করে ফেলেন বায়বীয় বেগে। .....

তিনি এলেন। ছোট খাটো গোলগাল মানুষটি। পুরু চশমা চোখে। কেশের স্বল্পতা এবং চশমা হঠাৎ করে 'আঁতেল' বলে ভ্রম ঘটায়। আসলে তাঁর সাদা পায়জামা পাঞ্জাবী পুরু চশমার ভেতরে বছর চল্লিশের মানুষটি ষোল আনা একটি পেশাদার রাজনীতিক। ক্ষমতার রাজনীতিতে ছিলেন, বিরোধী দলে গেছেন। জিয়াউর রহমানের আমলে জেলে কিছুদিন থেকে ছাড়া পেয়েছেন।

তিনি এলেন দেখা করতে। জেল থেকে বের হয়ে কিছুদিন তুখোড় তুবড়িবাজীর মতো বক্তব্য রেখেছেন জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে।

এমনিতে সদালাপী, মিষ্টভাষী।

কেমন আছেন?

কেমন থাকি বলুন। সঙ্গীন অবস্থা। আপনাদের প্রেডিডেন্ট সাহেব 'পলিটিক্স ডিফিক্যাল্ট' করে ফেলেছেন। পুরনো রাজনীতি আর চলছে না।

তাহলে নতুন রাজনীতি করুন না কেন?

সেটাই আলাপ করতে এসেছি।

বলুন।

ভদ্রলোক সর্বপ্রধান বিরোধী দলের রাজনীতি করতেন বি.এন.পি আমলে। ভাবলাম, বি এনপিতে আসতে চাচ্ছেন কি না।

ভাবছিলাম, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একবার দেখা করবো। ব্যবস্থা করে দেবেন।

আমি তখন মহাসচিব।

www.pathagar.com

শিগগির করলে ভালো হয়।

বুঝলাম, প্রচুর গরজ।

এরপর চা বিস্কুট হলো। বেরুবার সময় তিনি বললেন, একটু শিগগির করবেন স্যার। বুঝলেন না, এটা হচ্ছে থার্ড ওয়ার্ল্ড। তৃতীয় বিশ্ব। সবসময় নীতি-ফিতি নিয়ে বসে থাকলে চলে না। বাস্তবতা মেনে নিতে হবে তো।

তিনি চলে গেলেন।

রাজনীতিতে এমন পাখীর অভাব নেই। কতজনকে বলবো? এরা সংখ্যায় যেমন প্রচুর মানবিক 'গুণাবলী'ও তাদের প্রচুর। চোখ উল্টাতে, ভোল পাল্টাতে এবং সময় মতো গণেশ উল্টাতে তাদের জুড়ি নেই। এরা নিজেদের ভয়ানক চালাক মনে করেন (আসলেও হয় তো তারা তাই)। এদেশীয় রাজনীতিতে তারা স্প্যাগাটি বা সিদ্ধ নুড্‌ল এর মতো অথবা পানির মতো – পাত্র অনুযায়ী আকৃতি নিতে পারেন।

তাঁর সঙ্গে প্রেসিডেন্ট জিয়ার দেখা হয়েছিল জিয়া আমলের প্রায় শেষ প্রান্তে।

প্রেসিডেন্টের হাত ধরে বললেন, স্যার জীবনে বহু স্যাকরিফাইস করেছি রাজনীতির প্রায় সবই পণ্ডশ্রম হয়েছে। বুঝেছি আপনার রাজনীতিটাই সঠিক। একটা চান্স দিন স্যার, আপনার রাজনীতিটা তুলে ধরব ওয়াদা করছি।

কিন্তু তিনি কোন পদ পাবার আগেই জিয়াউর রহমান শহীদ হলেন। পট পরিবর্তন হলো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও বুলি পাল্টে গেছে। তিনি কেমন করে আবার তাঁর পুরনো দলে জায়গা করে নিয়েছেন এবং তা দলপ্রধানের খুব কাছাকাছি। ভবিষ্যতের প্রত্যাশা তাঁর মোটা চশমার পেছনের চোখ দুটোতে জ্বল জ্বল করে।

এখন এই মানুষটি মাঠে ময়দানে সুযোগ পেলেই জিয়া-রাজনীতির লাগাম-ছাড়া সমালোচনা করেন। .....

আমাদের স্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে একজন সদস্য ছিলেন, যাঁর কি যোগ্যতার দরুন জিয়াউর রহমান তাঁকে কমিটিতে নিয়েছিলেন, আমার

www.pathagar.com

বুঝতে সময় লেগেছিল। তাকে এমপি নমিনেশন দেয়া যায়নি, এই কারণে স্রেফ অনুকম্পা করে এ ভদ্র সন্তানটিকে জিয়াউর রহমান উচ্চতম কমিটির সদস্য করেছিলেন।

এমপি হতে পারেন নি।

মন্ত্রীও নয়।

তাঁর একটাই খায়েশ ছিল জাতিসংঘের ডেলিগেট হবার। যথাসময়ে তিনি কথাটা আমার কাছে পাড়লেন।

চৌধুরী সাহেব, রাজনীতি করে কিছুই তো পেলাম না– একটা তো দেবেন।

দেবার মালিককে বলুন।

মালিককে আপনি বলবেন। আমার 'স্যাকরিফাইস'টা দেখবেন না?

প্রতিশ্রুতি দিলাম, দেখবো।

মানুষ হিসাবে, মনে হয়েছিল লোকটি হাসিখুশী। প্লেজেন্ট। ভালোই হবেন। নীতিবান হবেন– এরকম একটা (ভুল) ধারণা আমার হয়েছিল। কিন্তু ভেতরে মাল-মশলা খুব একটা ছিল না। আমাদের নিজস্ব সভাগুলোতে পজিটিভ কিছু একটা দিতে পারেননি। তাছাড়া ভাবনা-চিন্তাগুলো বেশ এলোমেলো। বলার ভঙ্গি অগোছালো। উচ্চারণও খুব স্পষ্ট নয়। সুযোগ পেয়ে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথাটা পাড়লাম–অমুক সাহেব জাতিসংঘের ডেলিগেশনে যেতে চায়। তাকে বিবেচনা করা যায় কি না?

প্রেসিডেন্ট মুচকি হাসলেন-নো নো। নট হিম। সাত্তার সাহেব মুচকি হাসলেন না, বরং উত্তেজিত এবং আন্দোলিত হলেন।

কী বলছেন, মহাসচিব সাহেব? অসম্ভব। অসম্ভব। ও তো কথা-ই বলতে পারে না ঠিকমতো। ও জাতিসংঘে গিয়ে বলবেটা কী? করবেটা কী? বললেই হলো জাতিসংঘে যাবে? স্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে আছে এই কি যথেষ্ট নয়?

সমস্ত প্রস্তাবটা ব্রাশ করে ঝেড়ে ফেলে দিলেন। যেমন করে লোকে কোটের ময়লা ঝাড়ে।

www.pathagar.com

ভদ্রলোক ক্ষুব্ধ হলেন। নিদারুণভাবে।

মজা হলো দু'টি।

এক. এই সাত্তার সাহেবই নিজে প্রেসিডেন্ট হয়ে পরে একেই স্ট্যাণ্ডিং কমিটির নতুন মেম্বার করলেন।

দুই. ভদ্রলোক প্রথম সুযোগে এরশাদ সরকারে যোগ দেবার আশায় হুদা ভোলা মিয়ার সঙ্গে দল ছেড়ে উড়ে পালালেন '৮৩-এর ২রা এপ্রিল।

দুঃখ মৌসুমী পাখীটি সেখানেও তেমন কিছু পাননি শেষ পর্যন্ত। জানি না তিনি এবং তাঁর 'স্যাকরিফাইসের' বর্তমান অবস্থা কী।

অনেক দিন তাঁকে দেখা যায় নি।

এবারের ইনি একজন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় মহিলা। বয়সে অত্যন্ত প্রবীণ। ভারী, চলনে-বলনে এবং দৈহিক গঠনে। পুরু চশমা। দেখতে খুব উঁচু নন। সবাই তাঁকে মানতেন, শ্রদ্ধা করতেন। আমিও।

জিয়াউর রহমান তাঁকে রাজনৈতিক সহকর্মী হিসাবে নেওয়ায় অবশ্য কিছুটা অবাক হয়েছিলাম। এ ধরনের মানুষ সমাজকর্মী হিসাবে চমৎকার। বংশমর্যাদা, উচ্চ শিক্ষা, পরিচিতি– সব মিলিয়ে সমাজ-কর্মে নেতৃত্ব দিতে গেলে এঁরা সফল হন সহজেই। কিন্তু সম্পূর্ণ রাজনৈতিক পটভূমিকা বিহীন অ-রাজনৈতিক 'নাম করা' মানুষ দিয়ে অন্য কাজ হবে; রাজনীতি হয় না, হবে না – এটা কিন্তু সহজ সত্য। এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি।

উচ্চতম ডিগ্রিধারী (ডক্টরেট) এককালে উচ্চতম শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষক মহিলাটি তাই জিয়াউর রহমানের মতো মানুষের সহকর্মী হবার সুযোগ পেয়ে-ও পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন রাজনীতির অঙ্গনে এবং সম্ভবতঃ তাঁর মন্ত্রীত্বে সাফল্য ব্যর্থতাও হিসাব নিকাশের অপেক্ষা রাখবে।

গুরুগম্ভীর দেখতে এবং বলনে চলনে। সুতরাং এমনিতে প্রাপ্য সমীহের ওপরে-ও তাঁকে আমি ডবল সমীহ করতাম আমার ছাত্রজীবনের অধ্যাপকের বড় আপা হিসেবে।

www.pathagar.com

এতো লেখাপড়ার পরও অনেক কিছু জানা বোঝার বাকী থাকে। তাই সাধারণ দু'একটা কথোপকথন উল্লেখ না করার লোভ সামলাতে পারছি না।

বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী দল গঠনের ঊষালগ্নে একটি সভা হচ্ছিল গণভবনে। ছোট বড় মাঝারি মিলিয়ে শ'তিনেক নেতৃবৃন্দ বসেছেন আলোচনায়। সামিয়ানার নীচে সভা। হাত- দুই উঁচু 'ডায়াস'। ডায়াসে জিয়াউর রহমান, শাহ আজীজ, যাদু মিয়া। অনুষ্ঠান পরিচালনায় আবুল হাসনাত।

বক্তৃতা হচ্ছিল যাদু মিয়ার। তিনি তাঁর স্বভাব-সুন্দর চটুল এবং হাস্য রসাত্মক গল্প সল্প দিয়ে সাজানো বক্তৃতা দিচ্ছেন–আমরা উপভোগ করছি। আমাদের জন্য ডায়াসের বাঁ পাশ দিয়ে দু'সারি চেয়ার দেওয়া হয়েছে। বসেছেন আমার এক পাশে আকস্মিকভাবে সেই বিজ্ঞ মহিলাটি।

যাদু মিয়া একটি 'জোক' কাটছিলেন 'গরীবের বউ' সবার ভাবীঃ গায়ের সবাই ভাবেন হাত ধরলে 'না' করবেন না। 'জোক'টা একটু শ্লীলতা সীমার বাইরে হলেও মিশ্র শ্রোতৃমণ্ডলীতে হাস্যরোল পড়ে গেল। যাদু মিয়া সফল হলেন– তাঁর বক্তৃতার 'পয়েন্ট' সেল করলেন ভালো।

মুশকিল হলো আমার পাশের মহিলাকে নিয়ে। তিনি হাসিতে অংশগ্রহণ করলেন না। আমাকে গুরু গম্ভীরভাবে বললেন, ডাক্তার সাহেব, সবাই হাসলো কেন?

বললাম, একটা 'জোক' ছিল।

বললেন, কি 'জোক' ছিল?

চিন্তা করুন ওঁকে জোক বুঝিয়ে বলা সম্ভব কি না।

তাই একবারেই ওঁকে চেঁছে নামিয়ে দিলাম– শুনবেন? ওটা একটু 'ভালগার' ধরনের।

সঙ্গে সঙ্গেই Ok. Non don't tell me.

আর একবার।

www.pathagar.com

ধানমণ্ডি ২৭ নম্বরে পার্টি অফিসের দোতলায় প্রেসিডেন্টের সামনে আমরা হাল্‌কাভাবে মহিলা দলের সংগঠন নিয়ে আলোচনা করছি। ১০/১২ জন মহিলা। কেন্দ্রবিন্দু আমাদের শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী মহিলাটি। নেতা আরো ৪/৫জন। কথা উঠলো 'নাটোর' মহিলা দল নিয়ে। আলোচনা হলো– আলোচনা শেষও হলো। হালকা মুডে আলোচনা শেষে নেহায়েত রসিকতা করে বললাম, কমিটি ভালোই হয়েছে। তবে নাটোরের কমিটিতে আমাদের ঠিক হয়নি 'বনলতা সেন-কে' বাদ দেওয়া। হালকা জোক। মৃদু হাসির রোল পড়লো।

মুরুব্বী মহিলাটির তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ঃ কী বললেন ডাক্তার সাহেব, 'বনলতা সেন?' ওঁ কি আমাদের দলের ভালো কর্মী মেয়ে? বাদ পড়েছে?

হেসে দিলাম– 'চেনেন না?' ঐ যে– বনলতা সেন, পাখীর নীড়ের মতো গোল গোল বড়-বড় চোখ! – আমি দুষ্টু হাসি হাসলাম।

উনি একটু বিপর্যস্ত হলেন। কেননা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না, কে এই বনলতা সেন? অথচ তাঁর বিজ্ঞান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বইয়ের অগাধ পড়াশোনা। ডক্টরেট।

কে একজন ঠাট্টা করে বললেন, না আপা, মহাসচিব আপনার সঙ্গে দুষ্টামি করছেন।

এই অত্যন্ত জ্ঞানী মহিলাটিকে জেনেছি সমস্ত মন্ত্রিপরিষদ সভায় যতক্ষণ সভা চলতো সর্বক্ষণ বাণ্ডিল-বাণ্ডিল কাগজে ক্রমাগত মাথা নীচু করে লিখে যেতেন। অসংখ্য মন্ত্রিপরিষদ সভায় তাঁকে খুব কম কথা বলতে শুনেছি। কিন্তু লিখেছেন প্রচুর। তাঁর চলমান ডায়েরীতে তিনি পুঞ্জীভূত করেছেন বহু কথা, যা বোধ হয় কয়েক খণ্ড বই হতে পারতো বা হবে হয়তো। তবে পরে হয়নি।

তাঁকে প্রেসিডেন্ট খুব শ্রদ্ধা করতেন। আমরাও করতাম। তাঁর বয়েস এবং শিক্ষাদীক্ষার জন্য।

আমাকে একদিন বললেন, মহাসচিব সাহেব, আমার একটা অনুরোধ আছে, রাখবেন?

www.pathagar.com

অবশ্য, আমার ক্ষমতার গণ্ডীতে হলে।

হ্যাঁ, অবশ্য আপনার ক্ষমতার আওতায়।

রাজী।

আমার ছেলে আমেরিকায় পড়ে। ব্রিলিয়ান্ট ছেলে। বৃত্তি পাচ্ছে। ডাক্তারী পড়ছে।

চমৎকার! ওর বিখ্যাত চিকিৎসক মামার অর্থাৎ আমার শিক্ষক প্রফেসর সামসুদ্দীনের লাইনে যাচ্ছে। সুখবর।

মামা বিখ্যাত হলেও ওর মামার চেয়ে আপনাকে সে তার আদর্শ মানে।

আমাকে?

হ্যাঁ। ও আমাকে কয়েকটা চিঠি লিখেছে অনুরোধ করে আপনার একটা ছবি দেবার জন্যে।

আমার ছবি?

হ্যাঁ। ও লিখেছে, জীবনে সে আপনাকে আদর্শ হিসেবে নিয়েছে। আপনাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করবে। সে ডাক্তার হবে, ফিজিশিয়ান স্পেশ্যালিষ্ট হবে, প্রফেসর হবে, সমাজকর্ম করবে এবং দেশের জন্যে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি করবে। এবং আমি তাকে 'প্রমিস' করেছি, যে করেই হোক আপনার একটা ছবি তাকে দেবো।

ছবি কি সত্যি দরকার?

ছবি সে টেবিলে রাখবে। তার আদর্শ পুরুষ চোখের সামনে থাকলে সে পথ হারাবে না।

মানুষের মন, তাই শুনে বোধ হয় ভালোই লেগেছিল সেদিন। দশ হাজার মাইল দূরের তাঁর ছেলের অনুরোধ কী ফেলে দেওয়া যায়? তা-ও কাজের চাপে ভুলে যেতাম।

দেখা হলেই বলতেন-কই ছবি দিলেন না? ছেলে আবার চিঠি লিখেছে।

শেষ পর্যন্ত আমার একান্ত সচিবকে উনি ধরলেন ছবি দেবার জন্যে।

www.pathagar.com

ছবি শেষ পর্যন্ত তাঁকে দিলাম। তিনি খুব খুশী হলেন। বললেন, আমি আজই পাঠাচ্ছি ছবিটা। ছেলেটা এ ছবির জন্য আমার মাথা খারাপ করে ফেললো। বুঝলেন মহাসচিব সাহেব, আমাদের মুখে আপনার এতো তারিফ শুনেছে যে না দেখেও সে আপনার ভাব 'শিষ্য' হয়ে গেছে।

উপসংহারে বক্তব্য নিম্নরূপ।

আমরা ক্ষমতাচ্যুত হবার পর তিনি কখনো আর দেখা করেন নি, কখনো ফোন করেননি। আমার ভাব 'শিষ্য' ছেলেটির কোন খোঁজও আজ পর্যন্ত দেননি। নিশ্চয় সে বড় ডাক্তার হবার পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। দোয়া করি। পরবর্তীতে জেনেদি সে বিদেশেই আছে, বড় ডাক্তার হয়েছে।

কিন্তু ভদ্র মহিলা প্রথম সুযোগেই আমাদের ছেড়ে এরশাদের দলে চলে গেছেন, দেখাও করেননি। আলোচনা তো নয়ই।

কিন্তু সুবিধা হয়নি। মন্ত্রীত্ব সংগঠন কোন পর্যায়েই তাঁকে দেখতে পাইনি।

'যাবার সময় হলো বিহঙ্গের'। তাই বিহঙ্গ পাখা মেলেছে। নতুন কিছু পাবার আশায়। আমাদের কাছে, জিয়াউর রহমানের কাছে যা পেয়েছিলেন তার কোন মূল্য তিনি দিলেন না। তাঁর প্রচণ্ড শিক্ষাদীক্ষার মহত্ব এবং অহংকারও তাঁর এই কৃতজ্ঞতাবোধকে জাগিয়ে দিতে পারেনি।

জানতে ইচ্ছে করে এদের বিবেককে কেমন করে এরা ঘুম পাড়ায়?

সেই 'সিডেটিভ'টির নাম কী? ক্ষমতা? বিত্ত? না অন্য কিছু?

পুনশ্চ ঃ কিছুদিন আগে তিনি পরলোক গমন করেছেন। ভাবতে ইচ্ছা হচ্ছে করে ওপারে জিয়াউর রহমানের কাছে মুখ দেখাবেন কেমন করে? দেখা হবেনা?

www.pathagar.com

বিচিত্র এ দেশ, সেলুকাস

সেবার কয়েকদিন প্রার্থী মনোনয়ন বোর্ডে বসেছিলাম।

বোর্ডে সারাক্ষণ বসতে পারিনি ; কিন্তু এর মধ্যেও অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমাদের দেশের মানুষের চরিত্র কী বিচিত্র হতে পারে দেখেছি।

আমাদের দেশে অনেকেই আছেন যাঁরা রাজনীতি কেন করতে হবে, সংসদে কেন যেতে হবে– এগুলো আদৌ না বুঝে রাজনীতির অঙ্গনে ঢুঁ মারতে আসেন। কেউ ভাবেন, পয়সা বেশী হয়ে গেছে (কালো টাকা অবশ্য), এবার নাম কামানো প্রয়োজন। অনেকে ভাবেন, সংসদ সদস্য বা M.P হলে শুধু সমাজে কদর বাড়বে তাই নয়, সেই সঙ্গে পারমিট লাইসেন্স ইত্যাদি সুবিধা অর্জন করে ভাগ্য পাল্টাতেও পারে। বিরাট 'বড়লোক' না হতে পারলেও ক্ষুদে বিত্তবান হিসাবে কেউ কেউ নিজেকে কল্পনা করেন– মন্ত্রীত্বের ক্ষমতার স্বপ্ন না দেখলেও বিত্ত-বৈভবের স্বপ্ন তো বটেই।

এসব উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের ভিড়ে হারিয়ে যান সত্যিকারের রাজনীতিক কর্মীরা, যাঁরা রাজনীতি করেছেন কিন্তু নীতি বদলাননি। যাঁরা জেল, জুলুম, হুলিয়ার শিকার হয়েছেন, লাঠি বন্দুকে আহত হয়েছেন, কিন্তু নীতি ছাড়েননি। কিন্তু সুবিধাবাদী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের ভিড়ে এবং তাদের উচ্চকণ্ঠ উপস্থাপনার প্রচণ্ড বাহ্যিক আড়ম্বরে আসল কর্মীরা হারিয়ে যান প্রায়ই।

কিছু কিছু নেতা-কর্মী রয়েছেন, যাঁরা দলের ক্ষমতার সময়ে সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, ক্ষমতার পট পরিবর্তনের সঙ্গে ডুব মেরে যান। দেখা হলে বলতেন, না ভাই, আর রাজনীতি করবো না, ব্যবসা দেখছি।

www.pathagar.com

কেউ কেউ সরকারী দলে নাম লিখিয়েছিলেন– উপজেলা ইত্যাদি পর্যায়ে, এরশাদের 'গতিশীল নেতৃত্বে' আস্থা স্থাপন করে চলে গিয়েছিলেন। এখন নতুন করে পুরনো লাইন জোরদার করা যায় কি না তার জন্য তদবীর করছেন। বিচিত্র, এ দেশ সেলুকাস' – ঠিকই বলেছিলেন আলেক্‌জান্ডার।

একদিনের ইন্টারভ্যু।

একটি নাম এলো বোর্ডে। মাইকে ডাকা হলো। একটি 'মাঝারি' ছাত্র নেতার নাম– নোয়াখালীর প্রার্থীদের মধ্যে।

বোর্ডের সদস্য একজন বললেন, এটা ঐ ছেলেটানা যে ছাত্রদল ভেঙে চলে গিয়েছিল, তাই না?

— আসুক না দেখবেন।

— ও সাহস পেল কেমন করে এ দলে দরখাস্ত করতে?

— মানুষের সাহসের সীমা দেখুন।

কিন্তু সীমা দেখতে হলো না। মাইকে তার নাম ডাকা হলে–ও সে এলো না

কারণ?

কারণ প্রবেশ পথেই আমাদের নোয়াখালীর ছাত্রদলের কর্মীরা তার ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

সবিনয়েই অনুরোধ করেছে তাকে–

আপনি চলে যান। আপনি তো দলের প্রাথমিক সদস্য-ও নন। আপনি তো জাতীয় পার্টির সদস্য। কেন তকলীফ করছেন?

শুনলাম, তাকে মুখ ঘুরিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় একজন।

একজন মহিলা। আমাদের এম.পি ছিলেন। দু' এক বছর আমাদের সঙ্গে থাকার পর তাঁর গতিবিধি সন্দেহজনক হয়ে যায়। কিন্তু ওখানে এম. পি হবার সুযোগ পাননি।

www.pathagar.com

— সালাম আলায়কুম।

— ওলায়কুম্ আস্ সালাম।

— কেমন আছেন?

বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যুত্তর – জ্বী, ভালো স্যার।

— আপনি তো ঢাকায় লেখাপড়া করেছেন। কিন্তু আপনার বাড়ী তো নাটোর, তাই না?

— জী।

— একটা বিখ্যাত কবিতা আছে আপনাদের নাটোরের মেয়েকে নিয়ে। প্রথম লাইনটা আমি বলি। শেষটা আপনি বলবেন। কেমন?

বিস্ফোরিত হলো তার চোখ। চশমার পেছনে হয়তো ঈষৎ চকিত।

— তাহলে বলুন। 'পাখীর নীড়ের মতো চোখ তুলে শুধালেন নাটোরের বনলতা সেন'। পরের লাইনটা কী? জানেন?

— মনে নেই।

মনে করিয়ে দিই, 'এতোদিন কোথায় ছিলেন?'

না স্যার, আমি তো দল ছাড়িনি। এতোদিন আশপাশেই ছিলাম স্যার।

তৃতীয় একজন।

তিনি এককালে মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন।

হালে দল ছেড়ে অন্য দলে পাড়ি জমিয়েছিলেন।

বোর্ডে আসার পথে রাস্তার গেট থেকে একটু দূরে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন আমার হাত–

— স্যার স্যার, ভাই ভাই – একটু নজর রাইখ্যেন।

তাকালাম। নজর? তাঁর ওপর? তিনি তো আমাদের দলেই নেই।

— ভুলবেন না ভাই।

মনে মনে বললাম, এমন বেঈমানী ভুলি কেমন করে!

www.pathagar.com

— না, ভুলব না।

ভুলি নাই।

চতুর্থ তিনি।

— এক টাকা ছয় আনা নিয়া ঢাকায় আইছি স্যার, কুড়ি বছর আগে।

অবাক হলাম।

আজকে কোটিপতি।

— লেখাপড়া কতদূর।

— স্যার আমি অশিক্ষিত।

— অশিক্ষিত মানে?

— ইংরেজি বুঝি না। কেলাশ ফোর-ফাইভ পড়ছি। দেশের কাম করছি অনেক। ইস্কুল মাদ্রাসা, এতিমখানা বানাইছি। পাবলিক আমারে চায়।

— দলের জন্য কি করেছেন, মিছিলে, আন্দোলনে?

— ট্যাকা দিছি, যহন যা লাগে সাহায্য দিছি।

ভাবলাম 'এতিমখানার সাহায্যের মতো'। উঠবার সময় বললেন, স্যার লেখাপড়া জানা লোকেরে সুযোগ দিছেন। এইবার অশিক্ষিত একটা মানুষরে সুযোগ দেন স্যার।

ইনি- এম.পি হতে চান।

আরো একজন–

ফোন করলেন সকাল সকাল।

— ডাক্তার সাহেব নাকি? প্রথম সম্ভাষণ। অথচ সালাম আদাব কিছু নেই।

— শোনেন ডাক্তার সাহেব, আপনার বিয়াই আর আমার জেলা প্রেসিডেন্ট আমার বাসায় গুলশানে একসাথে এখন চা-নাস্তা খাইতাছে। চা-নাস্তা শেষ কইরা আপনার বাসায় আসতাছি।

www.pathagar.com

সম্ভাষণবিহীন ব্যক্তির নিজেকে নিজে দাওয়াত করে এ সময়ে বাসায় আসার প্রস্তাবে আমি স্বভাবত:ই খুশী হলাম না। প্রতিক্রিয়া জানালাম।

— জি না আপনি ও আপনারা এখন আসছেন না। আসবেন না।

— কী কইলেন? আসব না?

— জী না। আমি এখন রোগী দেখবো। সকালবেলা আমি রোগী দেখি আপনাদের রাজনৈতিক কথা থাকলে সন্ধ্যার পর দেখা করবেন– এখানে নয়, মগবাজারে। রাসের কারণ রোগীর ছুতা ধরলাম।

— কি কইলেন? মগবাজার? আপনি বলেন মগবাজার! আমি তাগো নিয়া আপনার বাসায় আসতে চাই। মগবাজার ক্যানো?

- জী না, ধন্যবাদ।

উনিও এম.পি হতে চান। গুলশান বাড়ী। ইউনিসেফ এর কন্টাক্টর হিসাবে কোটির অংকে তাঁর উপার্জন। এটাই তাঁর এম.পি. হবার প্রধান অধিকার!

শাবাস্! এগিয়ে যান।

সেলুকাস, বিচিত্র নয়, বড়ই বিচিত্র এ দেশ, বাংলাদেশ!

পরবর্তীতে তার পরিবর্তন হয়েছে। অনেক শালীন এবং সহজ হয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের বিবর্তনে।

www.pathagar.com

একটি বোনাস গল্প ঃ তিন দু'গুনে ছয়

গল্পটা বিদেশে শোনা। পোলান্ডের লোকজন তখন দারুণ জিদ রাশিয়ার ওপর।

পোল্যান্ডে উত্তর সাগরের পারে এক দরিদ্র জেলে জাল ফেলে সারাদিন কিছু পেলো না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা জালে উঠে এলো এক মৎস্যকন্যাঃঅর্ধেক মানবী, অর্ধেক মাছ।

মৎস্যকন্যা জালে আটকে মহা কান্না জুড়ে দিলো– জেলে ভাই, আমায় ছেড়ে দাও। তোমার পায়ে পড়ি জেলে ভাই।

বললেই কি ছাড়া যায়? জেলের পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা। তাই জেলে বললো– ছাড়বো; তবে বিনিময়ে তুমি কী দেবে?

মৎস্যকন্যা প্রতিজ্ঞা করলো– যা চাইবে, তাই দেবো। তবে সর্বমোট তিনটি জিনিস বা তিনটি বর চাইবে।

জেলের ছিল এক দজ্জাল বউ। বউকে না জিজ্ঞেস করে কাজ করবে এমন মাথা জেলের ঘাড়ে নেই। কাজেই সে বউকে গিয়ে বললো– বউ, এই এই ব্যাপার। তিনটি ইচ্ছা পূরণ করবে মৎস্যকন্যা। সুতরাং বলো, তোমার প্রথম ইচ্ছা কী!

জেলে ভেবেছে বউ সোনা-দানা, খানা-পিনা বাড়ী-গাড়ী কিছু একটা চাইবে বড় করে। কিন্তু হা হতোস্মি! বউ যা চাইল তাতে সে আকাশ থেকে পড়লো।

বউ বললে মৎস্যকন্যাকে বলো, চীন যেন তার পুরো সেনাবাহিনী নিয়ে পোল্যান্ড আক্রমণ করে।

পোল্যান্ড? আমার দেশ? চীন আক্রমণ করবে? বউ, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?

www.pathagar.com

বলেছি– দজ্জাল বউ এক ঝামটা মেরে বললে– যাও, যা বলছি তাই করো। নাহলে–

জেলে দৌড় দিয়ে মৎস্যকন্যাক সবিস্তারে বললো সব কিছু।

কী আর করা যায়।

এলো চীনা সৈন্যদল। পুরো পোল্যান্ড মিসমার করে দিয়ে ফিরে গেলো।

এবার দ্বিতীয় ইচ্ছা পূরণ।

— দিলে তো দেশটাকে শেষ করে। বল দ্বিতীয় ইচ্ছা কী তোর। কী চাই? খানা-পিনা, বাড়ী-গাড়ী, সোনা-দানা?

— ঝাটা মারি তোর সোনা-দানায়। বল গিয়ে চীনারা যেন আবার পোল্যান্ড আক্রমণ করে।

— বউ, তোর সত্যি ব্রেন আউট।

— গেলি? বলে তাড়া করে বউ।

সুতরাং তথৈবচ। আবার দ্বিতীয় বার চীনাবাহিনী এসে পুরো পোল্যান্ড তছনছ করে ধূলিসাৎ করে দিয়ে গেলো।

এবার ক্ষিপ্ত জেলে বউকে বললে– দুটো সুযোগ ছেড়ে দিলি, এবার–

বিশ্বাস করবেন কি? এবারও বউয়ের একই কথা। চীনাদের তিসরা বার ডাকো।

জেলে আপনা চুল আপনি ছিঁড়তে ছিঁড়তে মৎস্যকন্যাকে তা জানালো।

চীন এসে পোল্যান্ডকে আখেরীবার চুটিয়ে পিটিয়ে গেলো, বলতে গেলে লাঙ্গল-চষা।

কিন্তু তিন ইচ্ছা পূরণের এই তেলেসমাতিটা কী? ক্ষিপ্ত জেলে বউয়ের গলা টিপে ধরে প্রায়–

দিলি তো দেশটাকে শেষ করে। চীনাদের দিয়ে দেশটা মিস্‌মার করালি তিন তিনবার!

বউ মুচকি হাসে– আরে পোল্যান্ড না হয় চীনারা তিনবার আক্রমণ করলো। পোল্যান্ড পর্যন্ত আসতে চীনারা প্রতিবার এসেছে এবং গেছে, রাশিয়ার উপর দিয়ে। সুতরাং তিন দুগুণে ছবার পালিশ করেছে রাশিয়াকে– বুঝেছ বুদ্ধির ঢেঁকি?

www.pathagar.com

বোনাস গল্প ঃ কে বেশী তৈলমর্দ্দনকারী?

একটি স্বদেশী চুটকি।

অফিসের বড় সাহেবের অধীনে দুই অফিসার একটা বড় পোষ্টের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। দু'জনের একজন নির্বাচিত হবেন। অন্যজন 'আউট'।

এমন সময় বড় সাহেবের মা গেলেন মারা। আর যায় কোথায়। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী অফিসার 'আম্মা-আম্মা' বলে কবরের পাশে কমপিটিশন করে কাঁদতে শুরু করলেন– হাপুস নয়নে। কান্না তো নয়, সমুদ্রে ঝড়-লোনা পানির জলোচ্ছাস। শার্ট গেঞ্জি ভিজে জব-জবা।

এক পর্যায়ে বড় সাহেব নিজেই আর সহ্য করতে না পেরে প্রতিদ্বন্দ্বী ১ নম্বর কে বললেন, 'ভাই, আর কাঁদবেন না। মানুষের মা কি চিরকাল বেঁচে থাকে? কাঁদবেন না।' রুমাল বাড়িয়ে দিলেন এক নম্বরকে।

১ নং বললেন, না স্যার, আমি জান দিয়ে দেবো, আমি আর বাঁচতে চাই না স্যার। আমি কবরে ঝাঁপ দেবো, আমার মায়ের পাশেই আমাকে কবর দিন স্যার। আম্মা নেই যার আর বেঁচে কী লাভ তার?

কবরের ভেতরে লাফ দিতে যখন উদ্যত ভঙ্গী উদ্যত, এমন সময় সবাই দেখলেন–

কী দেখলেন?

দেখলেন, কবরের পাশে দ্বিতীয় একটা শার্ট কোট টাই পরা মানুষ ইতিমধ্যে শুয়ে পড়েছেন। বলুন তো কে তিনি?

হ্যাঁ ২ নং সাহেব।

এবার বলুন তো চাকরিটা কার হবে?

www.pathagar.com

বোনাস গল্প ঃ ডানে না বাঁয়ে?

মার্শাল টিটোর আমলে যুগোশ্লাভিয়ায় এসেছেন একই সময়ে রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট এবং আমেরিকান প্রেসিডেন্ট। বেড়াতে এবং রাজনীতিক আলাপের উদ্দেশে।

একদিন সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছেন তিন প্রেসিডেন্ট গাড়ীতে রাজধানী বেলগ্রেডে।

যুগোশ্লাভিয়া নামে সমাজতন্ত্রী কিন্তু কাজের ব্যাপারে পশ্চিমা সমাজতন্ত্রের বহু অর্থনৈতিক পদ্ধতির অনুসারী। এখানে ঝকঝকে department-mental storeও প্রচুর আছে। 'টিটোইজম' একটা আলাদা রাজনৈতিক ভাবধারা।

গাড়ী চলছে বেলগ্রেডের ঝকঝকে চওড়া আলো ছড়ানো রাস্তায়।

চার রাস্তার মোড়ে এসে ড্রাইভার ব্রেক কষলো।

কোন দিকে যাবো প্রেসিডেন্টস্? বহুবচনে জিজ্ঞাসা হলো– তিন প্রেসিডেন্টের এক ড্রাইভার।

মুখ খুললেন বামপন্থী রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট, অবশ্যই বাঁয়ে যাবে।

বাধা দিলেন ডানপন্থী আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নো, অবশ্যই ডানে যাবে।

টিটো মুচকি হাসছেন।

তিনি কি বললেন?

কোনটাই না। সিগন্যাল দেবে বাঁয়ে, চালাবে ডাইনে।

www.pathagar.com

বোনাস গল্প ঃ ফুটবল মন্ত্রী সমাচার

আমাদের সময়ই প্রথম 'ক্রীড়া' সম্পর্কিত নতুন দপ্তর করা হয়েছিল। ভাগ্যচক্র এমনি, যারা এ দপ্তরে মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী হয়েছিলেন প্রায়ই নধরকান্তি অতিপুরিপুষ্ট চেহারা এবং ভোজনবিলাসী।

জিয়াউর রহমান অতি ভোজন পছন্দ করতেন না মোটেই।

এমনি একজনকে হঠাৎ করে প্রেসিডেন্ট (তার সুপুষ্ট ভূড়ির দিকে তাকিয়ে) বললেন, আচ্ছা মন্ত্রী সাহেব, আপনাকে লোকে ফুটবল মন্ত্রী বলে কেন?

তাঁর মুখ চোখ কি রাঙা হয়ে গেলো?

না।

তার গলা শুকিয়ে গেলো?

না।

লজ্জা পেলেন?

না।

পরবর্তীতে দল ছেড়ে তিনি স্পীকার পর্যন্ত হয়েছিলেন। অন্য দল ছেড়ে সুযোগের সন্ধানে তৃতীয় দলও করেছিলেন, এম.পি নির্বাচনে অবশেষে ফেলও করলেন।

www.pathagar.com

একটি বোনাস গল্প ঃ ঐ ফ্যাক্টরীটা কিনতে হবে

আইয়ুব খানের 'রাজত্ব' চলছে তখন, তিনি তখন ষড়যন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত। অন্য ষড়যন্ত্রীদের হাত থেকে নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র।

পুত্রধন গওহর 'পাত্‌তি' (টাকা) বানাতে ব্যস্ত। লাভজনক শিল্পের সন্ধান পেলেই বাপজনককে ধরে শিল্পকারখানাটা কব্জা করে ফেলেন। কারখানার মাধ্যমে শুধু 'পাত্‌তি' আর 'পাত্‌তি'।

দুপুরের শাঁসালো লাঞ্চ খেয়ে দু'জনে শুয়েছেন – বৈকালিক 'সিয়েস্‌তা' (স্বল্প দৈর্ঘ্য নিদ্রা) প্রচেষ্টা। ঘুম আসছে না। কতো চিন্তা মাথায় ঘুর ঘুর করছে। ঘুম আসবে কেমন করে?

হঠাৎ আইয়ুব খান বললেন, গওহর বেটা শুনেছ, পাকিস্তানে একটা 'গুজব ফ্যাক্টরী' তৈরী হয়েছে বড় ধরনের।

গওহরের কানে 'ফ্যাক্টরী' শব্দটা মাত্র প্রবেশ করতেই আর যায় কোথায়? তিনি বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মতো চাঙ্গা হয়ে উঠে বসলেন–

'কি বললে ড্যাডি? ফ্যাক্টরী? লাভজনক তো? তাহলে কালকেই ওটা আমাকে কিনতে দাও।'

www.pathagar.com

একটি বোনাস গল্প ঃ 'আমি চোর হব'

বাবা যাচ্ছেন ছোট্ট দশ বছরের মেয়ে নিয়ে রিকশায় চড়ে। শহর দেখাচ্ছেন।

চপলা মেয়েটা প্রশ্নের ফুলঝুরি ছুটিয়ে যাচ্ছে। বাবা যথাসম্ভব জবাব দিচ্ছেন।

হঠাৎ একটা সুন্দর প্রাসাদের পাশ দিয়ে রিক্‌শাটা যাচ্ছে। মেয়েটি অবাক তাকালো কিছুক্ষণ। তারপর বাবাকে প্রশ্ন করলো–

বাবা, বাবা, ঐ সুন্দর বাড়ীটা কার?

বাবা মালিককে চিনতেন– একজন দুর্নীতির শিরোমণি তিনি।

— বল না বাবা, ঐ সুন্দর বাড়ীটা কার? মেয়েটি আবার প্রশ্ন করে।

— বাড়ীটা একটা চোরের। বাবা মুখ গম্ভীর করে বললেন।

মেয়েটি এক মুহূর্তে চুপ রইল।

সত্যি?

তাই।

বাবা, আমি চোর হবো।

www.pathagar.com

ISBN - 984 - 839 - 014 - 006